পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 57 Monday, 26 January, 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৫৭ সংখ্যা ❋ ১২ মাঘ ১৪৩২, সোমবার, ২৬ জানুয়ারি ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

আজ ২৬শে জানুয়ারি। ৭৭তম প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে দুরন্ত বার্তা সমস্ত পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ীদের জানানো হচ্ছে হার্দিক অভিনন্দন। প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে আজ দুরন্ত বার্তা সমস্ত দফতর বন্ধ থাকবে। তাই মঙ্গলবার (২৭.০১.২০২৬) পত্রিকার কোনও সংস্করণ প্রকাশিত হবে না। বুধবার (২৮.০১.২০২৬) তারিখ থেকে পুনরায় পত্রিকার সংস্করণ প্রকাশিত হবে।

-সম্পাদক

‘আমি এতে স্তম্ভিত, বিস্মিত, বিচলিত’

জাতীয় ভোটার দিবসে কমিশনকে তোপ মমতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ নির্বাচন কমিশনের জাতীয় ভোটার দিবস পালনকে ‘করুণ প্রহসন’ বলে কটাক্ষ করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তাঁর অভিযোগ, মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার দায়িত্বে থাকা নির্বাচন কমিশন এই মুহূর্তে ঠিক তার উল্টো কাজেই ব্যস্ত। ‘হিজ মাস্টার্স ভয়েস’-এর ভূমিকা নিয়ে কমিশন ভোটাধিকার কেড়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া চালাচ্ছে বলেও তোপ দাগেন তিনি। জাতীয় ভোটার দিবস উদযাপনের ঔদ্ধত্যে তিনি স্তম্ভিত, বিস্মিত ও বিচলিত, এ কথাও স্পষ্ট করে দেন মুখ্যমন্ত্রী। মমতার বক্তব্য, মাননীয় সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানা কিংবা বিধি-নিয়ম অনুসরণ করে নাগরিকদের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করার বদলে নির্বাচন কমিশন ‘লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি’-র মতো নতুন নতুন অজুহাত দাঁড় করাচ্ছে। তার জেরে সাধারণ মানুষ নিগৃহীত হচ্ছেন, বহু ক্ষেত্রে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে, এমনকি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে ভোটাধিকার। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, বিজেপির স্বার্থে বিরোধীদের দমন করতেই এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে, যা ভারতীয়

গণতন্ত্রের ভিত্তিতেই আঘাত করছে। নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, এই ‘অভূতপূর্ব অত্যাচারের’ ফলেই এখনও পর্যন্ত ১৩০ জনের বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, ৮৫, ৯০, এমনকি ৯৫ বছর বয়সি মানুষকে এবং শারীরিকভাবে প্রতিবন্ধী নাগরিকদেরও কমিশনের সামনে হাজির হতে বাধ্য করা হচ্ছে। এই ধরনের বেআইনি চাপ ও নিগ্রহের ফলেই আত্মহত্যা ও মৃত্যুর সংখ্যা বাড়ছে বলেও দাবি করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, এসবই হচ্ছে কমিশনের ‘রাজনৈতিক প্রভুদের’ নির্দেশ ও স্বার্থে। তিনি এক্স হ্যান্ডেলে আরও লেখেন, ‘গোটা প্রক্রিয়াটিকে কার্যত একটি এনআরসি-র রূপ দেওয়া হয়েছে, যার ফলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এবং তপশিলি জাতি ও জনজাতির মানুষ বিশেষভাবে আক্রান্ত হচ্ছেন। নির্বাচন গণতন্ত্রের উৎসব হলেও, কমিশনের পক্ষপাতদুষ্ট ও একতরফা বেআইনি পদক্ষেপ- মাইক্রো অবজারভার পাঠিয়ে নিগ্রহ বাড়ানো, মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছে এবং গণতন্ত্রকেই ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে।’ এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশনের আজ ভোটার দিবস পালনের কোনও নৈতিক অধিকার নেই বলেই সাফ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বস্তুত, এদিন সকাল থেকেই রাজ্যের সর্বত্র ব্লকে ব্লকে এসআইআরে হয়রানির প্রতিবাদে বিক্ষোভ কর্মসূচি করছে তৃণমূল। শনিবাসরীয় বিকেলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়াল বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পরেও নানাবিধ বিষয় কার্যকর না-হওয়া নিয়ে রবিবার অর্থাৎ আজ কলকাতার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে তৃণমূল প্রতিনিধি দল পাঠাবে। এবং সেখানে নানাবিধ প্রশ্ন রাখা হবে।

‘ওর কোনও কনট্রিবিউশন নেই’

অমর্ত্য সেন ক্ষোভ প্রকাশ করার পর কটাক্ষ শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেনকে এসআইআর-এর নোটিস দেওয়া হয়েছিল। সেই নোটিস নিয়ে রাজনৈতিক চাপান-উতোরও চলেছে। একদিকে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্যদিকে বিজেপি বলেছিল, আইন সবার জন্য সমান। এরই মধ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন খোদ অমর্ত্য সেন। বলেছেন, এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বড্ড তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক অধিকারকে লঙ্ঘন করতে পারে বলেও দাবি করেছেন তিনি। অমর্ত্য সেনের সেই বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি বিধায়ক তথা বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বললেন, ‘‘ওঁর কথায় উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন নেই।’’ এদিন শুভেন্দু বলেন, ‘‘উনি সবসময় এই সব কথা বলেন। ওঁর কথার বেশি উত্তর দেওয়ার দরকার নেই। ওঁর কোনও কনট্রিবিউশন নেই।’’ শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গে একজন শিক্ষিত যুবককে উনি কর্মসংস্থান করে দিয়েছেন বা কোনও গরিব মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন এমন কোনও উদাহরণ নেই। যাঁদের অবদান নেই বাংলাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে, তাঁদের এই সব কথার উত্তর দেওয়া হবে না।’’ শুভেন্দুর এই বক্তব্যে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতা দেবাংশু ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘উনি একজন নোবেলজয়ীকে নিয়ে কথা বলছেন, তাঁর নেতা নরেন্দ্র মোদির বাংলায় অবদান কী? আর নোবেল তো ওঁকে বুঝেই দেওয়া হয়েছে। বিজেপি কী করেছে, উল্টে যে বাঙালি স্বাধীনতা সংগ্রামে লড়েছিল, তাঁদেরকে আজ নাগরিকত্ব প্রমাণ করার জন্য লাইনে দাঁড় করানো হয়েছে।’’ শনিবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংবাদসংস্থা পিটিআই-কে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘‘হাতে পর্যাপ্ত সময় নিয়ে ভোটার তালিকার সংশোধন গণতান্ত্রিকভাবে খুব ভাল সিদ্ধান্ত। কিন্তু বাংলায় তা চলছে না। সেখানে এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে বড্ড তাড়াহুড়ো করা হচ্ছে। সামনেই বিধানসভা নির্বাচন, কিন্তু তার আগে নিজেদের ভোটাধিকার প্রমাণের জন্য সংশ্লিষ্ট ভোটাররা যথাযথ সময় পাচ্ছেন না। যা গণতান্ত্রিক অধিকারকে লঙ্ঘন করতে পারে।’’

শীঘ্রই ফাঁস হবে নয়া কেলেঙ্কারি!

কী ইঙ্গিত দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ বিচারপতি থাকাকালীন তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা একাধিক দুর্নীতির অভিযোগের মামলা শুনেছিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। দুর্নীতির তদন্তের নির্দেশও দিয়েছিলেন তিনি। এবার ভোটের মুখে বিজেপি সাংসদ ইঙ্গিত দিলেন, কয়েকদিনের মধ্যেই কোনও এক কেলেঙ্কারি ফাঁস হতে পারে। আজ, রবিবার ‘পশ্চিমবঙ্গ ঐক্যবদ্ধ ছাত্র যুব সমাজ সংগঠনে’র তরফে রবিবার একটি সাংবাদিক বৈঠক ডাকা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত হয়েই এমন ইঙ্গিত দিলেন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। এদিন অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দেন যে তিনি কোনও রাজনৈতিক দলের তরফে এই মঞ্চে উপস্থিত হননি। অরাজনৈতিক আন্দোলনের পাশে দাঁড়ানোর জন্য একজন ব্যক্তি হিসেবে উপস্থিত হয়েচেন তিনি। তবে সার্বিকভাবে সরকার-বিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হওয়া উচিত বলে মনে করেন তিনি। অভিজিৎ বলেন, ‘‘অনেক মানুষ থাকেন, যাঁরা সরাসরি রাজনীতিতে যুক্ত হতে চান না। সরকারকে আর রাখা যাবে কি না, সে ব্যাপারে তাঁদেরও একটা মতামত থাকা দরকার।’’ এরপরই সাংসদ বলেন, ‘‘আমার মনে হয় এই সরকারের আর একদিনও ক্ষমতায় থাকা উচিত নয়। যদিও আইনগতভাবে তারা রয়ে যাচ্ছে। আশা করি এর মধ্যেই কিছু কেলেঙ্কারি ফাঁস হবে। তখন আবার একটা জোরদার আওয়াজ উঠবে।

আমার মতে একটানা কয়েকদিনের মধ্যে এই কেলেঙ্কারি ফাঁস হলে, ৭২ ঘণ্টা বনধ ডাকা উচিত। যতক্ষণ না মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করছেন, যতক্ষণ না রাষ্ট্রপতি শাসন জারি হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিক্ষোভ চলা উচিত।’’ এদিন এই সংগঠনের মূল বক্তব্য ছিল, তারা ছাত্র ও যুবদের প্রাপ্য অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার জন্য লড়াই করছে। এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত হয়ে তিলোত্তমার বাবা বলেন, ‘‘দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই করতে হবে। দুর্নীতি গেলে বেকারত্বের জালা মিটবে।’’

প্রসেনজিৎ সহ ১১ জন বাঙালি পাচ্ছেন পদ্ম সম্মান

সংবাদ সংস্থা, নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারিঃ সাহিত্য, সংস্কৃতি থেকে থেকে শিল্পকলা। নানা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য এবারের পদ্ম সম্মানের তালিকায় জায়গা পেলেন বেশ কয়েকজন বাঙালি। তাঁর মধ্যে যেমন রয়েছেন টলিউডের সুপারস্টার প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়। তেমনই রয়েছেন তবলাবাদক কুমার বোস। প্রতি বছর প্রজাতন্ত্র দিবসের আগের দিন পদ্ম সম্মান প্রাপকদের নাম ঘোষণা করা হয়। এবছর পদ্ম প্রাপকদের তালিকায় রয়েছেন মোট ১১ জন বাঙালি। প্রত্যেকেই পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন। সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন অশোক কুমার হালদার ও গম্ভীর সিং ইয়নজোন। শিল্পকল্পা ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের জন্য মরণোত্তর পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন হরিমাধব মুখোপাধ্যায়। তাঁর পাশাপাশি জ্যোতিষ দেবনাথ এ খ্যাতনামা তবলাবাদক কুমার বোস শিল্পকলায় পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন। সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অবদানের জন্য এবছর পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন মহেন্দ্রনাথ রায়। বাংলা সিনেমার ‘ইন্ডাস্ট্রি’ প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবার শিল্পকলা ক্ষেত্রে পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন। চার দশকের বেশি বাংলা সিনেমার নায়ক তিনি। এখনও টলিউডের অন্যতম স্তম্ভ। বাংলা সিনেমায় তাঁর অসামান্য অবদানের

জন্য প্রসেনজিৎকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হল। শিল্পকলা ক্ষেত্রে বাংলা থেকে আরও ২ জন পদ্মশ্রী সম্মান পেয়েছেন। তৃপ্তি মুখোপাধ্যায় এবং তরুণ ভট্টাচার্য। এছাড়া সাহিত্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে পদ্মশ্রী সম্মান পেলেন রবিলাল টুডু। আর মেডিসিনে পদ্মশ্রী পেলেন সরোজ মণ্ডল। এবছরের পদ্ম সম্মানের তালিকায় ৫ জন পদ্ম বিভূষণ সম্মান পেয়েছেন। আর ১৩ জন পদ্মভূষণ সম্মান পেলেন। তবে এই দুই পদ্ম সম্মান প্রাপকের তালিকায় বাংলার কেউ নেই।

নাম বাদের নির্দেশ রয়েছে? এসআইআর-র চাপে বিএলও-র মৃত্যু?

সুব্রত বক্সীদের সামনেই জবাব দিলেন সিইও

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ এসআইআর-র জেরে শতাধিক মানুষের মৃত্যু হয়েছে। এই অভিযোগ তুলে প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনকে তোপ দেগে চলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস। কাজের চাপের বিএলও-রাও আত্মঘাতী হচ্ছেন বলে অভিযোগ। জাতীয় ভোটার দিবসে তৃণমূলের এইসব অভিযোগ খারিজ করে দিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) মনোজকুমার আগরওয়াল। একইসঙ্গে নাম বাদ দেওয়ার নির্দেশের অভিযোগ নিয়ে কার্যতও চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন তিনি। ২৫ জানুয়ারি জাতীয় ভোটার দিবসে ধনধান্য অডিটোরিয়ামে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিইও মনোজকুমার আগরওয়াল। দর্শকাসনে যেমন বিজেপি নেতা তাপস রায়কে দেখা যায়। তেমনই ছিলেন তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সী। সেখানেই একাধিক প্রশ্নের উত্তর দেন রাজ্যের সিইও। অনুষ্ঠানে সুব্রত বক্সী প্রশ্ন করেন, অনেকেই তো বলছেন, এক কোটি দুই কোটি নাম বাদ যাবে, এটার মানে কী? তৃণমূলের রাজ্য সভাপতির প্রশ্ন শুনে মনোজকুমার আগরওয়াল বলেন, ‘‘বাইরে তো রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। কমিশনের কাছে প্রত্যেক ভোটার গুরুত্বপূর্ণ। কোনও বৈধ ভোটারের নাম বাদ যাবে না। উপর থেকে কারও কাছেই কোনও নির্দেশ নেই। রাজ্যে তো ৯০ হাজার বিএলও রয়েছেন। যদি একজন বিএলও বলেন, উপর থেকে নির্দেশ রয়েছে, তাহলে আমরা ব্যবস্থা নেব। কোনও অফিসার যদি এমন বলে থাকেন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেব। নির্বাচন কমিশনের কেউ এরকম কোনও কথা বলেননি।’’ রাজ্যে এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর থেকে বিএলও-দের একাংশ কাজের চাপ নিয়ে সরব হন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক বিএলও-র মৃত্যুর খবর আসে। কেউ কেউ আত্মহত্যা করেন। তৃণমূল অভিযোগ তোলে, কাজের চাপের জন্যই বিএলও-রা আত্মঘাতী হচ্ছেন। এই নিয়ে এদিন সিইও বলেন, ‘‘বিএলও-দের মৃত্যু নিয়ে আমরা প্রত্যেক ডিইও (জেলাশাসক)-র কাছ থেকে রিপোর্ট চেয়েছিলাম। এতজন বিএলও-র মৃত্যুর কোনও রিপোর্টই পাঠাননি ডিএম-রা। আমরা এই নিয়ে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গেও কথা বলেছিলাম। আমরা স্বতঃপ্রণোদিত কোনও পদক্ষেপ করতে পারি না আমাদের কোনও রিলিফ ফান্ড নেই। আমরা বলে দিতে পারি না, ২ লাখ টাকা দিয়ে দেব। ডিএম-দের রিপোর্ট দিয়ে লিখতে হবে, এসআইআর-র জন্য মৃত্যু হয়েছে। কোনও ডিএম এখনও এরকম কোনও রিপোর্ট পাঠাননি।’’

বিশ্বজুড়ে বাড়ছে জলসঙ্কট! ভারতে বিপদের তালিকায় শীর্ষে দিল্লি-কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন

বিশ্বজুড়ে জলের সঙ্কট ভয়াবহ রূপ নিচ্ছে, এমনই সতর্কবার্তা দিয়েছে জাতিসংঘ। সম্প্রতি প্রকাশিত রিপোর্টে দেখা গেছে, বিশ্বের ১০০টি বড় শহরের অর্ধেকই তীব্র

জলাভাবের সমস্যায় ভুগছে। নদী শুকিয়ে যাওয়া, ভূগর্ভস্থ জলের স্তর কমে যাওয়া এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে জলের চাহিদা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। জলাভাব এখন আর দূরবর্তী কোনও পরিবেশগত সমস্যা নয়, এটি সরাসরি শহুরে জরুরি অবস্থায় পরিণত হচ্ছে। রিপোর্ট জানাচ্ছে, বিশ্বের বড় শহরগুলির মধ্যে অন্তত ৩৯টি শহরে জলের পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর। এই শহরগুলোর পানীয়জল সরবরাহ, নিত্যজীবন এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সবই বিপদের মুখে। ভারত এই সঙ্কটের অন্যতম বড় ক্ষতিগ্রস্ত দেশ। বিশ্বের সবচেয়ে ভুক্তভোগী শহরের তালিকায় দিল্লি চতুর্থ স্থানে রয়েছে। এছাড়া কলকাতা (৯), মুম্বই (১২), বেঙ্গালুরু (২৪) এবং চেন্নাই (২৯) জলাভাবের সমস্যায় ভুগছে। হায়দরাবাদ, আমেদাবাদ, সুরাট ও পুনেতেও কয়েক বছর ধরে নিয়মিত জল সঙ্কট দেখা যাচ্ছে। দ্রুত নগরায়ন, অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জলের ব্যবহার এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাত মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। রিপোর্ট অনুযায়ী, চেন্নাই খুব দ্রুত ‘ডে জিরো’-র দিকে এগোচ্ছে- যে অবস্থায় শহরবাসীর জন্য কোনও জলই থাকবে না। অতীতে চেন্নাই এমন পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছে, যখন মানুষকে ট্যাঙ্কার ও জরুরি জলের ওপর নির্ভর করতে হয়েছিল। তেহরানও টানা ছ’বছর ধরে খরার মুখে এবং প্রায় ‘ডে জিরো’ অবস্থায় পৌঁছে গেছে। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে এমন সঙ্কট দেখেছে। জলসঙ্কট শুধু ভারতেই নয়, আফগানিস্তানের কাবুল শহর জলশূন্য হওয়ার ঝুঁকি বাড়ছে। মেক্সিকো সিটি প্রতি বছর প্রায় ২০ ইঞ্চি ডুবে যাচ্ছে অতিরিক্ত ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের কারণে। যুক্তরাষ্ট্রের পশ্চিমাঞ্চলে কলোরাডো নদীর জল নিয়ে রাজ্যগুলোর মধ্যে বিরোধ চলছে। বেজিং, নিউইয়র্ক এবং রিও ডি জেনেইরোর মতো বড় শহরও উচ্চসঙ্কট রয়েছে। রিপোর্টে আরও বলা হয়েছে, বিশ্বে প্রায় ৪০০ কোটি মানুষ বছরে অন্তত এক মাস তীব্র জল সঙ্কটের মুখোমুখি হন। নদী-হ্রদ শুকিয়ে যাচ্ছে, ভূগর্ভস্থ জল কমছে এবং জলাভূমি শুকিয়ে যাচ্ছে। এর ফলে ভূমিধস, মরু বিস্তার ও অন্যান্য পরিবেশগত বিপর্যয় বৃদ্ধি পাচ্ছে। ১৯৯০ সাল থেকে বিশ্বের বড় হ্রদগুলোর অর্ধেকের জলস্তর কমেছে। বহু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ জল ৭০ শতাংশ পর্যন্ত কমেছে। গত ৫০ বছরে ইউরোপের বহু জলাভূমি হারিয়ে গেছে এবং ১৯৭০ সাল থেকে বিশ্বজুড়ে হিমবাহ প্রায় ৩০ শতাংশ কমেছে। জাতিসংঘ সতর্ক করেছে, বিশ্বের মিঠে জলের ভাণ্ডার দ্রুত সংকুচিত হওয়ায় ভবিষ্যত আরও উদ্বেগজনক হতে পারে।

আরজেডিতে প্রজন্ম বদল, দলে ‘ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট’ পদ তৈরি করে ছেলে তেজস্বীকে নিয়োগ করলেন লালু

সংবাদ সংস্থা, পাটনা, ২৫ জানুয়ারিঃ রাষ্ট্রীয় জনতা দল-র সংগঠনে বড়সড় বদলের ইঙ্গিত। রবিবার আনুষ্ঠানিক ভাবে দলের জাতীয় ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট পদে বসানো হল তেজস্বী যাদবকে। বিহারের প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রীর এই উত্থানকে আরজেডি নেতৃত্বের প্রজন্ম পরিবর্তনের সূচনা বলেই দেখছেন রাজনৈতিক মহল। একই সঙ্গে রাজ্যের উত্তপ্ত রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে দলের সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তাও দিল লালুপ্রসাদের দল। রবিবার আরজেডি-র জাতীয় কার্যনির্বাহী বৈঠকের প্রথম দিনের অধিবেশনেই তেজস্বীর নাম ঘোষণা করা হয়। দলনেতা লালুপ্রসাদ যাদব নিজে হাতে ছেলের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেন। মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী রাবড়ি দেবী-সহ দলের শীর্ষ নেতৃত্ব। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এত দিন আরজেডি-তে জাতীয় ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট নামে কোনও পদই ছিল না। নতুন এই পদ তৈরি করে তেজস্বী যাদবকে বসানোয় দলের সাংগঠনিক কাঠামোয় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন এল। রাজনৈতিক

পর্যবেক্ষকদের মতে, এর ফলে দলের দৈনন্দিন পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তেজস্বীর ভূমিকা আরও শক্তপোক্ত হবে। মাত্র ৩৬ বছর বয়সে তেজস্বী যাদব ইতিমধ্যেই বিহারের রাজনীতিতে নিজের জায়গা তৈরি করেছেন। উপমুখ্যমন্ত্রী হিসেবে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতার পাশাপাশি বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা হিসেবেও তাঁকে সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার ফলে আরজেডি-র ভবিষ্যৎ রূপরেখা তৈরিতে তিনিই মুখ্য চালিকাশক্তি হবেন বলেই মনে করছে দল। তবে এই নেতৃত্ব বদলের সময়েই যাদব পরিবারে অস্বস্তির সুরও শোনা যাচ্ছে। গত কয়েক মাসে লালু যাদবের পরিবারের অন্দরে মতবিরোধ প্রকাশ্যে এসেছে। তেজস্বীর দাদা, প্রাক্তন মন্ত্রী তেজপ্রতাপ যাদব এবং দিদি রোহিণী আচার্য একাধিক বার দল ও পরিবারের ‘অস্থিরতা’ নিয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করেছেন। বিশেষ করে রোহিণী আচার্য সম্প্রতি ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করে গত বছরের অক্টোবর-নভেম্বরের বিধানসভা নির্বাচনে আরজেডি-র হতাশাজনক ফলের দায় তেজস্বীর নেতৃত্বের উপর চাপিয়েছেন বলে রাজনৈতিক মহলের একাংশের ব্যাখ্যা। এই পারিবারিক টানাপড়েনের আবহেই তেজস্বীকে জাতীয় ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট করা রাজনৈতিক ভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। তাঁদের মতে, লালু যাদব একপ্রকার স্পষ্ট বার্তা দিয়ে রাখলেন, দলের ভবিষ্যৎ নেতৃত্ব নিয়ে আর কোনও দ্বিধা নেই। আরজেডি-র ‘নতুন যুগ’-এর মুখ হিসেবে তেজস্বীকেই সামনে রেখে আগামী লড়াইয়ের প্রস্তুতি শুরু করল দল।

নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরির লক্ষ্যে ১১ জনের সংকল্পপত্র কমিটি বিজেপির, মাথায় তাপস

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ নজরে ছাব্বিশ, পাখির চোখ বাংলা। জোরদার কোমর কষে ঘুঁটি সাজাচ্ছে পদ্ম শিবির। নির্বাচনী ইস্তেহার তৈরির লক্ষ্যে ১১ জনের কমিটি তৈরি করল বিজেপি। কমিটির চেয়ারম্যান তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যাওয়া উত্তর কলকাতার বর্ষীয়ান নেতা তাপস রায়। কনভেনার করা হয়েছে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ তথা বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়িকে। তিনি একসময় প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক উপদেষ্টার পদেও ছিলেন। কো-কনভেনার করা হয়েছে অগ্নিমিত্রা পালকে। এই সংকল্পপত্র কমিটিতে রয়েছেন বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতৃত্ব। অশোক লাহিড়ি, অগ্নিমিত্রা পাল ছাড়াও রয়েছেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা। রয়েছেন দেবজিৎ সরকার, বৈশালী ডালমিয়া,

শিশির বাজোরিয়া, অনির্বান গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো নেতারা। আদপে সমাজের বিভিন্ন স্তর, বিভিন্ন আঙ্গিকে সমাজ ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নেতাদেরই তুলে এনে ইস্তেহার কমিটিতে জায়গা দেওয়া হয়েছে। অর্থা সমাজের বিভিন্ন স্তরেই ছুঁইয়েই এই সংকল্পপত্র বিজেপি তৈরি করতে চলেছে বিজেপি, এমনটাই মত ওয়াকিবহাল মহলের। বিজেপি এই রাজ্যে ক্ষমতায় এলে ঠিক কীভাবে কাজ করবে, কোন কোন খাতে কাজ করবে, সেই প্রতিশ্রুতি গুলিই মূলত জায়গা পাবে সংকল্পপত্রে। তবে রাজ্য স্তরে এই কমিটি তৈরি হলেও দরকার কেন্দ্রীয় স্তরের অনুমোদন। কেন্দ্রীয় নেতাদের অনুমোদনের পরই তা চূড়ান্ত কাজ শুরু করবে। এরইমধ্যে আবার ফের বাংলায় আসছেন অমিত শাহ। আগামী ৩১শে জানুয়ারি বারাসতে জনসভা রয়েছে তাঁর। বারাসতের কাছারি ময়দানে ওই সভা হওয়ার কথা। ১৯ জানুয়ারি বারাসতের কাছারি ময়দানেই সভা করেছিলেন অভিষেক।

কমিশনের তরফে তালিকা পৌঁছনো শুরু বিভিন্ন পঞ্চায়েতে

বীরভূম, ২৫ জানুয়ারি ঃ অবশেষে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মান্যতা পেল। রবিবার দুপুর থেকে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি ও আনম্যাপড ভোটারদের তালিকা টাঙানো শুরু হল বিভিন্ন পঞ্চায়েতে। এ দিন বেলা বারোটার পরে বীরভূমের দুবরাজপুরের পদুমা গ্রাম পঞ্চায়েতে ওই তালিকা টাঙিয়ে দেওয়া হয়। জানা গিয়েছে, প্রশাসনের থেকে প্রতিটা গ্রাম পঞ্চায়েতে ওই তালিকার পিডিএফ ফাইল পৌঁছে যাচ্ছে। পঞ্চায়েতের তরফে সেগুলি প্রিন্ট করে জনসমক্ষে টাঙানো হচ্ছে। যদিও ছুটির দিন থাকায় তালিকা প্রকাশে কোথাও কোথাও দেরি হচ্ছে বলেও খবর। এই সূত্র জানা গেছে।

রামায়ণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি ভালো উপায় হতে পারেঃরামনাথ কোবিন্দ

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ রামায়ণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি ভালো উপায় হতে পারে, এমনটাই জানালেন প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ বলেছেন, পৃথিবী অসংখ্য জটিলতা এবং যুদ্ধের পরিবেশে ভরা, কিন্তু রামায়ণই হতে পারে এই সংঘাতের একমাত্র সমাধান। রামায়ণ সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার একটি ভালো উপায়ও হতে পারে। যদি নির্বাচিত সরকারগুলি রামের গল্পের উপর ভিত্তি করে তৈরি হয়, তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে বিশ্ব এবং দেশ জুড়ে একটি সুসংহত সমাজের আবির্ভাব ঘটবে বলেন।

কার্শিয়াংয়ে দেখা মিলল জোড়া কালো চিতার

কার্শিয়াং, ২৫ জানুয়ারি ঃ কার্শিয়াংয়ের পাহাড়ি জঙ্গলে এবার এক জোড়া কালো চিতাবাঘের ছবি ক্যামেরাবন্দি হল। রবিবার সকালে ওই ছবি প্রকাশ করেছে কার্শিয়াং বনবিভাগ। কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে জানান, কার্শিয়াংয়ের জঙ্গলে দুটি 'ম্যালানিস্টিক লেপার্ড'-এর দেখা মিলেছে। এর আগেও একাধিকবার কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল, তবে তা জোড়া চিতা নয়। নজরদারির জন্য জঙ্গলের বিভিন্ন এলাকায় ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছে। তাতেই এক সঙ্গে দুটো কালো চিতার ছবি ধরা পড়েছে।এই ছবি প্রকাশ্যে আসতেই উচ্ছ্বসিত বন বিভাগের কর্মী থেকে শুরু করে আধিকারিক সকলেই। সচরাচর দুটি কালো চিতাকে একসঙ্গে দেখা যায় না। কার্শিয়াং বনবিভাগের ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে নজরদারির জন্য আগে থেকেই বেশ কিছু ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হয়েছিল। এর আগে বিভিন্ন সময়ে এই এলাকায় এককভাবে কালো চিতার দেখা পাওয়া গিয়েছিল। কিন্তু এবার ক্যামেরার লেন্সে ধরা পড়েছে দুটি পূর্ণবয়স্ক কালো চিতা।উল্লেখ্য, কার্শিয়াংয়ের এই জঙ্গলে ইদানীং একাধিক বিরল বন্যপ্রাণীর দেখা মিলছে। সম্প্রতি এখানে একটি মেলানিস্টিক বার্কিং ডিয়ার বা কালো কস্তুরী মৃগের দেখাও মিলেছিল। এবার মিললো জোড়া কালো চিতার উপস্থিতি বলে জানা।

দিল্লিতে আবহাওয়ার উন্নতি, শিথিল করা হল গ্র্যাপ-৩ ব্যবস্থা

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ ধীরে ধীরে দূষণের বেড়াজাল থেকে মুক্তি পাচ্ছে রাজধানী দিল্লি। আবহাওয়ার উন্নতি হচ্ছে দিল্লি লাগোয়া অঞ্চলেও। রবিবার সকালে দিল্লির কর্তব্যপথ, এইমস চত্বর-সহ বিভিন্ন এলাকায় বাতাসের গুণগতমানের উন্নতি হয়েছে। ধোঁয়াশা কেটে পরিষ্কার হয়েছে আবহাওয়া।দিল্লি-এনসিআর জুড়ে বাতাসের গুণমান উন্নত হওয়ায় কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যানের তৃতীয় পর্যায় শিথিল করেছে। দিল্লির অক্ষরধাম এলাকাতেও বাতাসের গুণমানের উন্নতি হয়েছে। ধোঁয়াশা কেটেছে উত্তর প্রদেশেও। রবিবাসরীয় সকালে অনেক দূর থেকেও স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছিল আগ্রার তাজমহল।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

ভোটদান দেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি নাগরিকদের আস্থার প্রতিফলনঃরাষ্ট্রপতি

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ ভোটদান দেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি নাগরিকদের আস্থার প্রতিফলন, জাতীয় ভোটার দিবসে এই বার্তা দিলেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু রবিবার বলেছেন, ভোটদান কেবল একটি রাজনৈতিক অভিব্যক্তি নয় বরং দেশের গণতান্ত্রিক নির্বাচনী প্রক্রিয়ার প্রতি নাগরিকদের আস্থার প্রতিফলন। নতুন দিল্লিতে জাতীয় ভোটার দিবসের অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে রাষ্ট্রপতি বলেন, ভোটদান এমন একটি মাধ্যম হিসেবেও কাজ করে যার মাধ্যমে নাগরিকরা নিজেদের আকাঙ্খা প্রকাশ করে।রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, আজকের ভোটাররা ভবিষ্যতের স্থপতি। রাষ্ট্রপতি জোর দিয়ে বলেন, সমস্ত প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের জন্য তাদের সাংবিধানিক কর্তব্যগুলি মাথায় রেখে তাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করা গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি মুর্মু ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর ডেমোক্রেসি অ্যান্ড ইলেক্টোরাল অ্যাসিস্ট্যান্স, ইন্টারন্যাশনাল আইডিইএ-তে ভারতের সভাপতিত্বের কথাও তুলে ধরেন। নিজের ভাষণে রাষ্ট্রপতি আরও উল্লেখ করেন, সম্প্রতি সমাপ্ত ভারত আন্তর্জাতিক গণতন্ত্র ও নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সম্মেলনে ৪২টি নির্বাচন ব্যবস্থাপনা সংস্থা এবং বেশ কয়েকটি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে মনে করা হয়েছে আজকের খবর সূত্র জানা গিয়েছে।

মন কি বাত অনুষ্ঠানে সাধারণতন্ত্র দিবস ও ভোটদান সম্পর্কে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ মন কি বাত অনুষ্ঠানে সাধারণতন্ত্র দিবস ও ভোটদান সম্পর্কে বিশেষ বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার মন কি বাত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটি ২০২৬ সালের প্রথম 'মন কি বাত'। আজ সোমবার, ২৬ জানুয়ারি, আমরা আমাদের সাধারণতন্ত্র দিবস উদযাপন করব। আমাদের সংবিধান এই দিনেই কার্যকর হয়েছিল। এই দিনটি আমাদের সংবিধানের প্রণেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর সুযোগ দেয়।মন কি বাতের ১৩০-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, আমরা যেমন জন্মদিন উদযাপন করি, ঠিক তেমনই যখনই কোনও তরুণ প্রথমবারের মতো ভোটার হন, তখন পুরো পাড়া, গ্রাম অথবা শহরের উচিত তাঁদের অভিনন্দন জানাতে এবং মিষ্টি বিতরণ করতে একত্রিত হওয়া। এতে ভোটদান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে এবং ভোটার হওয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ এই অনুভূতি আরও দৃঢ় হবে।অন্যদিকে মন কি বাত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের বাসিন্দা বিনয় দাসের কাজের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার বিনয়ের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহারের বাসিন্দা বিনয় দাস, এককভাবে নিজস্ব জেলাকে সবুজ করে তোলার জন্য কাজ করেছেন। বিনয় দাসজি হাজার হাজার গাছ লাগিয়েছেন। তিনি প্রায়শই চারা ক্রয়, রোপণ এবং যত্নের সম্পূর্ণ খরচ বহন করেছেন। প্রয়োজনে তিনি স্থানীয় মানুষ, ছাত্র এবং পৌর সংস্থাগুলির সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন। তাঁর প্রচেষ্টার মাধ্যমে, রাস্তার ধারের সবুজায়ন আরও উন্নত হয়েছে।অন্যদিকে মন কি বাত অনুষ্ঠানে সমাজসেবায় পূর্ব মেদিনীপুরের একটি সংস্থার নামোল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মন কি বাতের ১৩০-তম পর্বে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে এমন অনেক সংস্থা আছে যারা বছরভর নিঃস্বার্থভাবে সমাজের সেবায় যুক্ত আছে। এরকমই একটি সংস্থা আছে পশ্চিমবঙ্গের পূর্ব মেদিনীপুরের ফরিদপুরে। তার নাম ' লোক শিক্ষা নিকেতন'। এই সংস্থা গত চার দশক ধরে শিশু ও প্রবীণদের দেখাশোনা করার দায়িত্ব পালন করে আসছে। গুরুকুল পদ্ধতিতে শিক্ষাদান, আর শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ কল্যাণমূলক অনেক ভালো কাজের সঙ্গে এই সংস্থা যুক্ত আছে। আমার প্রার্থনা নিঃস্বার্থ সেবার এই মনোভাব দেশবাসীর মধ্যে প্রতিনিয়ত আরও শক্তিশালী হয়ে উঠুক।

ভয়াবহ তুষারঝড়ে বিপর্যস্ত আমেরিকা, ১৩ হাজার বিমান বাতিল, বহু রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি

ওয়াশিংটন, ২৫ জানুয়ারি ঃভয়াবহ তুষারঝড়ের দাপটে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শনিবার থেকে শুরু হওয়া এই শক্তিশালী ঝড়ে সারা দেশে প্রায় ১৩ হাজার বিমান বাতিল করা হয়েছে এবং অন্তত ১ লক্ষ ২০ হাজার গ্রাহক বিনা বিদ্যুতে দিনযাপন করছেন। ইতিমধ্যেই নিউ মেক্সিকো থেকে নিউ ইংল্যান্ড পর্যন্ত একাধিক রাজ্যে জরুরি অবস্থা জারি করা হয়েছে।মার্কিন জাতীয় আবহাওয়া পরিষেবা (ন্যাশনাল ওয়েদার সার্ভিস)-র তথ্য অনুযায়ী, প্রায় ১৪ কোটি মানুষ তুষারঝড়ের সতর্কতার আওতায় রয়েছে। ওয়াশিংটন থেকে বোস্টন পর্যন্ত এলাকায় ১ থেকে ২ ফুট পর্যন্ত তুষারপাতের আশঙ্কা রয়েছে। দক্ষিণ ও মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে ভারী বরফ জমে বিদ্যু লাইনে ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।ঝড়ের জেরে টেক্সাস ও লুইজিয়ানায় সবচেয়ে বেশি বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে। বহু জায়গায় গাছ ভেঙে ঘরবাড়ি ও রাস্তায় পড়ে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে। নিউ জার্সিতে বাণিজ্যিক যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে এবং মহাসড়কে গতি সীমা কমানো হয়েছে।শৈত্যপ্রবাহে মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলে তাপমাত্রা নেমে গেছে মাইনাস ৪০ ডিগ্রি ফারেনহাইট পর্যন্ত, যা প্রায় তিন দশকের মধ্যে সর্বনিম্ন।পরিস্থিতি মোকাবিলায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্রুত ফেডারেল সহায়তা অনুমোদন করেছেন। হোমল্যান্ড সিকিউরিটি বিভাগ ফেমা দল, জরুরি সামগ্রী ও উদ্ধারকারী দল মোতায়েন করেছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে নাগরিকদের অপ্রয়োজনে বাইরে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ঝড়ের প্রভাবে বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে, বাতিল হয়েছে জনসমাগমপূর্ণ অনুষ্ঠান ও প্যারেড। তবে বিপন্নতার মাঝেও কোথাও কোথাও তুষারপাত উপভোগ করতে দেখা গেছে সাধারণ মানুষকে সংবাদ সংস্থা খবর থেকে।

এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ শশী পাঁজার

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ঃ এসআইআর-এর শুনানি কেন্দ্রে গিয়ে হয়রানির অভিযোগ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মন্ত্রী শশী পাঁজা। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর শুনানির জন্য রবিবার ডাকা হয়েছিল শশীকে। শুনানিকেন্দ্র থেকে বেরিয়েই নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।শশী বলেন, তাঁর নাম ২০০২ সালের তালিকায় রয়েছে। তার পরেও তাঁকে ডেকে পাঠানো হয়েছে শুনানিতে। তিনি নথি হিসাবে আধার কার্ড দেখিয়েছেন। কিন্তু এর পরেও তাঁর কাছে জানতে চাওয়া হয়, ১১টি নথির মধ্যে কিছু আছে কি না। এতেই অসন্তুষ্ট মন্ত্রী। কলকাতায় কেশব অ্যাকাডেমির শুনানিকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে ক্ষুব্ধ শশী বললেন, আমি পাসপোর্ট দেখাব না। এটা আমার প্রতিবাদ।

হিমাচলে ভারী তুষারপাতের সতর্কতা, দুই দিনের জন্য কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি

শিমলা, ২৫ জানুয়ারি ঃ পাহাড়ে ফের দুর্যোগের সতর্কবার্তা। হিমাচল প্রদেশে ফের খারাপ আবহাওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছে আবহাওয়া দফতর। রবিবার এই বিষয়ে জানিয়েছে শিমলা আবহাওয়া দফতর। তাদের তরফে জানানো হয়েছে, ২৬ ও ২৭ জানুয়ারির জন্য রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ভারী তুষারপাত, বৃষ্টি, ঝোড়ো হাওয়া ও বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। এর জন্য কমলা ও হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দফতর।এদিন আবহাওয়ার দফতর জানায়, এই সময়ে ঘণ্টায় ৫০-৭০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। ২৬ জানুয়ারি রাজ্যের সব জেলায় বজ্রপাত ও ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ২৭ জানুয়ারি চাম্বা, কুল্লু, কিন্নৌর ও লাহুল-স্পিতি জেলায় ভারী তুষারপাতের জন্য কমলা সতর্কতা থাকবে, বাকি জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা কার্যকর থাকবে।উল্লেখ্য, এর মধ্যে আগের তুষারপাতের প্রভাবে রাজ্যের ৬০০-র বেশি রাস্তা বন্ধ রয়েছে, দুইটি জাতীয় সড়কও অচল হয়ে পড়েছে খবর থেকে জানা।

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাঁচির রেলস্টেশনগুলিতে কড়া নিরাপত্তা, সতর্ক রেল সুরক্ষা বাহিনী

রাঁচি, ২৫ জানুয়ারি ঃআজ, সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস, সেই উপলক্ষে রেলযাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) রাঁচির অন্তর্গত সমস্ত রেলস্টেশনে বিশেষ সতর্কতা জারি করেছে। যাত্রীসুরক্ষাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।রাঁচির আরপিএফ কমান্ড্যান্ট পবন কুমারের নির্দেশে প্রজাতন্ত্র দিবসের আগেই রাঁচির সব স্টেশনে সতর্কতা ও সচেতনতামূলক অভিযান জোরদার করা হয়েছে। স্টেশন চত্বরে অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে এবং নিয়মিত টহলের মাধ্যমে প্রতিটি কার্যকলাপের উপর কড়া নজর রাখা হচ্ছে।রবিবার আরপিএফ-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে যাত্রীদের অনুরোধ করা হয়েছে, স্টেশন চত্বরে কোনও সন্দেহজনক ব্যক্তি, বস্তু বা কার্যকলাপ নজরে এলে সঙ্গে সঙ্গে আরপিএফ, জিআরপি অথবা নিকটবর্তী রেলকর্মীদের অবহিত করতে। পাশাপাশি যাত্রীদের নিজেদের লাগেজের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখার, অচেনা ব্যক্তির কাছ থেকে কোনও প্যাকেট বা খাদ্যসামগ্রী গ্রহণ না করার এবং কোনও গুজবে কান না দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।রেল প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, যাত্রীদের নিরাপদ ও নির্বিঘ্ন যাত্রা নিশ্চিত করতে সিসি ক্যামেরার মাধ্যমে নজরদারি বাড়ানো হয়েছে। এছাড়াও স্টেশন চত্বর ও ট্রেনগুলিতে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বাহিনী মোতায়েন ও চব্বিশ ঘণ্টা টহলের মাধ্যমে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও মজবুত করা হয়েছে।আরপিএফ প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে যাত্রীদের সচেতন, সতর্ক ও দায়িত্বশীল থাকার পাশাপাশি রেল প্রশাসনকে সহযোগিতা করার আহ্বান জানিয়েছে খবর সূত্র জানা গিয়েছে।

কর্পূরী ঠাকুরের আদর্শে সামাজিক ন্যায়ের আহ্বান, জন্মদিন পালন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্টের

আগরতলা, ২৫ জানুয়ারি ঃ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে যিনি আজীবন নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, সেই কর্পূরী ঠাকুরের জন্মদিন যথাযোগ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্ট। শনিবার রাজ্যের প্রতিটি সাংগঠনিক জেলাতেই এই উপলক্ষে নানা কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। কর্পূরী ঠাকুরের জীবন, দর্শন ও সামাজিক ন্যায়ের ভাবনাকে সামনে রেখে আয়োজিত এই কর্মসূচিগুলিতে অংশ নেন কংগ্রেসের নেতৃবন্দদ ও কর্মীরা।রাজধানী আগরতলায় সদর জেলা ওবিসি ডিপার্টমেন্টের উদ্যোগে কংগ্রেস ভবনের সামনে আয়োজিত মূল অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি আশীষ কুমার সাহা-সহ দলের একাধিক প্রবীণ ও তরুণ নেতৃত্ব। অনুষ্ঠানের শুরুতেই কর্পূরী ঠাকুরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নেতৃবৃন্দ। শ্রদ্ধার এই মুহূর্তে উঠে আসে তাঁর সংগ্রামী জীবনের নানা দিক এবং সমাজ বদলের জন্য তাঁর অবদান।অনুষ্ঠান শেষে ওবিসি ডিপার্টমেন্টের রাজ্য নেতৃত্বরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, কর্পূরী ঠাকুর ছিলেন ভারতের সামাজিক ন্যায়ের আন্দোলনের এক উজ্জ্বল দিশারি। এসসি, এসটি, ওবিসি এবং সংখ্যালঘু-সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অংশের মানুষের অধিকার, মর্যাদা ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার জন্য তিনি আজীবন সংগ্রাম করেছেন। ক্ষমতার রাজনীতির চেয়ে মানুষের অধিকারকেই তিনি সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের কেন্দ্রে ছিল সামাজিক সমতা, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক ন্যায়।নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, বর্তমান সময়ে যখন সমাজে বিভাজনের রাজনীতি, ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে আলাদা করার প্রবণতা এবং একই ধর্মের মধ্যেও বিভেদের বাতাবরণ ক্রমশ তীব্র হচ্ছে, তখন কর্পূরী ঠাকুরের দেখানো পথ আরও বেশি প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে। সামাজিক ন্যায় ও ঐক্যের আদর্শই পারে এই বিভাজনের রাজনীতির বিরুদ্ধে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে। তাঁর জীবন থেকে শিক্ষা নিয়ে আজকের সমাজেও পিছিয়ে পড়া মানুষের পাশে দাঁড়ানো এবং সাম্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করাই সময়ের দাবি।ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের ওবিসি ডিপার্টমেন্টের পক্ষ থেকে জানানো হয়, কর্পূরী ঠাকুরের জন্মদিন পালন কেবল একটি আনুষ্ঠানিক কর্মসূচি নয়, বরং তাঁর আদর্শকে নতুন প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়ার একটি প্রয়াস। সামাজিক ন্যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা ও মানবিক মূল্যবোধকে সামনে রেখে আগামী দিনেও এই ধারার আন্দোলন জোরদার করা হবে।এই দিনভর কর্মসূচির মাধ্যমে কংগ্রেস নেতৃত্ব কর্পূরী ঠাকুরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি সমাজের সর্বস্তরের মানুষকে তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার আহ্বান জানান। তাঁদের মতে, কর্পূরী ঠাকুরের জীবন দর্শন আজও পথ দেখায়- কীভাবে বিভাজনের ঊর্ধ্বে উঠে সমতার সমাজ গড়ে তোলা যায়।

জাতীয় ভোটার দিবসে বার্তা প্রধানমন্ত্রীর দফতরের

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃরবিবার জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে একগুচ্ছ পোস্টার-সহ সমাজ মাধ্যম এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করল প্রধানমন্ত্রীর দফতর। তাতে লেখা হয়েছে, গণতন্ত্রে ভোটার হওয়া এক দিকে যেমন একটি বিশেষ অধিকার, তেমনই অন্য দিকে এটি একটি বড় দায়িত্বও। ১৮ বছর বয়স হলে নিজের নাম ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা অত্যন্ত জরুরি- এমন সব পোস্টারও এক্স-এ পোস্ট করা হয়েছে।উল্লেখ্য, এদিন জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে পৃথকভাবে বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও। তিনি জানান, ভোটার হওয়া কেবল সাংবিধানিক সুযোগ নয়, গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যও। তিনি জাতীয় ভোটার দিবসের শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন আজকে দিনটিতে।

প্রজাতন্ত্র দিবসে দেশজুড়ে ৪৫ জন সমাজসেবককে পদ্মশ্রী সম্মান

নয়াদিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ সোমবার প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে চলতি বছরে সমাজে অবদান রাখা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ৪৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের সূত্রে জানা গেছে, এই তালিকায় রয়েছেন প্রত্যন্ত অঞ্চল, সীমান্তবর্তী এলাকা, আদিবাসী ও পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের মানুষজন, যাঁরা নিঃস্বার্থভাবে সমাজসেবায় নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন।স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নারী ও শিশু কল্যাণ, প্রতিবন্ধী সেবা, জীবিকা উন্নয়ন, স্বচ্ছতা ও টেকসই উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান দেশের সামাজিক ভিতকে আরও শক্তিশালী করেছে। এই সম্মান প্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন গ্রামীণ চিকিৎসক, সমাজকর্মী, আদিবাসী সংস্কৃতি ও ভাষার সংরক্ষক, ঐতিহ্যবাহী শিল্প ও যুদ্ধকলার সাধকরা।পদ্মশ্রী প্রাপকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নামের মধ্যে আছেন আঙ্কে গৌড়া, আরমিদা ফার্নান্দেস, ভগবানদাস রাইকার, ভিখল্যা লাডক্যা ধিন্দা, ব্রিজ লাল ভট্ট, বুধারী তাতি, চরণ হেমব্রম, চিরঞ্জি লাল যাদব, ধরমলাল চুনিলাল পান্ড্য, গফরুদ্দিন মেওয়াতি জোগি, হেইলি ওয়ার, ইন্দ্রজি সিং সিধু, কাশ্মীল চন্দ্রা, পশ্চিমবঙ্গ, কাশ্মীল প্রমুখ। সুন্দরিয়াল, কোল্লাক্কাইল দেবকী আম্মা জি, কুমারসামি থাঙ্গারাজ, মহেন্দ্র কুমার মিশ্র, মীর হাজিভাই কাসাম্বই, মোহন নগর, নরেশ চন্দ্র দেব ভার্মা, নীলেশ বিনোদচন্দ্র মন্ডেলেওয়ালা, নুরুদ্দিন আহমেদ, ওথুভার তিরুত্তানি স্বামীনাথন, পদ্মা গুরমেত, পুখিলা, পুখিলা, কৃষ্ণানান, পুথিলা, রমণী। রঘুপত সিং, রঘুবীর তুকারাম খেদকর, রাজস্থানী কালিয়াপ্পা গাউন্ডার, রামা রেড্ডি মামিদি, রামচন্দ্র গডবোলে এবং সুনিতা গডবোলে, এস জি সুশীলাম্মা, সাঙ্গুসাং এস. পঙ্গেনার, শফি শওক, শ্রীরং দেওবা লাড, শ্যাম সু ন্দর, সিমাঞ্চল পাত্রো, সুরেশ হাঙ্গাবাদী, তাগা রাম ভীল, তেচি গুবিন, তিরুভারুর ভক্তভাতসালাম, বিশ্ববন্ধু এবং ইউমনাম যাত্রা সিং।

গুলি করেছে শ্যালক, তারপরও ভরণপোষণের টাকা চায় স্ত্রী! আর্জি খারিজ হয়ে গেল হাইকোর্টে

সংবাদ সংস্থা, প্রয়াগরাজ, ২৫ জানুয়ারিঃ স্ত্রীর জন্য যদি স্বামী আয় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেন, তাহলে সে ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর কাছে টাকা চাইতে পারেন না। এক স্ত্রীর করা মামলায় স্পষ্ট জানিয়ে দিল হাইকোর্ট। স্বামীর কাছ থেকে টাকা চেয়ে মামলা করেছিলেন এক মহিলা। সেই মামলায় স্ত্রীর আবেদন খারিজ করে দিল এলাহবাদ হাই কোর্ট। স্বামী পেশায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তার। অভিযোগ, স্ত্রীর ভাই অর্থাৎ শালা ও শ্বশুর ক্লিনিকে ঢুকে গুলি করেছিলেন ওই ডাক্তারকে। তারপর থেকেই কাজ করার ক্ষমতা হারিয়েছেন স্বামী। আর সেই স্বামীর কাছে টাকা চেয়ে প্রথমে স্ত্রী মামলা করেন কুশীনগর আদালতে। সেখানে সেই মামলা খারিজ হয়ে যায়। এরপর মামলা হয় এলাহবাদ হাইকোর্টে। নিম্ন আদালতের রায় বহাল রেখেছে হাইকোর্টও। বিচারপতি লক্ষ্মীকান্ত শুক্লা বলেন, ''এই অবস্থায় ভরণপোষণের জন্য টাকা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া অন্যায় হবে। আর এ ক্ষেত্রে তো স্ত্রীর পরিবার স্বামীর কাজের ক্ষমতা হারানোর জন্য দায়ী।'' জানা গিয়েছে, বেদ প্রকাশ সিং নামে ওই ব্যক্তি ক্লিনিকে বাদানুবাদ চলাকালীন গুলিবিদ্ধ হন। গুলি করার অভিযোগ ওঠে শালা ও শ্বশুরের বিরুদ্ধে। এরপর স্পাইনাল কর্ডে একটি সার্জারি হয় ওই ব্যক্তির। ফলে ওই ব্যক্তির প্যারালিসিস হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আপাতত তিনি ভালভাবে বসতেও পারেন না। আদালত স্পষ্ট জানিয়েছে, স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়িত্ব স্বামীর নেওয়ার কথা থাকলেও এ ক্ষেত্রে পরিস্থিতি একেবারেই ব্যতিক্রমী। বিচারপতি বলেন, ''যদি স্ত্রীর জন্য স্বামী কর্মক্ষমতা হারায়, তাহলে সেই সুযোগ নিয়ে স্ত্রী ভরণপোষণের টাকা চাইতে পারেন না।''

রঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে বাংলা কোয়ার্টার ফাইনালে

নিজস্ব প্রতিনিধি,কল্যাণী, ২৫ জানুয়ারি ঃরঞ্জি ট্রফি ক্রিকেটে বাংলার জয়। রবিবার বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাকাডেমি কল্যাণীতে সার্ভিসেসকে চূর্ণ করে ৭ পয়েন্ট দখলে নিতেই রঞ্জি ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছেছে বাংলার খেলোয়াড়রা। কল্যাণীতে এদিন ৪৬ রানে সার্ভিসেসকে উড়িয়ে দেয় অভিমন্যু ঈশ্বরণের নেতৃত্বাধীন দল। চলতি রঞ্জি ট্রফিতে এটি বাংলার চতুর্থ জয়।তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে সার্ভিসেস দলের স্কোর ছিল ৬১ ওভারে ৮ উইকেটে ২৩১। এদিন তাদের ইনিংস শেষ ৭৫ ওভারে ২৮৭ রানে। জয়ন্ত গয়াত অপরাজিত ৬৮ বলে ৬৮ রানে। সার্ভিসেসের শেষ উইকেট দুটি তোলে শাহবাজ আহমেদ ও আকাশ দীপ।মহম্মদ শামি এদিন আর বোলিং করেননি। দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর বোলিং গড় - ১৬৩ ৫১৫ উইকেট। মুকেশ কুমারের গড় - ৫ ১৭ ৫৬২। সুরজ সিন্ধু জয়সওয়াল, আকাশ দীপ ও শাহবাজ পেয়েছেন ১টি করে উইকেট। ম্যাচের সেরা সুদীপ চট্টোপাধ্যায়।কোয়ার্টার ফাইনাল পর্ব নিশ্চিত হলেও গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচে জয়ের লক্ষ্যে নামবে এলিট গ্রুপ সি-র শীর্ষে থাকা বাংলা (৬ ম্যাচে ৩০ পয়েন্ট)। লাহলিতে স্পিন সহায়ক উইকেটে বাংলা একাদশে যে পরিবর্তন আনবে, সেই ইঙ্গিতও দিয়ে রাখলেন অধিনায়ক অভিমন্যু, খবর সূত্রে জানা

সারা রাত নিখোঁজের পর চাষের জমি থেকে দেহ উদ্ধার

ঝাড়গ্রাম, ২৫ জানুয়ারি ঃ সারা রাত নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সকালে চাষের জমি থেকে এক ব্যক্তির মৃতদেহ উদ্ধার হওয়ায় ঝাড়গ্রামের মানিকপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে মানিকপাড়া ফাঁড়ি থানার ভেটলি এলাকায়।পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম রবীন্দ্র দাস (৫২)। তাঁর বাড়ি সাঁকরাইল থানার কাটনিমারা গ্রামে হলেও তিনি মানিকপাড়ার জয়পুরে শ্বশুরবাড়িতে থাকতেন। শনিবার বিকেলে বাড়ি থেকে বেরোনোর পর আর তিনি ফেরেননি। সারা রাত নিখোঁজ থাকার পর রবিবার সকালে স্থানীয়রা একটি চাষের জমিতে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশে খবর দেন।খবর পেয়ে মানিকপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ঘটনাস্থলে

রাশিফল

মেষঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি উসাহ ও শক্তিতে ভরপুর দিন হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বাড়বে, যা আপনাকে আপনার লক্ষ্যের দিকে দ্রুত এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। কর্মক্ষেত্রে আপনি আপনার কঠোর পরিশ্রমের ফল পেতে পারেন, তাই ইতিবাচক মনোভাব বজায় রাখুন। আপনার সম্পর্কগুলোও মধুর হবে। বন্ধু এবং পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে সময় কাটানোর জন্য এটি একটি ভাল সুযোগ।

বৃষঃ যদি আপনি যথেষ্ট বিশ্রাম না নেন তাহলে আপনার অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ এবং অতিরিক্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হবে। আপনি আজ যথেষ্ট পরিমাণে অর্থের অধিকারী হবেন এবং এর সাথে মানসিক শান্তি থাকবে। মানুষজন আপনাকে নতুন আশা এবং স্বপ্ন প্রদান করবে।

মিথুনঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিন হতে চলেছে। আপনি শক্তি এবং উসাহে ভরপুর থাকবেন, যা আপনার কাজে ইতিবাচকতা আনবে। সংসারে শান্তি ফিরবে আজ

কর্কট রাশি ঃ বিষাদ ঝেড়ে ফেলে দিন- যা আপনাকে জড়িয়ে রেখেছে এবং আপনার উন্নতিকে ব্যাহত করছে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন।

সিংহঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এটি বিশেষ ভাবে ইতিবাচক এবং উৎসাহব্যঞ্জক দিন হতে চলেছে। আপনি নিজের মধ্যে শক্তি এবং আত্মবিশ্বাসের একটি নতুন ঢেউ অনুভব করবেন, যা আপনার কাজে দৃশ্যমান হবে। বিবাহের যোগ হবে।

কন্যা ঃ আপনার চারপাশের মানুষ আপনার নেতৃত্বগুণ এবং সংকল্পকে স্বীকৃতি দেবে, যা আপনার সম্পর্ককে শক্তিশালী করবে।

তুলাঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। এই সময়ে আপনার সম্পর্কের মধ্যে সম্প্রীতি বজায় রাখার দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন। এটা সম্ভব যে আপনি আপনার প্রিয়জনদের সঙ্গে কিছু অপ্রত্যাশিত সমস্যার সম্মুখীন হতে পারেন।।

বৃশ্চিকঃজীবন নিয়ে হেলাফেলা করবেন না, জানবেন জীবনে যত্নই আসল অঙ্গীকার। আপনি আজ আপনার মায়ের পক্ষ থেকে আর্থিক সুবিধা পেতে পারেন। আপনার মামা বা মাতামহের পক্ষে আপনাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করা সম্ভব।

ধনুঃ জাতক জাতিকাদের জন্য দিনটি বেশ ইতিবাচক এবং শক্তিতে ভরপুর থাকবে। আপনার জন্য নতুন সুযোগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে, যা আপনার সামাজিক এবং পেশাগত জীবনে উন্নতি ঘটাতে পারে।

মকরঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং প্রত্যয়ী করে তুলবে। কারো কারোর জন্য ভ্রমণ ক্লান্তিকর প্রমাণিত হতে পারে- কিন্তু আর্থিকভাবে ফলপ্রসূ হবে। শুভদিন

কুম্ভঃ জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি যোগাযোগ এবং সহযোগিতার দিন। আপনার চিন্তা ও অনুভূতি ভাগ করে নেওয়ার জন্য এটিই সঠিক সময়। আপনি বন্ধুদের সঙ্গে একটি নতুন প্রকল্প শুরু করার পরিকল্পনা করতে পারেন। শুভদিন

মীনঃআপনার আবেগপ্রবণ স্বভাব আপনার স্বাস্থ্যে গুরুতর সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। কর্মক্ষেত্র বা ব্যবসায়ের যে কোনও অবহেলা আজ আপনাকে আর্থিক ক্ষতির কারণ হতে পারে। অর্থের উন্নতি।

আবহাওয়া

শীতের দাপট ম্লান হতে শুরু করেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে। আপাতত ভোরে ও রাতেই অনুভূত হচ্ছে হালকা শীতের আমেজ। বেলা গড়াতেই উধাও হয়ে যাচ্ছে ঠান্ডা।সকালে কুয়াশা থাকলেও দিনভর আকাশ ছিল পরিষ্কার। বসন্ত ঋতুর যেন আগমন শুরু হয়ে গেল দক্ষিণবঙ্গের।রবিবাসরীয় সকালে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী কিছু দিনে উত্তর বা দক্ষিণবঙ্গের তাপমাত্রায় খুব একটা হেরফের হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তবে রবিবারও তাপমাত্রার পারদ থাকল স্বাভাবিকের কাছেই। দিনভর কলকাতার আকাশ মূলত পরিষ্কার, মেঘমুক্ত থাকবে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের দু'টি জেলায় ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। । সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫.৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস এবং সর্বনিম্ন ১৪.২ডিগ্রী সেলসিয়াস(স্বাভাবিক)। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯৪ শতকরা এবং ৪১ শতকরা হবে। বৃষ্টিপাত হয়নি আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৫৫মিনিট এবং ০৯রাত ৫৫টা ৫৫মনিট। **ভাটা**-দুপুর ১২টা ৫৫মনিট এবং রাত ০২টা ৫৫মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৬টা ১৯মিনিটে হতে পারে এবং অস্ত যাবে আজ ৫টা ১৯মনিটে হতে পারে।

শক্তিগড়ে শাসক বিরোধী তরজা তুঙ্গে উঠতে শুরু করে

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ ছিল মোটেল, হয়ে গেল থানা! শক্তিগড়ে শাসক-বিরোধী তরজা তুঙ্গে। ১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে 'পথসাথী' পরিচালিত হত স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা। ২০১৮ সালে রাজ্য সরকারের আবাসন ও পূর্ত দফতরের উদ্যোগে ও বর্ধমান-২ ব্লকের বিডিও কমলিকা ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে এই মোটেল চালু হওয়ার পর থেকেই সুনাম অর্জন করেছিল।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকল্প 'পথসাথী' মোটেল। জাতীয় সড়ক দিয়ে যাওয়া আসার সময়ে সাধারণ মানুষের থাকা ও খাওয়ার সুবিধার জন্য এই প্রকল্প শুরু করেছিল সরকার। শনিবার পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ের সেই মোটেলই বদলে গেল থানায়। জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস-সহ অন্যান্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে আনুষ্ঠানিক ভাবে নতুন থানার উদ্বোধন করলেন ডিজি রাজীব কুমার।

১৯ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশে 'পথসাথী' পরিচালিত হত স্থানীয় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দ্বারা। ২০১৮ সালে রাজ্য সরকারের আবাসন ও পূর্ত দফতরের উদ্যোগে ও বর্ধমান-২ ব্লকের বিডিও কমলিকা ভট্টাচার্যের তত্ত্বাবধানে এই মোটেল চালু হওয়ার পর থেকেই সুনাম অর্জন করেছিল। খাবারের মানও ছিল ভাল। তবে করোনা পরবর্তী সময় থেকেই শুরু হয় সমস্যা। দীর্ঘ দিন বন্ধ থাকার পর মোটেলটি চালু করা সম্ভব হয়নি। এক পর্যায়ে পর্যটন দফতর দায়িত্ব নিলেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি হয়নি। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের সিদ্ধান্তে ওই ভবনেই থানা তৈরির সিদ্ধান্ত নেয়।

সরস্বতী পুজোয় ঘুরতে বেড়িয়ে দুর্ঘটনায় এক যুবকের মৃত্যু

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃসরস্বতী পুজোতে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনায় মৃত্যু এক যুবকের। সরস্বতীপুজো মানেই বাংলার ছাত্র যুবকদের আনন্দের উৎসব। তারা খুবই আনন্দ উৎসব করে। সেই সময়ই নেমে আসলো এক ভয়াবহ ঘটনা। সরস্বতী পুজোয় মোটরবাইক নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে দুর্ঘটনার কবলে পড়েন দু'জন যুবক। তার মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়েছে, গুরুতর আহত আরেকজন সরস্বতী পুজো মানেই ঘুরে ঘুরে ঠাকুর দেখা, বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে আনন্দ। শুক্রবার সরস্বতী পুজো উপলক্ষ্যে মোটরসাইকেল নিয়ে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন অজয় কির্তনীয়া ও সুজন হালদার নামের দুই যুবক। তাঁরা বাগদার হেলেঞ্চা গ্রাম পঞ্চায়েতের কৃষ্ণচন্দ্রপুরের বাসিন্দা। জানা যাচ্ছে, শুক্রবার রাত ৯টা নাগাদ বাগদার মামাভাগিনা থেকে অনুষ্ঠান দেখে ফেরার সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন ওই দুই যুবক। বাগদা কাটাখালী এলাকায় একটি টোটোতে সামনে থেকে সজোরে ধাক্কা মারে সেখানেই লুটিয়ে পড়েন দু'জন। গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে বাগদা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে অজয় কির্তনীয়াকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। অন্যদিকে আরেক যুবক সুজন হালদার বর্তমানে গুরুতর আহত অবস্থায় বনগাঁ মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মর্মান্তিক এই ঘটনায় মৃত অজয় কির্তনীয়ার পরিবারে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। তরতাজা এক যুবকের এমন পরিণতি মেনে নিতে পারছেন না কেউ।

বীরভূমে রাজনৈতিক উত্তেজনার সৃষ্টি

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি বীরভূমের একটি ওয়ার্ডের ভোটার তালিকায় পাওয়া গিয়েছে মহারাষ্ট্রের বিজেপি জেলা পরিষদ প্রার্থীর নাম! শুরু রাজনৈতিক তরজা। উজ্জ্বল বারগুল মহারাষ্ট্রের নাসিকের বাসিন্দা। তাঁর নাম মহারাষ্ট্রের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে এবং তিনি ২০২৬ সালে মহারাষ্ট্রে বিজেপি টিকিটে জেলা পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী ছিলেন। বীরভূমের দুবরাজপুর পুরসভার ১২ নম্বর ওয়ার্ডে ভোটার তালিকায় নাম রয়েছে মহারাষ্ট্রের বিজেপি জেলা পরিষদ প্রার্থীর! তিনি আবার শুনানির নোটিসও পেয়েছেন। শুরু হয়েছে রাজনৈতিক উত্তেজনা।

শীত কমছে, এক ধাক্কায় স্বাভাবিকের ওপরে পারদ মাত্রা

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ শীত কমছে, এক ধাক্কায় স্বাভাবিকের উপরে কলকাতার তাপমাত্রা! জেলায় জেলায় চড়ল পারদ, কী পূর্বাভাস। রবিবার দার্জিলিঙের পারদ নেমেছে ৪.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গের আর একটি জায়গাতেই তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নীচে রয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে কোথাও পারদ ১০ ডিগ্রির নীচে নামেনি। কলকাতায় রবিবার তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি।
শীত কমছে। ধীরে ধীরে আবার বাড়তে শুরু করেছে তাপমাত্রা। কলকাতার পারদ রবিবার এক ধাক্কায় বেশ খানিকটা চড়েছে। দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও ঠান্ডা কমেছে। তবে এখনও কিছু কিছু জেলায় কুয়াশার সতর্কতা রয়েছে। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৫.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিকের চেয়ে ১.৩ ডিগ্রি বেশি। গত বৃহস্পতিবার থেকে তাপমাত্রা ধারাবাহিক ভাবে কমছিল। সরস্বতী পুজোতেও ১৪ ডিগ্রির ঘরে তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল। রবিবার ফের তা বাড়ল। শনিবার শহরে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৬.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াসে উঠে গিয়েছিল, স্বাভাবিকের চেয়ে যা ০.৬ ডিগ্রি বেশি। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী সাত দিনে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে রাতের তাপমাত্রা বড় কোনও পরিবর্তন হবে না। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রেও একই পূর্বাভাস রয়েছে। ঠান্ডা কমেই গিয়েছিল।

কিন্তু সরস্বতী পুজো থেকে ফের পারদ নামতে শুরু করেছে। শুক্রবার সরস্বতী পুজোর দিন কলকাতার তাপমাত্রা নেমে গিয়েছিল ১৪ ডিগ্রির ঘরে। শনিবারও আরও খানিকটা নামল। টানা নিম্নমুখী পারদ দেখে অনেকে মনে করছেন, ফিরতে পারে শীত। তবে কি এ বছর ফিরছে শীতের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু হতে চলেছে? আলিপুর আবহাওয়া দফতর সে বিষয়ে এখনও নিশ্চিত ভাবে কিছু জানায়নি। তবে তাপমাত্রা কমেই চলেছে। মাঘের শুরুতে কলকাতার স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি হয়ে গিয়েছিল। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছিল ১৫-১৬ ডিগ্রিতে। শুক্রবার তা আচমকা নেমে যায় ১৪.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসে। আরও কমে শনিবার শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা হল ১৪.১ ডিগ্রি সেলসিয়াসে, যা স্বাভাবিক। তা ছাড়া, শুক্রবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা হয়েছিল ২৫.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের চেয়ে ০.২ ডিগ্রি কম। দিনভর শহরের আকাশ মেঘমুক্ত থাকবে। সকালের দিকে হালকা কুয়াশা থাকতে পারে কোথাও কোথাও। জানিয়েছেন তাপমাত্রা উঠানামা করবে ১৪ ডিগ্রি থেকে ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যেই। তবে আগামী সোমবার থেকে তাপ মাত্রা বৃদ্ধি পেতে পারে বলে জানা গিয়েছে।

শৌচালয় নিয়ে তরজা

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ 'মিশন নির্মল বাংলা' প্রকল্পে তৈরি শৌচালয়ের অবস্থা বেহাল, তরজা তৃণমূল-বিজেপির। তৃণমূল নেতা অরবিন্দ দাস বিজেপির অভিযোগ অস্বীকার করে পাল্টা বলেন, ''যখন শৌচালয় তৈরি হয়েছিল তখন হাওড়া পুরসভার মেয়র ছিলেন রথীন চক্রবর্তী, বর্তমানে তিনি বিজেপি-তে আছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা কোথায় গেল, সেই প্রশ্ন তাঁকেই করা উচিত বিজেপির।''
স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্পে হাওড়া পুরসভা এলাকায় তৈরি হয়েছিল শৌচালয়। বর্তমানে সেগুলির অবস্থা বেহাল। বিজেপির অভিযোগ, শৌচাগার তৈরির সময়ে তৃণমূল কাটমানি নিলেও তা ব্যবহারযোগ্য করে তোলেনি। পাল্টা তৃণমূলের দাবি, এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হোক হাওড়া পুরসভার প্রাক্তন মেয়র রথীন চক্রবর্তীকে, যিনি এখন বিজেপি-তে।
নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরে চালু করেছিলেন স্বচ্ছ ভারত মিশন প্রকল্প, যার মধ্যে ছিল শৌচালয় তৈরি। যেখানে সেখানে মল মূত্র ত্যাগের কারণে যাতে দূষণ না ছড়ায়, সেই লক্ষ্য নিয়েই এই প্রকল্প। হাওড়া পুরসভা এলাকায় প্রায় ৪০০টি শৌচালয় তৈরি হয়েছিল 'মিশন নির্মল বাংলা'র আওতায়। বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়াই ছিল উদ্দেশ্য। বর্তমানে সেগুলির অবস্থা বেহাল। ভাঙাচোরা অবস্থায় তালাবন্ধ হয়েই পড়ে আছে শৌচালয়গুলি। দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ হয়নি। রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে বহু শোচা,য় অকেজো হয়ে পড়ে রয়েছে। কেউ সেই সব শৌচালয়ে যায় না। দুর্গন্ধ ছড়াতে শুরু করে। সাধারণ মানুষের সেই সব শৌচালয়ের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ে মুখে রুমাল চাপা দিয়ে হাঁটে।আবার অনেক শৌচালয় বাস্তবে রূপ পায়নি। আধাখানা হয়ে পড়ে রয়েছে। এই সব নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস এবং বিজেপির দলের নেতাদের মধ্যে বচসা শুরু হয়েছে। সবাই সবার দিকে আঙ্গুল তুলতে শুরু করে দিয়েছে। দোষ কেউ স্বীকার করছে না।

এসআইআর নিয়ে এখন নানা কাণ্ড

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুঃ এসআইআর নিয়ে নানা কাণ্ড চলছেই। বিএলও-র পর এ বার মাইক্রো অবজার্ভারকে হেনস্থার অভিযোগ উঠল রাজ্যে। অন্য দিকে, রবিবার এক ব্যক্তির মৃত্যুর নেপথ্যে এসআইআরকে দায়ী করল পরিবার। দক্ষিণ দিনাজপুরের কুমারগঞ্জ বিডিও অফিসে চলছিল এসআইআর শুনানির কাজ। সেখানে মাইক্রো অবজার্ভারকে এক ভোটার কষিয়ে থাপ্পড় মারেন বলে অভিযোগ। ওই ভিডিয়ো ভাইরাল হতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। বিজেপি দল এবং শাসক দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিচ্ছে।

উন্নয়নের বার্তা দিতে গিয়ে নারায়ণগড়ে হেনস্থা হলেন বিধায়ক

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ 'উন্নয়নের পাঁচালি' শোনাতে গিয়ে দলীয় কর্মীদের মুখেই চোর-চোর স্লোগান! গাড়ি ঘোরালেন তৃণমূল বিধায়ক। সকালে 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচি নিয়ে নারায়ণগড় ব্লকের ৬ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবা কমিউনিটি হলে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্ট। হঠাৎ তাঁকে ঘিরে একদল যুবক 'চোর-চোর' স্লোগান দেন।
গত ১৫ বছরে তৃণমূল সরকার কী কী উন্নয়ন করেছে, তা শোনানোর কর্মসূচি নিয়ে নিজের বিধানসভা এলাকাতেই গিয়ে বিক্ষোভের মুখে তৃণমূল বিধায়ক। দলের কর্মীদের একাংশই তাঁকে ঘিরে 'চোর-চোর' স্লোগান দিলেন। দৃশ্যত অপ্রস্তুত বিধায়ক আর কথা বাড়াননি। ফিরে গেলেন গাড়ি করে। ঘটনাস্থল পশ্চিম মেদিনীপুরের নারায়ণগড়।
শনিবার সকালে 'উন্নয়নের পাঁচালি' কর্মসূচি নিয়ে নারায়ণগড় ব্লকের ৬ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কসবা কমিউনিটি হলে হাজির হয়েছিলেন তৃণমূল বিধায়ক সূর্যকান্ত অট্ট। হঠাৎ তাঁকে ঘিরে একদল যুবক 'চোর-চোর' স্লোগান দেন। বিক্ষোভকারীদের ওই ভিড়ে দেখা যায় তৃণমূলের পতাকাও। ক্ষোভের কারণ বলতে গিয়ে দলের বিধায়কের বিরুদ্ধে একের পর এক অভিযোগ করতে থাকেন তৃণমূলের অঞ্চল যুব সভাপতি শেখ বাপি। তাঁর অভিযোগ, বিধায়ক ভোটারদের সম্মান করেননি। মানুষকে পশুর সঙ্গে তুলনা করেন। তাঁর কথায়, ''এই কসবা এলাকা থেকে তৃণমূল লিড পায় ভোটে। কিন্তু প্রকাশ্যেই বিধায়ক বলেছেন, এই এলাকা গোয়ালঘর। ভোটাররা গরু! আজ কী মনে হল সেই গরু আর গোয়ালঘর দেখতে এলেন?''
বিক্ষোভকারীদের অভিযোগ, ২০২১ সালে বিধায়ক হওয়ার পর থেকে ওই এলাকায় একবারও যাননি সূর্যকান্ত। এমনকি, তৃণমূলের কোনও কর্মসূচিতেও দেখা যায়নি তাঁকে। আবার ভোট আসছে। তাই বিধায়কও এলাকায় আসা-যাওয়া শুরু করলেন। তৃণমূলের যুব নেতা বলেন, ''আমরা সকলে জমায়েত হয়ে বিধায়ককে প্রশ্ন করি, গরু এবং গোয়ালঘর দেখতে কেন এই গ্রামে এলেন? এখন আমাদের প্রয়োজন হচ্ছে কেন? দলের কাছে অনুরোধ করব, ২০২৬ সালের নির্বাচনে এই বিধায়ককে যেন আর টিকিট দেওয়া না-হয়। আর উনি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলে সব অসম্মানের জবাব দেওয়া হবে।'' বিধায়ক সূর্যকান্ত জানিয়েছেন, তিনি দলীয় কর্মসূচিতে ওই এলাকায় গিয়েছিলেন। সেখানে কয়েকজন 'চিৎকার-চেঁচামেচি' করেছেন। বিধায়ক বলেন, ''আমাকে অপদস্থ করার চেষ্টা হয়। তবে ওই ঘটনার সঙ্গে দলের কেউ জড়িত নন। ১০-১৫ জন চিৎকার করেছে। আসলে যারা টাকা কামাতে পারছে না, তারাই স্লোগান তুলেছে।'' এদিকে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে দলের উন্নয়নের বার্তা স্বরা দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দিতে হবে। কোথাও যান বাদ না যায়। এই সরকার জনগণের জন্য কী করেছে তার বিশদ ব্যাখা প্রদান করতে হবে স্থানীয় নেতাদের।

মকাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস এখন অবসাদে ভুগতে শুরু করেছেন

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ সুনীতা উইলিয়ামস অবসাদে ভুগছেন। যিনি ক'দিনের জন্য মহাকাশ গিয়ে ৬০৮ দিন কাটিয়ে অবশেষে পৃথিবীতে ফিরেছেন। পৃথিবীতে ফিরেই তিনি তাঁর সাদা চুল কালোতে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়ে বয়স কমিয়ে ফেলতে পেরেছেন। ভেবেছিলেন- চুলে কালো রং ফিরে পেলেই তাঁর মনের কাতরতা কাটবে। কিন্তু তা হল কই? রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'কিছুতেই যায় না মনের ভার'। মহাকাশে দীর্ঘ দিন থাকার পরে আমেরিকায় সুনীতাকে থাকতে হয় দীর্ঘ শারীরিক ও মানসিক চিকিৎসার মধ্যে। শারীরিক স্বাভাবিকতায় তিনি ফিরেছেন। কিন্তু তাঁর মন তো ফিরতে পারেনি স্বাভাবিক ছন্দে। বিষাদ কাটছে না এখনও। মহাশূন্যের শূন্যতা যেন গ্রাস করেছে মন। সুনীতা ভেবেছিলেন মাতৃভূমি কেরলের সাহিত্য-সংস্কৃতির মধ্যে ফিরে এলে হয়তো কাটবে বিষন্নতা। কিন্তু কেরলের এক সাহিত্য উৎসবে বৃহস্পতিবার তিনি এই ইশারা দিয়েছেন যে মহাশূন্যে দীর্ঘ সময় কাটাতে কাটাতে তাঁর মনে হয়েছে যে এই পৃথিবীর কত সুন্দর সুন্দর জায়গা তাঁর দেখা হয়নি! এমনকী, তিনি কি কেরলকেও তেমনভাবে দেখেছেন? চিনেছেন? তাঁর মনের ক্লান্তি হয়তো দূর হবে নিজের দেশ, এবং পৃথিবীকে আরও ব্যাপ্তভাবে আবিষ্কার করতে পারলে। কিন্তু সত্যিই কি তাই? মনে রাখতে হবে, এই বছরেই নাসা-র চন্দ্রাভিযান 'আর্টেমিস ২' চার মহাকাশচারীকে নিয়ে চাঁদের পথে রওনা হবে। সুনীতা থাকবেন পৃথিবীতে। দূর থেকে খবর পাবেন চার অভিযাত্রী পৌঁছে গিয়েছেন। এই সংবাদ কি তাঁকে আরও বিষণ্ণ করবে না? হয়তো না। সুনীতা তাঁর জীবনের ২৭ বছর কাটিয়েছেন মহাকাশ নিয়ে গবেষণায়। দীর্ঘ ন'মাস কাটিয়েছেন মহাশূন্যে অনিকেত বিপন্নতায়। কিন্তু মহাশূন্য বা মহাবিশ্বের ওই প্রাণহীন অন্তহীন প্রসার কী তাঁকে দিয়েছে? এই প্রসঙ্গে আরও একবার ফিরে যাওয়া যাক রবীন্দ্রনাথে। তিনি যে গানের প্রথম পঙ্‌ক্তিতে বলছেন, 'আজ কিছুতেই যায় না মনের ভার' সেই গানেরই শেষ পঙ্‌ক্তিতে বলছেন, বুক ভরে সে নিয়ে গেল বিফল অভিসার'। সুনীতাও কি সেইটুকুই নিয়ে ফিরে আসেননি প্রাণের কোনও প্রমাণ, কোনও চিহ্নহীন, মানুষের নাগাল, নিয়ন্ত্রণ, নিরীক্ষণের অতীত মহাশূন্যের অভিসার থেকে? মহাবিশ্ব এতই বিপুল, মানুষের অতি সীমিত বোধবুদ্ধির পক্ষে তার সমস্তটা বোঝার চেষ্টা অবসাদে শেষ হতে বাধ্য- এই দর্শন বিম্বিত হয়েছে কাফকা থেকে কামু।

রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর খড়গপুরের তৃণমূল পরিচালিত পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিল

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল পরিচালিত খড়্গপুর পুরসভার বোর্ড ভেঙে দিল রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন দফতর। প্রশাসকের দায়িত্ব সামলাবেন মহকুমাশাসক সুরভি সিংলা।গত বৃহস্পতিবারই চিঠি এসে পৌঁছেছে মহকুমাশাসক সুরভির কাছে। অবিলম্বে তাঁকে দায়িত্ব নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এর আগে, গত ১৯ ডিসেম্বর পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থতার অভিযোগ ওঠায়, শো-কজ করা হয়েছিল তৃণমূল পরিচালিত খড়্গপুর পুরসভাকে।
সূত্রের খবর, ৩৫টি ওয়ার্ড বিশিষ্ট খড়্গপুর পুরসভাতে বর্তমানে ২৪ জনই তৃণমূলের কাউন্সিলর। এর মধ্যে ২০ জন তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে জয়ী হন। বাকি ৪ জন নির্দল, সিপিএম ও কংগ্রেস মিলিয়ে দু'জন কাউন্সিলর রয়েছেন।
প্রসঙ্গত, ২০২২ সালে খড়্গপুর পুরসভার চেয়ারম্যান মনোনীত হয়েছিলেন প্রদীপ সরকার। তার মেয়াদ চলাকালীন মাত্র আট মাসের মধ্যেই দলীয় কাউন্সিলরদের বিক্ষোভের জেরে শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। দায়িত্ব দেওয়া হয় কল্যাণী ঘোষকে। এইবার কল্যাণীর নেতৃত্বাধীন পুর বোর্ডই ভেঙে দেওয়া হল।
এ ছাড়াও বছর দুয়েক ধরেই তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ তোলেন তৃণমূল কাউন্সিলরদের একাংশ। অবশেষে পুরবোর্ডের নিষ্ক্রিয়তা তথা পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থতা সংক্রান্ত পিটিশন জমা পড়ে ২০২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর। তার ভিত্তিতেই গত বছর ১৯ ডিসেম্বর রাজ্য পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের শো-কজ নোটিস এসে পৌঁছোয় পুরসভায়। সেখানে বলা হয়, পর্যাপ্ত পানীয় জল সরবরাহ না করা, আবর্জনা পরিষ্কার না হওয়া, পর্যাপ্ত আলো না থাকা-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে খড়্গপুর পুরসভার বিরুদ্ধে। এর যথাযথ উত্তর দিতে বলা হয় পরবর্তী সাতদিনের মধ্যে।
নোটিস পাওয়ার পর, সর্বদল মিটিং ডেকে শো-কজগুলির উত্তরও দেওয়া হয়। যদিও সে বৈঠকে তৃণমূলের দু'জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন না বলে জানা যায়। এর পরই ২১ জানুয়ারি স্বাক্ষরিত পুর ও নগরোন্নয়ন দফতরের প্রধান সচিবের চিঠি এসে পৌঁছোয় চলতি বছরের জানুয়ারিতে। এ নিয়ে মহকুমাশাসক সুরভির কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া না গেলেও, বিদায়ী পুরবোর্ডের চেয়ারপার্সন কল্যাণী বলেন, 'শো-কজগুলির উত্তর দেওয়া হয়েছিল। সমস্ত কাজও ঠিকঠাকই চলছিল। তার পরের বিষয় সম্পর্কে কিছু বলতে পারব না। তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুজয় হাজরা বলেন, তএটা প্রশাসনের সিদ্ধান্ত। এ নিয়ে দলীয় ভাবে কোনও মন্তব্য করার অবকাশ নেই। শীর্ষ নেতৃত্ব যে ভাবে বলবেন, সেই মতোই পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
বিজেপি-র জেলা সহ-সভাপতি শঙ্কর গুছাইত বলেন, তৃণমূল পরিচালিত পুরসভা ন্যূনতম নাগরিক পরিষেবা প্রদানে ব্যর্থ! এখন বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সব নাটক করে কোনও লাভ নেই। মানুষ উপযুক্ত জবাব দিয়ে দেবেন। ২০২৬ সালের নির্বাচনের দিকে তাক করে রাজনৈতিক তরজা।

নন্দীগ্রামে সমবায় নির্বাচনে বড় জয় তৃণমূল কংগ্রেসের, ৪৫টি আসনের মধ্যে তৃণমূল পায় ২৭

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ ফের নন্দীগ্রামে সমবায় নির্বাচনে বড় জয় তৃণমূলের। রবিবার নন্দীগ্রাম ২ নম্বর ব্লকের রানিচক সমবায় সমিতির নির্বাচন ছিল। মোট ৪৫ আসনে নির্বাচন হয়। যার মধ্যে ২৭টি আসনে বড় জয় পেয়েছে শাসকদল তৃণমূলের প্রার্থীরা। বিজেপি পেয়েছে মাত্র ১৮ টি আসন। আর এই জয় নিশ্চিত হতেই সবুজ আবির খেলায় মেতে ওঠেন স্থানীয় তৃণমূল নেতা কর্মীরা। সামনেই বঙ্গ বিধানসভা নির্বাচন। তার আগেই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর গড় নন্দীগ্রামের রাণীচক সমবায় সমিতির নির্বাচন তৃণমূলের জয় নেতা-কর্মীদের বাড়তি অক্সিজেন দেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড! তৃণমূল প্রার্থীদের বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১২। নন্দীগ্রামে সমবায় সমিতির নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার কাণ্ড! তৃণমূল প্রার্থীদের বাড়ি ভাঙচুর, আহত ১২ 'অশোক চক্র' পেতে পারেন মহাকাশ স্টেশন ফেরত শুভাংশু 'অশোক চক্র' পেতে পারেন মহাকাশ স্টেশন ফেরত শুভাংশু রানিচক সমবায় সমিতির নির্বাচন ঘরে শনিবার রাত থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে নন্দীগ্রাম। তৃণমূল-বিজেপি সংঘর্ষে উত্তাল হয়ে উঠল এলাকা। অভিযোগ, তৃণমূল সমর্থিত প্রার্থীদের বাড়িতে গভীর রাতে হামলা চালায় বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা।

ভয়াবহ ঘটনা জলাইগুড়িতে

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃমেলা, উৎসব নিয়েই ব্যাস্ত, রবিবারও বেহাল পরিস্থিতি। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজে ভয়াবহ ঘটনা! মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব থেকে সদ্যজাতের মাথা মুখে নিয়ে বেরোল পথকুকুর। হাসপাতালের সিকিউরিটি ও কর্তৃপক্ষ কী করছিল? উঠছে তীব্র প্রশ্ন। জলপাইগুড়ি মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সদর হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবে শুক্রবার বিকেলে এক ভয়াবহ ও চাঞ্চল্যকর ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, হাসপাতালের মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের ভেতর থেকে একটি পথকুকুর সদ্যজাত শিশুর মাথা মুখে করে নিয়ে বেরোতে দেখা যায়। ঘটনাটি নজরে পড়তেই রোগীর আত্মীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং মুহূর্তের মধ্যেই শোরগোল পড়ে যায় হাসপাতাল চত্বরে। এই ঘটনার পর স্বাভাবিকভাবেই উঠছে একাধিক কঠিন ও অস্বস্তিকর প্রশ্ন। নবজাতক ও প্রসূতিদের জন্য নির্ধারিত সুরক্ষিত ইউনিটে পথকুকুর কীভাবে ঢুকল? হাসপাতালে থাকা সিকিউরিটি কর্মীরা তখন কী করছিলেন?হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের চরম গাফিলতির ফলেই কি এমন লজ্জাজনক ও মর্মান্তিক ঘটনা?হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে এই ঘটনায় গুরুতর প্রশ্নচিহ্ন উঠে গেছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, হাসপাতাল চত্বরে দীর্ঘদিন ধরেই পথ কুকুরের অবাধ যাতায়াত রয়েছে, অথচ প্রশাসনের তরফে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। তবে মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের দাবি, উদ্ধার হওয়া শিশুর মাথাটি মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাবের কোনও নবজাতকের নয়। কর্তৃপক্ষের মতে, বাইরে থেকে কোনও জায়গা থেকে পথকুকুরটি শিশুর মাথাটি মুখে করে নিয়ে এসে থাকতে পারে। এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। তদন্ত চলছে।

কার্শিয়াঙে ঘুরছে জোড়া চিতা

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ কার্শিয়াঙে ঘুরছে জোড়া কালো চিতাবাঘ! 'বিরল দৃশ্য' প্রকাশ্যে আনল বনবিভাগ, দম্পতি না ভাইবোন, তা-ই নিয়ে চর্চা। এ বার একই সঙ্গে দু'টি কালো চিতাবাঘের দেখা মিলল। রবিবার সকালে জোড়া কালো চিতাবাঘের ছবি প্রকাশ করেছে কার্শিয়াং বনবিভাগ। রবিবার দুই কালো চিতাবাঘের ছবি প্রকাশ করেছে বনবিভাগ। বন দফতর বলছে, 'দুর্লভ মুহূর্ত।' এর আগে মাঝমধ্যেই পাহাড়ের জঙ্গলে কালো চিতাবাঘের দেখা মিলত। তবে একটিই। এ বার একই সঙ্গে দু'টি কালো চিতাবাঘের দেখা মিলল। রবিবার সকালে জোড়া কালো চিতাবাঘের ছবি প্রকাশ করেছে কার্শিয়াং বনবিভাগ।
সম্প্রতি ট্র্যাপ ক্যামেরায় ধরা পড়েছে ওই দুটো কালো চিতাবাঘের ছবি। তারা দম্পতি না কি ভাইবোন, তা-ই নিয়ে আলোচনায় বসেছেন বন দফতরের বিশেষজ্ঞেরা। দম্পতি হলে শাবকও থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে কার্শিয়াঙের জঙ্গলে আরও দুটো কালো চিতাবাঘ থাকবে। আবার ভাইবোন হলেও আরও কালো চিতাবাঘ থাকার সম্ভাবনা। কার্শিয়াং বনবিভাগের ডিএফও দেবেশ পাণ্ডে বলেন, ''কার্শিয়াঙের ঘন পাহাড়ি জঙ্গলে দুটি কালো চিতাবাঘ বা 'ম্যালানিস্টিক লেপার্ড'-এর দেখা মিলেছে। এর আগেও একাধিক বার কালো চিতাবাঘের দেখা মিলেছিল। নজরদারির জন্য ট্র্যাপ ক্যামেরা বসিয়েছিলাম আমরা। তাতে একই সঙ্গে দু'জনের ছবি ধরা পড়েছে। এতে কালো চিতাবাঘের সংখ্যা আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।''
একই কথা বলছেন বন এবং বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের সংগঠনের সম্পাদক কৌস্তভ চৌধুরী। তিনি জানান, দু'টি কালো চিতাবাঘ ভাইবোন বা দম্পতি কি না তা লিঙ্গ নির্ধারণ বা গায়ের 'স্ট্রাইপ' দেখে নির্ধারণ করা যাবে। তবে কার্শিয়াঙে এক সঙ্গে এ ভাবে দুটো চিতাবাঘের দেখা মেলা সতিই দুর্লভ মুহূর্ত।''
দুটো কালো চিতাবাঘ সম্পর্কে ভাইবোন নাকি দম্পতি সেটা লিঙ্গ নির্ধারণ অথবা গায়ের 'স্ট্রাইপ' দেখে নির্ধারণ করা যাবে। তবে কার্শিয়াংয়ে এর আগে এক সঙ্গে দুটো চিতাবাঘের দেখা মেলেনি। এর আগে গত বছর ২৩ জানুয়ারি ভোরে কার্শিয়াং বনবিভাগের অধীন চিমনি থেকে বাগোরা যাওয়ার রাস্তায় কালো চিতাবাঘ দেখেন এক গাড়ি চালক। এরপর ১৭ জুন দার্জিলিং পাহাড়ের মানেভঞ্জন,সুখিয়াপোখরি রোডে কালো চিতাবাঘ অর্থাৎ ম্যালানিস্টিক লেপার্ডের ভিডিও সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হয়। ২০২৪ সালের ৭ জুন কার্শিয়াং থেকে চার কিলোমিটার দূরে চিমনি এলাকার রাস্তা পারাপারের সময় কালোচিতার দেখা মেলে। এরপর ১৫ অক্টোবর কার্শিয়াংয়ের যাওয়ার রাস্তায় কালোচিতা বের হয়।

কলকাতার সমাধি স্থলে মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের জন্মদিন পালন করা হল

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ মধুকবির স্মরণ দিবসে গিয়েছিলাম মাইকেল মধুসূদন দত্তের সমাধিস্থলে মল্লিক বাজারে খ্রীষ্টান সমাধিস্থলে। ১৮২৪ খ্রীঃ ২৫ শে জানুয়ারি কবির জন্মদিন। গিয়ে দেখলাম সাজানোর মূর্তি তার পাশে একটা ভয়ংকর পরিস্থিতি দেখলাম যেটা দেখে মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়ে উঠল সমাধিস্থলের যে স্মারকস্তম্ভ তার মাথা বিষ্ঠায় পরিপূর্ণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক সরকারি প্রশাসনের তরফে মাল্যদানের কর্মসূচি হয়েছে কিন্তু পরিচ্ছন্নতার কোন ব্যবস্থা হয়নি।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত (২৫ জানুয়ারি ১৮২৪ , ২৯ জুন ১৮৭৩) একজন বাঙালি কবি ও নাট্যকার। তিনি বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক মহাকাব্য ক্ষ্মমেঘনাদবধ কাব্যক্ষ্ম এর রচয়িতা। বাংলা সাহিত্যে প্রথম সনেট রচনাকার হিসেবেও তিনি পরিচিত। বাংলা সাহিত্যের প্রথম বিদ্রোহী কবি হিসেবে তাকে আখ্যায়িত করা হয়।
মধুসূদন জন্মগ্রহণ করেন ১৮২৪ সালের ২৫ জানুয়ারি, যশোর জেলার কপোতাক্ষ নদীর তীরে অবস্থিত সাগরদাঁড়ি গ্রামে। তার পিতা রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন একজন আইনজীবী এবং মাতা জাহ্নবী দেবী ছিলেন একজন গৃহিণী। মধুসূদনের শিক্ষাজীবন শুরু হয় সাগরদাঁড়ির পাঠশালায়। পরে তিনি যশোর স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৩৩ সালে তিনি কলকাতার খিদিরপুর স্কুলে ভর্তি হন। ১৮৩৭ সালে তিনি হিন্দু কলেজে ভর্তি হন।
মধুসূদন সাহিত্যিক জীবন শুরু করেন ইংরেজিতে লেখালেখির মাধ্যমে।

তিনি প্রথমে কবিতা লেখেন ইংরেজিতে। পরে তিনি বাংলা ভাষায় লেখালেখি শুরু করেন। তার প্রথম বাংলা কবিতা ক্ষ্মবঙ্গভাষাক্ষ্ম ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত হয়।
মধুসূদনের সবচেয়ে বিখ্যাত রচনা মেঘনাদবধ কাব্য (১৮৬১)। এই মহাকাব্যে তিনি ভার্জিল ও হোমারের মহাকাব্যের আদলে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচনা করেন। মধুসূদন বাংলা ভাষায় প্রথম সার্থক নাটক শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯) রচনা করেন। এরপর তিনি বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), একেই কি বলে সভ্যতা (১৮৬০), কৃষ্ণকুমারী (১৮৬১) প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। মধুসূদন মৃত্যুবরণ করেন ১৮৭৩ সালের ২৯ জুন, কলকাতার একটি হাসপাতালে।
মাইকেল মধুসূদন দত্ত সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে বা বলতে গেলে তাঁর রচনাগুলি পড়ার খুবই প্রয়োজন রয়েছে। নাহলে কিন্তু তাঁকে বিচার বিশ্লেষণ করা ক্ষেত্রে ভুল হয়ে যেতে পারে। যাঁরা মাইলেকে নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এশিয়াটিক সোসাইটি একটি আলোচনা সভার আয়োজন করেছিল। 'মাইকেল স্মরণে ও বিশ্লেষণে' নামে একটি বই প্রকাশিত হয়া এই বইটির সম্পাদনা করেছেন দেবজ্যোতিনারাযণ রায়। যে মাইকেল তাঁর নিজের আত্মপরিচয় দিচ্ছেন একটি কবিতার মধ্যে দিয়ে। সেই কবিতারিটি নামও 'পরিচয়'। সেই কবিতাকে মাইকেল লিখছেন,'' যে দেশে উদয়ি রবি উদয়-অচলে,/ ধরণীর বিম্বাধর চুম্বেন আদরে / প্রভাতে, যে দেশে গেয়ে, সুমধুর কলে, /ধাতার প্রশংসা -গীত, বহেন সাগরে /জাহ্নবী; যে দেশে ভেদি বারিদ-মণ্ডলে/... সে দেশে জনম মম; জননী ভারতী; / তেঁই প্রেম-দাস আমি, এলো বরাঙ্গনা।'' মাতৃভূমির অপরূপ প্রাকৃতি শোভার বর্ণনা করতে শুরু করেছিলেন। সেই দেশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেছেন। তাঁর মায়ের নাম ভারতবর্ষ। তার প্রেমে তিনি দাসে পরিণত হয়েছি। মাতৃভূমির প্রতি তাঁর যে আকর্ষন বারবার তিনি তাঁর বিভিন্ন কবিতার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যে কবি একদিন ইউরোপীয় কবি হওয়ার যে স্বপ্ন দেখতেন সেই কবি স্বদেশের রূপে মুগ্ধ। তিনি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মতো 'ধন্য ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদেরই এই বসুন্ধরা' গানের মতো মাতৃভূমির প্রতি তাঁর গভীর প্রেমাবেগকে ফুটিয়ে তুললেন। ঊনিশ শতকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম পথিকৃত মধুসূদনের অনন্যসাধারণ প্রতিভার স্পর্শে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিশ্বসভায় মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি সর্বপ্রথম মধ্যযুগীয় কাব্যরীতির বৃত্ত ভেঙে আমাদের মুক্তি দিয়েছিলেন এবং পাশ্চাত্য সাহিত্যজগৎ থেকে মণি-মুক্তো আহরণ করে বাংলা সাহিত্যে নবজাগরণ এনেছিলেন। তিনিই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাহিত্যের মধ্যে মেলবন্ধনের সূচনা করেছিলেন।'' ''বাংলার প্রকৃতিকে নিয়ে, কোজাগরি লক্ষনীকে নিয়ে। মধুসূদন 'ডাট' এসব লিখছেন! হিন্দু স্কুলেই পড়তে মনোবাসনা- ইংল্যাণ্ড যেতে হবে। ইংরেজি শিখতে হবে? না না ওই খেয়ালি দিলখালা মানুষ। বিদেশের সাহিত্যরসকে নিজের দেশের সাহিত্যে আনতে হবে। ঋণ করে সাহেবি করেন।

হুমায়ুন কবির রাজ্যবাসীদের কাছে ভোট চাইছে ধর্মকে সমানে রেখে

দুরন্তবার্তা, ২৫ জানুয়ারি ঃ সরকার গড়তে বিজেপির সমর্থনে রাজি? তৃণমূলের সাঁড়াশি আক্রমণে পড়ে ভোলবদল হুমায়ুনের। সরকার গড়তে বিজেপির সমর্থনে রাজি? তৃণমূলের সাঁড়াশি আক্রমণে পড়ে ভোলবদল হুমায়ুনের। '২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে জনতা উন্নয়ন পার্টি ১০০ আসন পেলে তিনিই হবেন মুখ্যমন্ত্রী। সরকার গড়তে বিজেপি সমর্থন দিলে নেব। এই মন্তব্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সাঁড়াশি আক্রমণের মুখে অবশেষে ভোলবদল করলেন জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিব। সোশাল মিডিয়ায় হুমায়ুন কবীর নিজের প্রোফাইলে একটি নিজের বক্তব্যের ভিডিও পোস্ট করে শাসক দলের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছেন। এদিন হুমায়ুন কবীর বলেন, আমি সেদিন স্পষ্ট করে বলেছিলাম- আগামী নির্বাচনে জনতা পার্টি যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায়, তবে আমরা পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থে এবং সাধারণ মানুষের উন্নয়নের জন্য যে কোনো গণতান্ত্রিক শক্তির সমর্থনে সরকার গড়তে পারি। আমি আরও বলেছিলাম, বিজেপির সমর্থন হোক কিংবা তৃণমূলের যে আমাদের শর্ত মেনে মানুষের উন্নয়নের পাশে দাঁড়াবে, আমরা তাদের সমর্থন নিয়েই চলব। দুঃখের বিষয়, তৃণমূল কংগ্রেস আজ এতটাই দিশেহারা যে, আমার পুরো বক্তব্য প্রকাশ করার সাহস তাদের নেই। ভিডিওটি এমনভাবে এডিট করা হয়েছে যাতে আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করা যায়। তৃণমূল আমার ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য তাদের অফিসিয়াল ফেসবুক পেজে আমার বক্তব্যের অর্ধাংশ ভিডিও পোস্ট করেছে। ধিক্কার জানাই ওদের। বসিরহাটের মাওলানাবাগ দরবারে এসে হুমায়ুন কবীর বেলডাঙার পরিযায়ী শ্রমিক আলাউদ্দিন শেখের মৃত্যু প্রসঙ্গে সরাসরি দাবি করেন, এটি আত্মহত্যা নয় একটি পরিকল্পিত খুন। তার অভিযোগ, ঘটনার প্রকৃত সত্য আড়াল করতে পরিকল্পিতভাবে একটি ভুয়া রিপোর্ট তৈরি করানো হয়েছে। তাঁর মতে, আত্মহত্যার তত্ত্ব সম্পূর্ণ মিথ্যা এবং খুনের ঘটনাকে ধামাচাপা দিতে প্রশাসনিক স্তরে নানা পরিকল্পনা হয়েছে। পাশাপাশি হুমায়ুন এদিন জানান, দীর্ঘদিন ধরে শিলান্যাস হয়ে থাকা বেলডাঙার বাবরি মসজিদের নির্মাণকাজ আগামী ১১ ফেব্রুয়ারি থেকেই শুরু হবে।
তাঁর কথায়, মসজিদের প্ল্যান ও জমি সবই প্রস্তুত রয়েছে এবং নির্ধারিত দিনেই নির্মাণকাজ শুরু হবে। এই প্রসঙ্গে তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, এই কাজে কেউ বাধা দিতে পারবে না। মাওলানাবাগ দরবার থেকেই জানান, বহু প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে বেলডাঙায় বাবরি মসজিদের কাজ শুরু হতে চলেছে। রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকেরা বলতে শুরু করেছেন একন রাজনীতি হচ্ছে ধর্মকে সমানে রেখে। সাধারণ মানুষের দুঃখ দুর্দশাকে মোচন করার কোনও ডাক দিচ্ছে না বা সেই ব্যাপারে কেউই কোন দিশা দেখাতে পারছে না। মন্দির মসজিদ এখন রাজনৈতিক টঙ্কা নিনাদে বাজতে শুরু করেছে। মন্দির মসজিদকে সমানে রেখে নেতারা এখন ভোট ভিক্ষা করতে শুরু করেছে। ভোটকে ধর্মীয় পর্দার মড়ে ফেলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। সেখানে সাধারণ মানুষের হয়ে কোনও বার্তা নেই। াদ্দরজ্যের বহু সমস্যা রয়েছে। সেই সব সমস্যার কথা আর কোনও রাজনৈতিক নেতারা প্রকাশ্যে আনেন না। কারণ সেই সব সমস্যার সমাধান করার পথ তাদের জানা নেই। আর সমস্যার সমাধান করতে গেলে যে ধরনের কাজে উদ্যোগী হতে হবে তা করার কোনও মানসিক ইচ্ছা নেই। সমস্যারে জিইয়ে রেখে রাজনীতি করাটাই হল নেতাদের মুল লক্ষ্য।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা ৫৭ সংখ্যা, সোমবার ১২ মাঘ ১৪৩২

সাধারণতন্ত্রে সেনাদের অভিনন্দন

কারগিলের নিম্বুসাব। সাম্প্রতিককালে কার্গিল যুদ্ধের ছিল গোটা পৃথিবীর ইতিহাসে সব থেকে খ্যাত। যুদ্ধ চলছিল কার্গিল, বাটালিক, দ্রাস এবং লাদাখ অঞ্চলে। এসব এলাকা সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে গড়ে প্রায় দশ হাজার ফুট উঁচুতে। ভারতীয় জওয়ানদের যে শুধু পাকিস্তানি হানাদারদের বিরুদ্ধেই লড়তে হয়েছে তাই নয়, লড়াই করতে হয়েছিল প্রবল ঠান্ডার সাথেও। যে সময় কার্গিল যুদ্ধ হচ্ছিল তখন ঐসব অঞ্চলের তাপমাত্রা মাইনাস ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, কোনও ক্ষেত্রে আরও কম..! আর এই উচ্চতা ও চড়ান্ত ঠান্ডার মধ্যে ভেলকি দেখিয়েছিল সেনাবাহিনীর এক বিশেষ প্লাটুন ঘাতক; ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর কম্যান্ডো এরা। প্রতিটি ইনফ্যান্ট্রি ডিভিশনের সঙ্গে থাকে। ২০ জন সদস্যের এই কম্যান্ডো বাহিনীর প্রাথমিক লক্ষ্যই হল নিশানায় চোখের পলকে হামলা করা এবং শত্রুপক্ষকে হতভম্ব করে দেওয়া। মূল বাহিনীর সাহায্য ছাড়াই যাতে এরা অভিযান চালাতে পারে, সেভাবে প্রশিক্ষিত করা হয় এদের। দুর্গম পাহাড়ের গা বেয়ে যে কোনও উচ্চতায় উঠে যেতে পারে এরা। কার্গিল যুদ্ধের পঁচিশ বছর পূর্তি উপলক্ষে এমনই এক 'ঘাতক' কম্যান্ডোর কাহিনীর। যুদ্ধ শেষ। দ্রাস সেক্টরে ষোল হাজার ফুট উঁচুতে 'ব্ল্যাক রক' সেনা চৌকি আবার পাক সেনার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছে ভারতীয় ফৌজ। কিন্তু সেনাদের না আছে উচ্ছ্বাস না জয়ের আনন্দ! অনেক নীচু হাত পা ছড়িয়ে পড়ে আছে এক কমান্ডোর গুলিবিদ্ধ দেহ। সেদিকে তাকিয়ে কান্নাভেজা গলায় তারা বলে উঠলো, ইয়ে আপকি জিৎ হ্যায় নিম্বু সাব...স্রিফ আপকি কি জিৎ। সেনাদের যে প্রকাশ্যে কাঁদতে নেই! নাগাল্যান্ডের যে গ্রাম থেকে এসেছিল এই কমান্ডো তার নাম 'পারহেমা', নাগা ভাষায় যার অর্থ মুন্ডু শিকারীদের গ্রাম। বাবা চায়নি ছেলে সেনাদলে ভর্তি হোক কিন্তু বিজ্ঞানে স্নাতক ছেলে ১৯৯৮ এ কমিশনড পেয়ে রাজপুত রাইফেলসে ক্যাপ্টেন হয়ে গেল। অসম্ভব শারীরিক পটুতা ও সক্ষমতা থাকার জন্য তাকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে বাহিনীর ক্যাম্পে উইং 'ঘাতক' প্লাটুনে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। পিতৃদত্ত নাম বাংলায় নেইকেজাকুও কেনগুরেস। কিন্তু এই নামে ডাকেনি কেউ। চার হাত পায়ের সাহায্যে তরতর করে খাড়া পাহাড়ে চড়ে যেত বলে উর্ধতন অফিসাররা ডাকতেন ক্যাক্টাস বলে আর অধস্তন জওয়ানদের কাছে ছিলেন নিম্বুসাব! কারগিল লড়াই যখন শুরু হলো তখন নিম্বুসাব প্লাটুন কমান্ডার। ২৮শে জুন তাকে দায়িত্ব দেওয়া হলো পাক সেনার হাত থেকে পাহাড়ের মাথায় অবস্থিত ব্ল্যাক রক চৌকি পুনর্দখল করতে। ভারী মেশিনগান নিয়ে বসে থাকার কারণে ভারতীয় সেনার অগ্রগতি এক রকম বন্ধ। পাহাড়ে পা রাখার সাথে সাথেই শুরু হলো তাদের ওপর নাগাড়ে গোলাবর্ষণ, হতাহতের সংখ্যা ক্রমেই বাড়তে লাগলো। গ্রেনেড স্প্লিন্টারে আহত হলেন খোদ কমান্ডার নিম্বু। পেট দিয়ে সমানে রক্ত বেরিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছে পোশাক, কিন্তু পিছু হটার পাত্র নন এই নাগা ক্যাপ্টেন। গুরুতর আহত হয়েও পাক সেনাদের পরাস্ত করেন। পাকিস্তানের হাত থেকে ভারতকে রক্ষা করতে পাক সীমান্তে এখনও ভারতীয় সেনারা নজরদারি করে চলেছে। পাকিস্তান চেষ্টা করছে স্বাধীন ভারতের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলতে। কিন্তু ভারতীয় সেনারা সেই চেষ্টায় বারবার আঘাত করে ভারতকে রক্ষা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেদিন থেকে পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করেছিল সেই দিন থেকেই পাক নেতাদের লক্ষ্য রয়েছে ভারতের ভূখণ্ডে দখল করে নিয়ে পাক ভূখণ্ড তৈরি করবে। কিন্তু ভারতীয় সেনারা সেই পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। রিপাবলিক দিবসে সেনাদের অভিনন্দন।

শিশু চরিত্র অঙ্কনে সত্যজিৎ রায়

কিন্তু আজ থেকে কতবছর আগে তিনি যা লিখে গিয়েছেন আজকের সমাজে তার প্রতিফল চোখে পড়ছে হুবহু। আজ রে-ডে। অধিকাংশ বাঙালি সত্যজিৎ রায়কে শুধু ফেলুদা, শঙ্কু, তারিণীখুড়োর মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখতে চায়, কিন্তু বিশ্ব সিনেমা জগতে তাঁর অবদান সীমানাহীন। তাঁর বিস্তার আসমুদ্র-হিমাচল। শান্তিনিকেতনে পড়তে পড়তেই তাঁর মাথায় সিনেমা তৈরি ইচ্ছা জাগে, তবে সিনেমা তৈরি করবো বললেই তো করা যায় না; তাই শুরু হলো লড়াই। প্রথমে পারিবারিক সন্দেশ পত্রিকায় লেখা, স্কেচ, বইয়ের অলংকরণ থেকে বিজ্ঞাপনের দুনিয়া। প্রথম জীবনে তেল সাবানের বিজ্ঞাপন করা ব্যক্তি যে কোনোদিন বিশ্ব চলচ্চিত্রের দাপটের সাথে এক স্বতন্ত্র দিক নির্দেশ করবে তা কেই বা জানত। সময়ের সাথে সাথে সত্যজিৎ হয়ে উঠেছেন মহীরুহ। ছোটদের ছবি হীরক 'রাজার দেশে'। সত্যি ছোটদের? তা রাজনৈতিক দিক থেকেও বেশ তাৎপর্য পূর্ণ। ওরা যত বেশি পড়ে, তত বেশি জানে, তত কম মানে। এই সংলাপ আজকের দিনেও বারবার ফিরে এসেছে, অশিক্ষা-অন্ধবিশ্বাস আর সর্বোপরি ভুল চিন্তা-ভাবনা মগজে প্রবেশ করিয়ে সমাজের একশ্রেণীকে বিপথে চালিত করা হয়ে ছলেছে। তাইতো বোধয় উনি মগজ ধোলাইয়েরক্ষ্ম কথা বলেছিলেন। জীবনের প্রথম লগ্নেই যে তিনি সাফল্যের স্বাদ পেয়েছিলেন একথা একদমই ভুল। খুব ছোট বয়সে হারিয়েছিলেন বাবাকে। বাবাকে নিয়ে তেমন স্মৃতি তার নেই বললেই চলে, তিনি তার বাবা সুকুমার রায়কে নিয়ে আকাশবাণীতে 'আমার বাবা' নামক অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, আমার জন্মের অল্পদিনের মধ্যেই বাবা অসুখে পড়েন, আর সেই অসুখেই ছত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা যান। আমার বয়স তখন আড়াই, এই আড়াই বছর বয়সকালে বাবা অসুখের মধ্যেই একটু ভালোর দিকে গেলে তাকে চেঞ্জে নিয়ে যাওয়া হতো আর তার সঙ্গে আমিও যেতাম। অত কম বয়সের স্মৃতি স্থায়ী হয় কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন আছে, কিন্তু আমার এই সময় দু-একটা ঘটনা খুবই সামান্য হলেও এখনো মনে আছে। একবার বাবার সাথে সোদপুর গিয়েছিলাম।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর

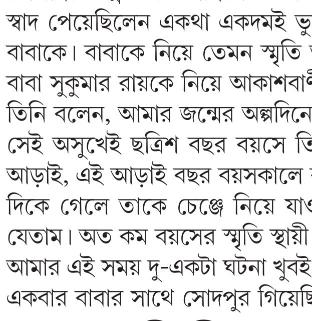

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন।

রামকৃষ্ণ দর্শন

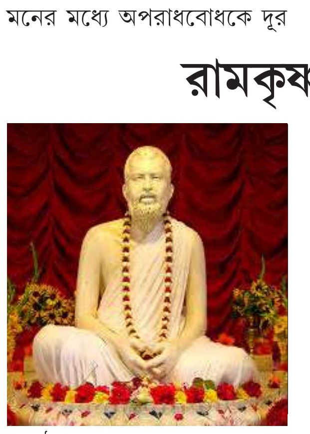

শুধু ঠাকুর নন, মা সারদাও নরেনকে নিজের সন্তানের মতো ভালো বাসতেন। মা সারদা বলতেন, নরেন আমরা প্রাণ। নরেনের গান না শুনলে রাতে আমার ভালো করে ঘুম হয় না। সপ্তাহে দিন চারবার করে নরেনের ভক্তি গীতি শুনতেন মা সারদা। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব তো একেবারে নরেনের গান শুনে বিহ্বল হয়ে যেতেন। কোনও কোনও সময়ে ভক্তিগীতি শুনে তিনি জ্ঞান হারা হয়ে যেতেন। তার সেই জ্ঞান ফিরত বহুক্ষণ বাদে। নরেন হচ্ছে সাক্ষাৎ বিষ্ণুর। অবতার বিষ্ণুর অংশ বলে নরেনকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব মনে করতেন। ঠাকুর যেমন সারা দিন মা মা করতেন, আবার তিনি সারা দিন ধরে নরেন নরেন করতেন। তিনি নরেন ছাড়া জগতে আর কাউকে চিনতেন না। তিনি বলতেন, ওরে তোরা জানিস না নরেন কত শক্তি ধরে। তার শক্তির কাছে সকলেই পরাস্ত হবে। আমাকে সারা বিশ্বের সঙ্গে ওই পারবে পরিচিতি করিয়ে দিতে। ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সত্যকে জানার চেষ্টা করবি। সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করবি। তাহলে জীবনে কোনও দিন ঠকবি না।

ভারতের সাধারণতন্ত্রের পথ দেখতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথের 'জনগণ মন অধিনায়ক' গানে

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারতের সাধারণতন্ত্রের পথটা রচিত করে দিয়ে গিয়েছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর রচিত 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য বিধাতা'। এই সঙ্গীতের মধ্যেই কিন্তু ভারতের সাধারণন্ত্রের বীজ বোপন করা ছিল। কবিগুরুর চিহ্নিত পথ ধরে স্বাধীন ভারতের সাধারণতন্ত্রকে রূপ দিয়ে গিয়েছিলেন পণ্ডিত জওহরলাল

নেহরু গোষ্ঠী। এর মধ্যে বাবা সাহেব আম্বেদকর, সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এবং শ্যামা প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। আসলে ভারত স্বাধীনতা লাভ করলে গান্ধিবাদী নেতারা সরকার গঠন করলো। বলতে গেলে সন্ত্রাসবাদী বা সশস্ত্র বিপ্লবে যাঁরা বিশ্বাসী ছিলেন তাঁদেরকে একেবারে কোনঠাসা করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। সেই কারণে আমরা দেখতে পেলাম যে ভারত স্বাধীনতা লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে কংগ্রেস ভবনগুলিতে গান্ধি টুপি পরা সমর্থকদের ভিড় বাড়তে শুরু করে দিয়েছে। একটি সময়ে যাঁরা ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে ইচ্ছা প্রকাশ করেছিল তাঁরাই কিন্তু পরবর্তীকালে সরকারি পদে আসীন হতে শুরু করলেন। বাংলা তথা পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা ক্রমশ গান্ধিবাদী নেতাদের কাছ থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করলো। তার ফলে বিপ্লবীদের কংগ্রেসে স্থান পাওয়া একেবারে সম্ভব হল না। যাঁরা বিপ্লবের পথ পরিহার করে গান্ধিবাদীকে সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছিলেন তাঁদেরকে কংগ্রেস ভবনে আশ্রয় দেওয়া হল বটে কিন্তু তাঁদের হাতে কোনও ক্ষমতা দেওয়া হল না। তাঁদেরকে একেবারে ঠুটো জগন্নাথ করে রেখে দেওয়া হল। তার ফলে বহু বিপ্লবীরা না খেতে পেয়ে বা অভুক্ত থেকে পরলোক গমন করেছেন। কেউ আবার এই স্বাধীনতার ব্যাপার দেখে হতাশ হয়েছিলেন। আবার কেউ কেউ কমিউনিস্ট দলে নাম লিখিয়ে ভারতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার স্বপ্ন দেখতে শুরু করেছিলেন। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ধর্মনিরপেক্ষ, সমাজতন্ত্র এবং সাধারণতন্ত্রের ওপরে বেশি করে জোর দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করেন। তাঁর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে ভারতের সংবিধান সেইভাবে রচিত হতে শুরু করে। সাধারণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রে মিশেল বলা যেতে পারে। তার ওপরে এসে উপস্থিত হয়েছিল গণতন্ত্র। গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে নির্বাচন করাটা জরুরী বলে মনে হয়েছিল নেহরুর। সেই কারণে তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রকে বেশি করে প্রাধান্য দিতে থাকেন। মনে রাখতে হবে যে ১৫ আগস্ট ১৯৪৭ সাল ভারত স্বাধীনতা লাব করলেও তখন কিন্তু দিল্লিতে ব্রিটিশ ভাইসরয় মাউন্টব্যাটেন ভারতের হাল ধরে রয়েছেন। ভারত তখন কমনওয়েলথের সদস্য। এই কমনওয়েলথ গোষ্ঠীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইংল্যাণ্ডের রানি। লর্ড মাউন্টব্যাটেনের অধীনে স্বাধীন ভারত বেশ কয়েকটি বছর কাটায়। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে ভারতের প্রশাসনিক ব্যবস্থার কোথাও যাতে কোনও রকম ত্রুটি না থাকে তার দিকে লক্ষ্য রাখা। লর্ড মাউন্টব্যাটেন সেটা করেছিলেন এবং তিনি একেবারে ব্রিটিশ ধাঁচে ভারতকে তৈরি করার মন্ত্রও দান করে দিয়ে যান। পণ্ডিত নেহরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরই তিনি সমাজতন্ত্রকে বেশি করে প্রতিষ্ঠা করার দিকে মনোনিবেশ করতে শুরু করলেন। গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য তিনি আমেরিকার দিকে হাত প্রসারিত করলেন। পাশাপাশি তিনি আবার ভারতে সমাজতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করতে রাশিয়ার হাত ধরে চলতে শুরু করলেন। একদিকে গণতন্ত্র এবং অন্য দিকে সমাজতন্ত্রকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার কথা ভাবতে শুরু করলেন পণ্ডিত নেহরু। তাঁর চিন প্রীতি এই সমাজতন্ত্রের ভাবনা থেকে তৈরি হয়েছিল। তিনি সমাজতান্ত্রিক চিনকে বেশি করে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কিন্তু চিনের তখন একটি মাত্র লক্ষ্য ছিল সদ্য স্বাধীনতা লাভ করা ভারত থেকে কিছু অংশ কেড়ে নিয়ে তাদের দখলে রাখা। এটা যে চিন করতে পারে সেটা একেবারে বিশ্বাস করতে পারতেন না নেহরু। তাঁকে বারবার চিন সম্পর্কে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। তবুও তিনি অবুঝের মতো চিনকে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন। অতিরিক্ত চিন প্রীতি খেসারত তাঁকে কেন গোটা ভারতবাসীদের দিতে হয়েছিল। চিন ভারত যুদ্ধের সময়ে লাইন দিয়ে রাত জেগে ভারতবাসীদের রেশনের দোকান থেকে চাল, গম, আটা সংগ্র করতে হয়েছিল সেটা নিশ্চয় কেউ ভুলে যায়নি। তখন ভারতের কমিউনিস্টদের ভূমিকার কথা ভাবলে আতঙ্ক তৈরি হয়ে যেতে পারে। রাশিয়া কিন্তু এতখানি ক্ষতি করার কথা ভাবতে পারেনি যা চিন করেছে। সেই কারণে আজকে মোদি সরকারকে বেশি করে রুশ প্রীতি হতে হয়েছে চিনকে ত্যাগ করে। চিন চাইছে রুশ প্রীতি থেকে ভারত বের হয়ে একেবারে চিনা প্রীতিতে গড়ে উঠুক ভারত সেটা কিন্তু কোনও রকমভাবে আর সম্ভব নয়। ১৯৫০ সালে ২৬ জানুয়ারি ভারত সাধারণতন্ত্র লাভ করলো। সংবিধানকে সামনে ভারত সরকার সামনের দিকে এগিয়ে চলতে শুরু করলো। সেই সময়ে ভারতের বিদেশ নীতি তৈরি হল জোট নিরপেক্ষ। রাশিয়া এবং আমেরিকার মতো বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সরাসরি হাত না মিলিয়ে তাদের উভয়ের সঙ্গে আছি এই রকম মনোভাব নিয়ে ভারত এগিয়ে চলতে শুরু করে। জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনে বিশ্বাসী ভারতের সঙ্গে এসে যোগ দিল ইন্দোনেশিয়া। তারা জোট নিরপেক্ষ নীতিতে গ্রহণ করে বিশ্বের দুই বৃহৎ শক্তির সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রে বিকাশ ভারতে হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হলো। সাধারণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম নিরপেক্ষতাকে সমানে রেখে ভারত সবার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে আগ্রহ প্রকাশ করে থাকে। আজও ভারতের বিদেশ নীতি জোট নিরপেক্ষর ওপরে নির্ভর করে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে। সাধারণতন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গণতন্ত্রকে সফল করতে ভারত বারবার পরীক্ষা দিয়েছে। তাতে সফলও হয়েছে। কিন্তু এখন যা বিশ্বের পরিস্থিতি সেখানে কিন্তু সমাজতন্ত্র একনায়কতন্ত্রের বিকাশ দেখতে পাওযা যাচ্ছে। সমাজতন্ত্র আদর্শ থাকলে সেটা কিন্তু পরোক্ষভাবে একনায়কতন্ত্রের একটি নয়া রূপ বিকাশিত হওয়ার চেষ্টা করছে। ইউক্রেন রুশ যুদ্ধের মধ্যে দিয়ে সেটা বিকাশ লাভ করতে শুরু করেছে। এর সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করেছে গণতন্ত্রে বিশ্বাস রাষ্ট্রগুলি। তারা বুঝতে পেরেছে যদি সমাজতন্ত্রের আলোকে একনায়তন্ত্র বিশ্বে শক্তিশালী হতে শুরু করে তাহলে কিন্তু গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটবে। ভারতে যা বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সেখানেও গণতন্ত্র কতখানি এবং কতদিন বাঁচিয়ে রাখার সম্ভব হবে তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে। ধর্মীয় গণতন্ত্র বলে কোন কথা এখনও চিন্তা প্রকাশ লাভ করেনি। তবে সেটাই কি দেখতে পাওয়া যেতে পারে ভারতে তা নিয়ে কিন্তু সবাই নির্বাক দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে রয়েছে। সাধারণতন্ত্রকে বঁচিয়ে রাখা এখন আমাদের কাছে একটি চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। গণতন্ত্রের বিকাশের মধ্যে দিয়েই কিন্তু সাধারণতন্ত্র টিকে থাকবে এটা বিশ্বাস করা যেতেই পারে। কিন্তু গণতন্ত্র কতদিন স্বচ্ছতার পথ ধরে এগিয়ে চলতে থাকবে তা নিয়ে সবাই উদ্বিগ্ন বলা যেতে পারে। সাধারণতন্ত্রকে যে সংবিধানের মধ্যে টিকিয়ে শুধু রাখলে চলবে না। তার বিকাশের সাথী হতে হবে ভারতের জনগণকে। ভারতের জনগণ সাধারণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার মন্ত্র উচ্চারিত করতে থাকবে। তবে সাধারণতন্ত্র দীর্ঘজীবি হবে বলে বিশ্বাস করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের 'জনগণমন অধিনায়ক জয় হে' গানটি তখনই সার্থকতা লাভ করতে পারবে যখন প্রকৃত সাধারণন্ত্র বিকাশ লাভ করবে। সংবিধানের সাধারণতন্ত্র চিন্তাকে যদি সবার মনের মধ্যে প্রোথিত করে দিতে পারি এবং তাকে যদি রক্ষাবেক্ষণ করার দায়িত্বভার গ্রহণ করতে পারি তাহলে কিন্তু ভারত গণতান্ত্রিক দেশ হিসাবে বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম সাধারণতন্ত্র রাষ্ট্র হিসাবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারবে। প্রশ্ন উঠতে শুরু করে দিয়েছে আজকে যে ভারতের সাধারণতন্ত্র কি বিপন্ন? কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন যে জন প্রতিনিধিদের মধ্যে দিয়ে সংস্দীয় গণতন্ত্র পরিচালিত হলেও সেখানে সাধারণ জনগণের কথা বলা হয় না। এখন শুধু রাজনৈতিক স্বার্থ এবং ভোট লড়াইয়ের কথা ভেবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। মিলিবে আর মিলাবে সুর শুনতে পাওয়া যায় না। অনুপ্রবেশ নিয়ে আওয়াজ উঠতে শুরু করেছে। নাগরিকতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিতে শুরু করেছে। ফলে সারা ভারত জুড়ের এখন চলছে একটি লড়াই যে লড়াইয়ের বলি হচ্ছে সাধারণ মানুষ। অছত ভারতবাসীদের নিয়েই সাধারণতন্ত্র

স্বামী বিবেকানন্দের ভাই মহা ঋষি মহেন্দ্রনাথ দত্ত

মধুশ্রী সিনহা

এই না হলে স্বামীজীর ভাই মহা ঋষি মহেন্দ্রনাথ দত্ত। স্বামীজীর মেজভাই শ্রীমহেন্দ্র নাথ দত্তের এই বছর ১৫১ বছর। অনন্য এই ঋষি সুলভ মানুষটির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে অনেক সভা হচ্ছে। আমিও ওনার লেখার একজন বিশেষ অনুরাগী। ওনার লেখা অনুধ্যান তা সে শ্রী রামকৃষ্ণ, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামীজীর জীবনের ঘটনাবলী যে বইই হোক না কেনো যেন মনে হয় চরিত্রগুলো চোখের সামনে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

আমি ওনার আরো একটা বই পড়তে খুব ভালোবাসি সেটার নাম সাধু চতুষ্টয়। বইটা যে কতবার পড়েছি বিশেষ করে মথুরা দাসের জীবন অনুধ্যান। বইটা উনি গৌরীমার সারদেশ্বরী আশ্রমে সব সত্ব দিয়ে যান। বইটা প্রথম ভোলা গিরি মহারাজের এক শিষ্য, প্রবীণ সন্ন্যাসী আমার মাকে পড়তে দিয়েছিলেন। মাকে বলেছিলেন 'মশাই (উনি সব মেয়েদেরই বলতেন মশাই) বইটা যার লেখা উনি সাধু নন সাধুর বাপ'। কাজের ভিড়ে ইদানিং ওনার দেড়শো বছরের জন্মদিনের কথা মনেই ছিলো না । এই দুদিন আগে একটা বেল আইকন দিয়ে ইউ টিউবের একটা লেকচার শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্তর ওপর আসতে হঠাৎ স্মৃতির অতল থেকে একটা ঘটনা ঝিলিক দিয়ে উঠলো। বোধ হয় ইংরেজির ১৯৯৫ সাল হবে বছরটা একদম ঠিক মনে নেই হয়তো একবছর এধার -ওধার হলেও হতে পারে , গড়িয়া বিবাদী বাগ মিনিবাস টার্মিনাস থেকে একটা বাস এ উঠে সামনের সিট এ বসার জায়গা পেলাম. জানলার দিকে একজন বয়স্ক ভদ্রলোক বসে। আমি বাস ছাড়ার অপেক্ষা না করে সাধু চতুষ্টয় বইটা বার করে পড়তে শুরু করলাম কারণ থিয়েটার রোড যেতে প্রায় সওয়া এক ঘন্টা লেগে যেত গড়িয়া থেকে।

নিবিষ্ট মনে পড়ছি পাশ থেকে ভদ্রলোক বলে উঠলেন 'আচ্ছা যে বইটা পড়ছেন সেটা কার লেখা খেয়াল করেছেন ?' আমি ও উত্তর দিলাম ''হ্যাঁ , শ্রী মহেন্দ্র নাথ দত্ত। উনি বললেন ''উনি কে ছিলেন জানেন?'' আমি বললাম 'স্বামীজীর পরের ভাই'।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন ' জানেন আপনি বইটা পড়ছেন দেখে আমি আর থাকতে পারলাম না। আমি না,ওনাকে ভীষণ কাছ থেকে দেখেছি, ভীষণ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশেছি। উনি আমার ভীষণ আপনার ছিলেন'।

এতক্ষণ আমি বই থেকে চোখ না তুলেই উত্তর দিছিলাম। কিন্তু এখন আমি বিস্ময়ে হতবাক। তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক মোটা চশমার ফাঁক দিয়ে মিটিমিটি হাসছেন কিন্তূ মনটা বোধয় দূর কোনো রাজ্যে বিচরণ করছে । নিজে থেকেই বলতে শুরু করলেন ''ঢাকা থেকে সবে কলকাতায় এসেছি কলেজে ভর্তি হবো বলে তখন এদেশে আমার পরিচিত কেউ ছিল না। আমি বেলুড় মঠে যেতে একজন মহারাজের সাথে আলাপ হলো বললেন ' তা বাবা তুমি তো সিমলা স্ট্রিটের কাছেই মেসে থাকো ওখানে স্বামীজীর মেজভাই শ্রী মহেন্দ্রনাথ দত্ত থাকেন ওনাকে সবাই দাদু বলে ।দেখো উনি তোমাকে আপনার লোকের মতোই ভালোবাসবেন '। ভদ্রলোক বলে যেতে থাকলেন 'আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম আমি তো একেবারে নতুন ওনাকে চিনবো কেমন করে?' মহারাজ উত্তর দিলেন ' সব তারাদের মধ্যে চাঁদকে চিনে নিতে যেমন অসুবিধে হয় না তেমনি ওনার চেহারা এমন যে অপরিচিত কোনো ব্যক্তিরও চিনে নিতে অসুবিধে হবে না। ওখানে পাড়ার মোড়ে একটা চায়ের দোকান আছে ওখানে সকালে বসে থাকবে উনি সকালে হাঁটতে বেড়োন। ঠিক চিনে নিতে পারবে'। ভদ্রলোক বলে যেতে থাকলেন, আমি সেই মতো পরের দিনই ওই চায়ের দোকানে গিয়ে বসে আছি । চায়ের দোকানের ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস ও করে ফেললাম উনিও একই উত্তর দিলেন,সকালে উনি হাঁটতে বেড়োন, দেখলেই চিনতে পারবেন। আসতে আসতে চায়ের দোকানেও ভিড় জমতে শুরু করেছে । আমি বসেই আছি। হালকা ঠান্ডা ও পড়েছে। হঠাৎ দেখি ফর্সা টুকটুকে, লম্বা, বেশ মোটা একজন মানুষ হেঁটে এইদিকেই আসছেন হাফ হাতা ফতুয়া, পেটের কাছের বোতামগুলো খোলা, হাঁটু অবধি ধুতি, মন বললো ঐয়ে- ঐয়ে তিনি আসছেন। যেন মনে হলো এতদিন যে ছিলেম বসে পথ চেয়ে আর কালগুনে দেখা পেলেম ফাল্গুনে। আমি দৌড়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'আপনি কি দাদু মানে মহেন্দ্রনাথ দত্ত?'' উনি বললেন 'হ্যাঁ' ! কিন্তু তোমাকে তো চিনতে পারলাম না। 'আমি প্রণাম করলাম এইবার দুজনে হাঁটতে হাঁটতে কথা শুরু হলো বললাম বেলুড়ের মহারাজের কথা । আমার এখানে পরিচিত কেউ নেই তাও জানালাম।

বাড়ি অবধি পৌঁছে গেলাম উনি দোতলায় ওনার ঘরে নিয়ে গেলেন কিছু কথা হলো। বললেন 'মাঝে মাঝে এস'। এরপর থেকে কলেজের পর মাঝে মাঝেই চলে যেতাম দাদুর কাছে কোনো সংকোচ নেহ। একেবারে নিজের দাদু কত কথা কত ইয়ার্কি আবার কখনো সিরিয়াস কথা সেগুলো সব বুঝতামও না। আমার টাকার তখন বড়ো কষ্ট, দেশ থেকে ঠিকমতো টাকা আসতো না। 'দাদু বলতেন তুইও ফকির আমিও ফকির ।একদিন দাদুর কাছে যাওয়াতে দাদু বললেন,ওই রাস্তার মোড়ের চায়ের দোকান থেকে একটু চা খাওয়াতে পড়িস? খাওয়াবো।

আন্দামানে সেলুলার জেলে বাঙালী বিপ্লবীরা

রানা চক্রবর্তী

আন্দামান সেলুলার জেলে নতুন করে ঝামেলা সৃষ্টি করলো বিপ্লবীরা। গোলমাল শুরু হল ঝাঁসির পরমানন্দকে নিয়ে। তিনি কলুতে কাজ করতে একেবারে নারাজ ছিলেন। পরমানন্দ তেল পোষাই করতে অস্বীকার করলেন। এক টিন্ডেল তাঁকে ধরে ব্যারী সাহেরের কাছে নিয়ে গেল। তঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে শাস্তির হুমুক চাইল। বন্দি বিপ্লবী পরমানন্দ কাজ করতে চাইছে না দেশে ব্যারী বাছা বাছা গালাগাল দিতে শুরু করলেন তাঁকে লক্ষ্য করে। পরমানন্দ তা সহ্য করতে পারেনি। তিনিও পাল্টা গালি জিতে শুরু করে দিলেন যা ব্যারী আগে কোনও দিন শোনে নি। সাহেব ব্যারী রেগে গিয়ে পরামনন্দের ওপরে হাত তুলতে গেলে বিশাল দেহের অধিকারী পরমানন্দ ব্যারীকে লক্ষ্য করে পেটে এক লাখি দিলেন। ব্যারী সেই লাথি সহ্য না করতে পেরে একেবারে ছিটকে মাটিতে পড়ে গিয়েছিলেন। তারপরে ব্যারী সঙ্গীসাথী, সিপাই এবং কারারক্ষী থেকে শুরু করে টিন্ডেলরা পরমানন্দের ওপরে ঝাঁড়িয়ে পড়ে পোটতে শুরু করলো। তাতে তাঁর মাথা পেটে গিয়েছিল। এরপরে তাঁকে জেল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপরে জেল সুপারিন্টেন্ড মারে তদন্ত করতে এসে পরমানন্দকে কুড়ি ঘা চাবুক দেওয়ার শাস্তির আদেশ করে। চাবুকের আঘাতে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যায় পরমানন্দের দেহ। এই ঘটনায় আবার বন্দিরা ধর্মঘট করতে শুরু করে দিলল। ফলে জেলের মধ্যো গণ্ডগোল তৈরি হতে থাকে। বিপ্লবীদের সঙ্গে প্রায় সময়ে জেল কর্তৃপক্ষের কোন না কোনও বিষয় নিয়ে ঝামেলা গেলে থাকতো। জেল কর্তৃপ আবার বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিপ্লবীদের দিকে একটু বেশি করে নজর রাখতো এবং তাদেরকে শায়েস্তা করার পথ খুঁজে বের করতো। কিন্তু যতই শায়েস্তা বের করার চেষ্টা করতো ততই আরও বেশি করে গণ্ডগোল তৈরি হতো। আবার সেহ ঝামেলাকে থামাতে জেল কর্তৃপক্ষ বন্দিদের সঙ্গে নরম সুরে কথা বলে শান্ত করতো। কিন্তু সেটাা ছিল মাত্র কয়েকদিনের জন্য। তারপরেই আবার জেল কর্তৃপক্ষ স্বমূর্তি ধারন

করতো। বেশির ভাগ সময়ে গদর দলের বন্দিদের সঙ্গে জেল কর্তৃপক্ষের ঝামেলা চলতে থাকতো। বাদ থাকতো না বাংলার বিপ্লবীরাও। এদিকে চাবুকের মারে মাথা নত করলেন না ঝাঁসির পরমানন্দ। ছয়মাস ডাণ্ডাবেড়িতে আবদ্ধে নির্জন করাবাস এবং 'কঞ্জি'খাবারের আদেশ দেওয়া হল। পরমানন্দের ওপরে এই রকম আমানবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে বন্দিরা প্রতিবাদ করতে শুরু করলো। ধর্মঘট শুরু হলে জেল কর্তৃপক্ষ সবাইকে বুঝিয়ে পরমানন্দের শাস্তি প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো। কিন্তু পরে দেখতে পাওয়া গেল আশ্বাস শুধু মুখের কথাই থেকে গিয়েছে। পরমানন্দের ওপরে একই শাস্তি বহাল রয়েছে। ফলে ১৩ জানুয়ারি ১৯১৬ সালে পরমানন্দের শাস্তি প্রত্যাহারের দাবি তুলে আবার নতুন করে ধর্মঘট শুরু হল। এবার ধর্মঘটীদের ডাণ্ডাবেড় শাস্তি দেওয়া হল। তার সঙ্গে ছয় মাস নির্জন কারাবাস। এদিকে লায়ালপুরেরর শিক্ষক ছাত্তার সিং খালসা কলেজের এই ব্রিটিশ অধ্যাপককে খুনের চেষ্টার অভিযাগে সাজাপ্রাপ্ত হয়ে আন্দামান জেলে এসেছিলেন। একদিন ছাত্তার সিং রেগে গিয়ে জেল সুপারিডেন্ট মারে সাহেবকে চড় মারলেন। সাহেব চেয়ারে বসেছিলেন। ছিটকে গিয়ে পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে জেলের ওয়ার্ডার এবং পেটি অফিসাররা ছাত্তরাকে মারতে শুরু করলে রাজবন্দিরা তাঁকে রক্ষা করতে ছুটে এল। তার ফলে জেলের মধ্যেও সিপাইদের সঙ্গে বন্দিদের হাতাহাতি লড়াই শুরু হল। ভয় পেয়ে গেলেন সাহেব মারে। তারপরে একটি ছোট খাঁচায় দুই বছরের বেশি সময় ধরে ছাত্তারকে আটকে রাখা হল।। রাজবন্দি মোহন সিং ভাকনা অনশন করে ছাত্তার সিংকে রক্ষা করেন।

গদর বিপ্লবীদের সঙ্গে জেল কর্তপক্ষের লড়াই বেশি করে হতো। এই বিপ্লবী দলের অন্যতম নেতা ছিলেন বাবা ভান সিং। তিনি লাহোর ষড়যন্ত্র মামলায় দশ বছর নির্বাসনের শাস্তি লাভ করেছিলেন। তাঁর স্বাস্থ্য ভালো ছিল না। বয়স্ক ছিলেন। তাঁকে তিন পাউন্ড নারকেলের তার দিয়ে তিন পাউণ্ড দড়ি তৈরি করার কাজ দেওয়া হয়েছিল। দড়ির কাজ দেওয়ার সময়ে ওজন করে দেওয়া হতো। তারগুলি যদি ভেজা থাকতো তাহলে দড়ি তৈরি করা পর ওজন কম হতো। দড়ি নেবার সময়ে একবার ওজন কম হল। এক ব্রিটিশ কনস্টেবল তাঁকে কুৎসিত ভাষায় গালগালি দিতে শুরু করলো এবং অপমান করতে শুরু করে দিল। ভান সিং তাতে ভয় না পেয়ে তিনিও সমানভাবে গালি দিতে শুরু করলেন। এই অপরাধে তাঁর ছয় মাস দাঁড়াবেড়ি, কম খাবার ও নির্জন বাসের শাস্তি দেওয়া হল। তাঁকে দেওয়ালের সঙ্গে আঁটা বেড়িতে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল এবং খাবারের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হল। জেলের সুপারিটেন্ডেন্ট বা জেলার ব্যারী উপস্থিত হতে তিনি দাঁড়িয়ে সম্মন দিতেন না। পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে থাকতেন। এই অপরাধের জন্য জেলার তাঁকে গালি দিতেন। তিনিও সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা গালি দিতেন। ব্যারী সাহেব যখন সেখানে যেতেন তখন তাঁকে লোহার বেড়ি পরিয়ে রাখা হতো। ১৯১৭ সালের ঘটনা। ব্যারী সাহেব একটি নির্দিষ্টি সময়ে জেলের বন্দিদের সঙ্গে দেখা করতেন। সেলের বাইরে থেকে বন্দিদের সঙ্গে কথাও বলতেন ব্যারী। ভান সিং সেদিন প্রবল আবেগে হাতের লোহার শিকল বাজিয়ে গান ধরতে শুরু করে দিয়েছিলেন। ব্যারী সাহেব সেই সময়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন সে কেমন আছেন। এই কথা শোনামাত্র ভান সিং তাঁকে লক্ষ করে চোখাচোখ গালি দিতে শুরু করলেন। চারদিক নিস্থব্ধ। ভান সিং এর গালি সব বন্দীরা শুনতে পাচ্ছে। তাতে আঁতে ঘা গেলে গেল ব্যারী সাহেবের। তিনি তখন জমাদারকে ডেকে ভান সিংকে মারতে নির্দেশ দিলেন। ব্যারী সাহেবের সমানে জমাদার প্রবল শক্তি দিয়ে ভান সিংকে মারতে শুরু করে দিল। ভান সিং শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল ছিল। শরীরটাও ভলো ছিল না। প্রচণ্ড মার সহ্য না করতে পেরে তিনি মারা গেলেন।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের বীর বিপ্লবী অগ্নিযোদ্ধা অনন্ত সিং

শঙ্করলাল কর্মকার

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের অগ্নিযোদ্ধা অনন্ত সিং। চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণের ইতিহাস যেন এক বিস্ফোরিত বজ্রধ্বনি;যার প্রতিটি তরঙ্গে প্রতিধ্বনিত হয় কিছু অদম্য তরুণের নাম। আর সেই নামগুলোর প্রথম সারিতেই জ্বলজ্বল করে উঠে আসে এক সাহসী বিপ্লবীর পরিচয়;অনন্ত সিং। তিনি ছিলেন এমন এক মানুষ, যিনি মৃত্যুকে উপহাস করে এগিয়ে যেতে পারতেন, যিনি দেশপ্রেমকে নিজের শিরায় রক্তের মতো বইয়ে নিয়েছিলেন।

অনন্ত সিং-এর পরিবার মূলত আগ্রার বাসিন্দা হলেও, তাঁর পূর্বপুরুষদের একজন চট্টগ্রামে স্থায়ী বসতি গড়ে তোলেন। সেখানেই ১৯০৩ সালের ১ ডিসেম্বর জন্ম নেন এই বিপ্লবী। তিনি খুব বেশি স্কুল-কলেজে পড়তে পারেননি; কিন্তু জীবনের প্রকৃত শিক্ষা পেয়েছিলেন মানুষের কাছে, সংগ্রামের কাছে, আর সবচেয়ে বেশিখ মাস্টারদা সূর্যসেন,এর কাছে।

ছোটবেলা থেকেই শরীরচর্চা, খেলাধুলা, বুদ্ধিমত্তা এবং অদম্য সাহস তাঁকে আলাদা করে তুলেছিল। সূর্যসেন খুব দ্রুতই বুঝতে পারেন;এই ছেলেটি সাধারণ কেউ নয়। অল্পদিনেই অনন্ত সিং তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচর হয়ে ওঠেন। স্কুল জীবনেই তিনি কার্তুজ ও বোমা বানানোর কৌশল শিখে ফেলেছিলেন, যা ভবিষ্যতের বিপ্লবী কর্মকাণ্ডে অসামান্য ভূমিকা রেখেছিল।

ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠলেন সংগঠনের অন্যতম ভরসা। ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের দায়িত্ব তাঁর কাঁধে এসে পড়ে। আগরতলার রাজবাড়িতে গিয়ে রক্ষীদের মন জয় করে অস্ত্র সংগ্রহ করা হোক, কিংবা ঝুঁকি নিয়ে মহাজনের বাড়ি ও রেলে অর্থ লুঠ; সব ক্ষেত্রেই অনন্ত সিং ছিলেন সামনে, সবচেয়ে আগে, সবচেয়ে সাহসী।

১৯২৩ সালের রেল ডাকাতিতে সফল হলেও শীঘ্রই পুলিশের নজরে পড়েন তিনি। পালিয়ে পাহাড়, সন্দীপ, শেষে কলকাতা;যেখানেই গেছেন, জীবন ছিল ঝড়ের মতো। অবশেষে ধরা পড়লেও প্রমাণের অভাবে মুক্তি পান। কিন্তু ১৯২৪ সালে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্স জারি হলে শুরু হয় ইংরেজ শাসনের অন্ধ অত্যাচার, আর তারই কোপে পড়ে অনন্ত সিংকে চার বছর বিনা বিচারে বন্দি থাকতে হয়।

মুক্তি পেয়ে আবার তিনি মাস্টারদার কাছে ফিরে যান। শুরু হয় নতুন প্রস্তুতি। ব্যায়ামাগার, শরীরচর্চা, সংগঠনের বিস্তার;সব যেন এক বিশাল ঝড়ের পূর্বাভাস। সৃষ্টি হয় চট্টগ্রাম রিপাবলিকান আর্মি। এবার লক্ষ্য একটাই;চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার আক্রমণ।

১৯৩০ সালের ১৮ এপ্রিল, পরিকল্পনার দিন। অনন্ত সিং ইংরেজের পোশাক পরে, সাহেব সাজে, গাড়ি নিয়ে প্রবেশ করেন অস্ত্রাগারে। দৃশ্যটা যেন সিনেমার থেকেও রোমাঞ্চকর। ভিতরে প্রবেশের পরই শুরু হয় বজ্রপাতের মতো আক্রমণ। কিন্তু ইংরেজ সেনাদল দ্রুত পাল্টা আঘাত হানে। লড়াই ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বিপ্লবীরা ছত্রভঙ্গ হলেও অনন্ত সিং তাঁর অসাধারণ বুদ্ধি ও সাহসে চট্টগ্রাম ছেড়ে চন্দননগরে পালিয়ে যান;যেখানে ইংরেজদের নাগাল পৌঁছাতো না।

কিন্তু যখন সহযোদ্ধাদের বিচারের খবর তিনি শুনলেন, তখন তাঁর হৃদয় আর স্থির থাকল না। কলকাতায় সোজা পুলিশ কমিশনারের দপ্তরে। আত্মসমর্পণ করলেন, যেমন সত্যিকারের যোদ্ধারা করে।

মাইক্রো অবজারভার সপাটে ‘চড়’, হাতজোড় করে ক্ষমা চাইতে হল কমিশনের আধিকারিককে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, উত্তর দিনাজপুর, ২৫ জানুয়ারিঃ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশই সার। রাজ্যে ফের আক্রান্ত কমিশনের আধিকারিক। ফরাক্কার পর দক্ষিণ দিনাজপুরে কুমারগঞ্জ, ফের টার্গেট মাইক্রো অবজারভার। এসআইআর-এর শুনানির সময়েই মাইক্রো অবজারভারকে সপাটে চড়। প্রাণ বাঁচতে হাতজোড় কমিশনের অফিসারের। পুলিশের সামনেই তখন সেখানে কুমারগঞ্জ থানার পুলিশ, কুমারগঞ্জ থানার আইসি রামপ্রসাদ চাকলাদার নিজেই উপস্থিত ছিলেন। সেই সময়েই মাইক্রো অবজাভারকে কিল-চড়-ঘুষি মারা হয়েছে। বাড়িতে ফিরে মেইল মারফত জেলা পুলিশ সুপারের কাছে তিনি অভিযোগ দায়ের করেন। মেইলের প্রাপ্তিস্বীকার করেছে পুলিশ। কিন্তু এখনও পর্যন্ত এই ঘটনায় কাউকে

তৃণমূলের বিরুদ্ধে হামলার অভিযোগ তুলে সরব বিজেপি নেতা সুকান্ত মজুমদার। জানা গিয়েছে, কুমারগঞ্জ বিডিও অফিস সংলগ্ন আইসিডিএস ভবনে এসআইআরের শুনানি হচ্ছিল। সেখানেই গিয়েছিলেন কমিশনের বিশেষ মাইক্রো অবজারভার। সারাদিন স্বাভাবিকভাবেই এসআইআর ক্যাম্পের কাজ চলছিল। তবে সন্ধ্যার দিকে আচমকাই চিকার চেঁচামেচি শুরু হয়। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত একদল দুষ্কৃতী হঠাৎ ক্যাম্পের ভেতরে ঢুকে মাইক্রো অবজারভারের ওপর হামলা চালায়। মারধরের ফলে ওই সরকারি আধিকারিক অসুস্থ হয়ে পড়েন। জানা যাচ্ছে, যখন ঘটনাটি ঘটে, গ্রেফতার কিংবা আটক করা হয়নি। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘এই রাজ্যে মাইক্রো অবজারভার আক্রান্ত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। যে রাজ্যে সংবিধান এক্সিস্ট করে না, যে রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান সংবিধানকে আক্রমণ করেন, সেই রাজ্যের এটা পরিচিত চিত্র।’’ তৃণমূলের প্রাক্তন সাংসদ পার্থপ্রতিম রায় বলেন, ‘‘আমি ঘটনাটা শুনেছি। তবে আমি এটাই নিশ্চিত হয়েছি, এই ঘটনার সঙ্গে এসআইআর সম্পর্কিত কোনও তথ্য জড়িয়ে নেই। পার্কিং সংক্রান্ত বচসা থেকে ঘটনা। স্থানীয় এক যুবকের সঙ্গে ঘটনাটি ঘটেছে। কুমারগঞ্জে বা অন্য কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে যে ঘটনা ঘটছে, তা কাম্য নয়।’’

বিজেপি করাই অপরাধ, বেধড়ক মারধরের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, হিঙ্গলগঞ্জ, ২৫ জানুয়ারিঃ ভোটের আগে তপ্ত উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ। বিজেপি করার অপরাধে মারধর। অভিযোগ উঠল তৃণমূলের দলবল ও প্রধানের বিরুদ্ধে। যদিও, অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। আহত বিজেপি কর্মীর নাম সুভাষ গায়েন। উত্তর ২৪ পরগনার হিঙ্গলগঞ্জ বিধানসভার কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের ২৫০ নম্বর বুথের সুভাষ গায়েনকে মারধর করার অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল মণ্ডলের দলবলের বিরুদ্ধে। এর আগেও নাকি প্রধানের দলবল তাঁকে মারধর করে কারণ তিনি বিজেপি করেন তাই। যদিও, যার বিরুদ্ধে অভিযোগ সেই কালিতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্যামল মণ্ডলের দাবি, ঝামেলা তিনিই মিটিয়েছেন। শ্যামল বলেন, ‘‘এসআই-এর ফলে সাধারণ মানুষ এমনি আতঙ্কে রয়েছেন। এর মধ্যে বিজেপি কর্মীরা আরও উস্কানিমূলক কথা বলছেন। আমাকে বলা হয়েছে ছাব্বিশ সালের পরে আর দেখা যাবে না। তখনই আমার কিছু ছেলেপেলের সঙ্গে দু’পক্ষের মধ্যে বচসা ও হাতাহাতি হয়। কিন্তু মারধর করেনি। আমি স্বয়ং ওখানেই দাঁড়িয়ে ছিলাম। তারপরে আমি দু’জনকে ঠেকিয়ে নিয়ে যাই। এটা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন অভিযোগ।’’ এই ঘটনার পরে হেমনগর কোস্টাল থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন সুভাষ গায়েন পাঁচজনের বিরুদ্ধে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে হেমনগর কোস্টাল থানার পুলিশ। আহত ব্যক্তি বলেন, ‘‘আমরা বাজারে গিয়েছি। ওইখানে তৃণমূলের লোকজন ছিল। আমি মাছ কিনে ফিরছি সেই সময় আমায় ধরে বেধড়ক মারধর করা হয়।’’

সেরা বিএলও-র পুরস্কার পাওয়া বিএলও-ই এবার যাচ্ছেন শুনানিতে কাগজ দেখাতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, বংশীহারী, ২৫ জানুয়ারিঃ নির্দিষ্ট সময়ের আগে বিএলও-এর কাজ শেষ করেছিলেন। তারপর সেরা বিএলও-র পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবার সেই বিএলওকেই ধরানো হল শুনানির নোটিস। নিজের নামে শুনানির নোটিস নিজেই নেন বংশীহারী ব্লকের ২০৮ নম্বর পার্টের বিএলও সাজ্জাদ হোসেন। আগামী ২৮ তারিখ তাঁর শুনানি রয়েছে। এদিকে বিএলওকে শুনানিতে ডাকার ঘটনা জানাজানি হতেই বিজেপিকে নিশানা করেছে শাসক দল। যে বিএলও সেরা পুরস্কার পেল, তিনি কী করে শুনানিতে ডাক পান বলে শাসক দল প্রশ্ন তুলেছে। প্রসঙ্গত, দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বুনিয়াদপুর পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের ব্লক অফিস পাড়ার বাসিন্দা সাজ্জাদ হোসেন। তিনি বংশীহারী ব্লকের সমসপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। এসআইআরের ২০৮ পার্টের জন্য তিনি নিজে এলাকায় বিএলও-র দায়িত্ব পান। সাজ্জাদরা ছয় ভাই বোন। ২০১২ সাল থেকে বিএলও-র কাজ করছেন। যার ফলে কীভাবে কাজ করতে হবে তার পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিলই। ২০২২ সালে সেরা বিএলও-র পুরস্কার পেয়েছেন তিনি। এবারেও নিজের কাজ সঠিক ভাবে করার পাশাপাশি সময়ের আগেই শেষ করায় প্রশাসন সেরা বিএলও-র পুরস্কার দিয়েছে। এবার সেই বিএলও পেলেন শুনানির ডাক। গতকালই তিনি শুনানির নোটিস পান। আগামী ২৮ জানুয়ারি বংশীহারী হাইস্কুলে শুনানির ডাক পড়েছে সাজ্জাদের। তাই নিয়ম মেনে নিজের হাতেই নোটিস ধরালেন পেশায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সাজ্জাদ। নিয়মের বেড়া জালে পড়ে নিজের হাতে নিজেই নোটিস তুলে নিলেন এবং কর্তব্যের পরিচয় দিলেন ওই বিএলও। ওই বিএলও বলেন, ‘‘আমরা ছ’ভাই বোন। আমাদের যাবতীয় তথ্য দেওয়া রয়েছে। ২০০২ সালের তালিকায় নাম ঠিকই ছিল। কিন্তু অ্যাপে বাবার নাম ঠিক উল্টো-পাল্টা এসেছে।’’

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল অনিতা মন্ডল, স্বামী অনিল মন্ডল সাং ও পোঃ- দুইল্যা, থানা- সাঁকরাইল, জেলা-হাওড়া। বিগত ইংরাজী- ১৯.০১.২০২৬ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০৫০৩০০৩০৭ নং বিক্রয় কোবালা দলিল দ্বারা প্রতাপ পাল, পিতা সত্য চরন পাল দিগরের নিকট হইতে খরিদ সূত্রে হাওড়া জেলার সাঁকরাইল থানার অধীন দুইল্যা মৌজায় জে.এল.- ৩৫ নং ভুক্ত, এল.আর. ৩৯০১ নং খতিয়ানে এল.আর. ২৪৩৮ নং দাগে ডাঙ্গা ০১ কাঠা ০৪ ছটাক সম্পত্তি ক্রয় করিয়াছেন। উক্ত সম্পত্তির বিক্রেতাগন বিগত ইংরাজী- ১৪.০৯.২০২১ তারিখে রানিহাটী সাব রেজিঃ অফিসে রেজিঃ কৃত ০১ নং বহির ০৫০৩০৩১৮৭ নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে বিক্রেতাগনের পক্ষে মদন মোহন নন্দী পিতা অধীর চন্দ্র নন্দী, সাং- ১৩/১, হরিপদ ভট্টাচার্য লেন, সাঁতরাগাছি, হাওড়া মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বিক্রয়ের বিষয়ে কাহারও কোন প্রকার আপত্তি থাকিলে এক মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. অ্যান্ড এল.আর.ও সাঁকরাইল অফিসে যোগাযোগ করিবেন, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তির মিউটেশন সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর নামে আইন মোতাবেক হইবে।

রিমো ভক্ত (অ্যাডভোকেট)
জাজেস কোর্ড হাওড়া

ভাঙচুরের ঘটনায় এমএলএ-র যোগই পায়নি পুলিশ!

ফুটেজে কাকে দেখা গেল? উঠছে প্রশ্ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, ফরাক্কা, ২৫ জানুয়ারিঃ তৃণমূল বিধায়ক মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। ডেডলাইনও বেঁধে দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়সীমা পার হয়ে যাওয়া পরও কোনও এফআইআর হয়নি মনিরুলের বিরুদ্ধে। শুধু তাই নয়, পুলিশের দাবি, ভাঙচুরের ঘটনায় বিধায়কের কোনও যোগই পাওয়া যায়নি। মনিরুল ইসলামের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই বিজেপি একটি অভিযোগ দায়ের করেছে। সে ক্ষেত্রেও এফআইআর করল না পুলিশ। অপরিচিত ব্যক্তিদের নামে বিডিও যে অভিযোগ দায়ের করেছেন, সেখানেও বিধায়কের নাম জুড়ল না পুলিশ। বিডিও যে অভিযোগ করেছেন, সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ছ’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল আগেই। তবে এসআইআর-এর শুনানি চলাকালীন ফরাক্কার বিডিও অফিসে ভাঙচুরের ঘটনার ফুটেজে দেখা যায় মনিরুলকে। প্রশ্ন উঠেছে, বিডিও অফিসে সেদিন কী হয়েছিল, সেই ভিডিয়ো ফুটেজ কি পায়নি পুলিশ?

সারা রাজ্যের মানুষ দেখলেও পুলিশ কি দেখেনি সেই ফুটেজ? এর পাশাপাশি বিডিও অফিসে যে সিসিটিভি ক্যামেরা রযেছে, সেই সমস্ত ফুটেজ কি দেখেনি? বিধায়ক কে কি ভয় পাচ্ছে পুলিশও? নির্বাচন কমিশন জেলাশাসককে বিধায়কের বিরুদ্ধে এফআইআর করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই অভিযোগও করেনি জেলাশাসক। বিধায়ককে এখনও পর্যন্ত কোনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি বা কোনও নোটিসও দেওয়া হয়নি খবর পুলিশ সূত্রে। পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, ‘‘আমরা তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করেছি। পুলিশের দাবি, ভাঙচুরের ঘটনায় বিধায়কের কোনও যোগই পাওয়া যায়নি।’’ গত ১৪ জানুয়ারি দুপুরে ধন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় ফরাক্কার বিডিও অফিসে। তারপর মঞ্চ থেকেই তৃণমূল বিধায়ককে বলতে শোনা যায়, মনিরুল ইসলাম যতক্ষণ রয়েছেন, চিন্তা করার কিছু নাই। পরে নির্বাচন কমিশনকে একটি চিঠি লিখেছেন মনিরুল। তিনি লিখেছেন, ‘আমি আমার ভাষণে কখনই নির্বাচন কমিশনকে ছোট করতে চাইনি। নির্বাচনী প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করতে চাইনি। এসআইআর নিয়ে সাধারণ মানুষের মতামত তুলে ধরতে গিয়ে যা বলার বলেছি।’ বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘রাজ্য প্রশাসন আদর করছে বলেই মনিরুল ইসলামরা এভাবে ঘুরছে।’’ সোজা আঙুলে ঘি উঠবে না বলে মন্তব্য করেন তিনি।

‘বিজেপির পতাকা বাঁধলে ছবি তুলে রাখতে হবে’, নিদান তৃণমূল নেতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, সবং, ২৫ জানুয়ারিঃ ভোট আসতেই বেড়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। শাসক-বিরোধী দুই দলের মধ্যেই তরজা চলছে সমানে। কিছুদিন আগেই মেদিনীপুরে গিয়ে ডিজে বাজানোর কথা বলেছিলেন তৃণমূলের আনন্দ উৎসবের সমস্ত খরচ বিজেপি কর্মীদের বহন করতে হবে।’’ এই মন্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র রাজনৈতিক চাপানউতোর। গত ১৬ জানুয়ারি মেদিনীপুরে ছিল অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা। সেখান থেকে ডিজে বাজানোর কথা বলেছিলেন

সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এবার সেই মেদিনীপুরের তৃণমূল নেতার গলাতেই শোনা গেল বিজেপি নেতাদের জন্য বিশেষ নিদান। বিজেপিকর্মীদের উদ্দেশে কার্যত ফতোয়া জারি করে বিতর্কে জড়ালেন তৃণমূল কংগ্রেসের অঞ্চল সভাপতি জয়দেব পাল। তিনি বলেন, ‘‘যারা বিজেপির পতাকা বাঁধবে, তাদের ছবি তুলে রাখতে হবে।’’ এক সভা থেকে ওই তৃণমূল নেতা বলেন, ‘‘২০২৬ সালে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শপথ নিলে ডিজে বাজানো হবে। যে যে বুথে যত তৃণমূল ভোট পড়বে, সেখানে অভিষেক। তারপরই তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতির বক্তব্য ঘিরে শুরু হয়েছে বিতর্ক। এদিকে পাল্টা জবাব দিয়েছে বিজেপিও। বিজেপির ঘাটাল সাংগঠনিক জেলার জেলা সভাপতি তন্ময় দাস বলেন, ‘‘তৃণমূল ভয় পেয়ে এসব কথা বলছে। যদি ওরা নিশ্চিত হয়ে যেত যে ওরা জিতে যাবে, তাহলে ডিজে বাানোর কথা বলত না। সরকারিভাবে ডিজে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যারা বাজাবে বলছে, তাদেরকেও নিষিদ্ধ করা হবে। বিজেপিকে এভাবে আটকান যাবে না। কীভাবে ডিজে বাজানো হয়, আমরাও দেখব।’’

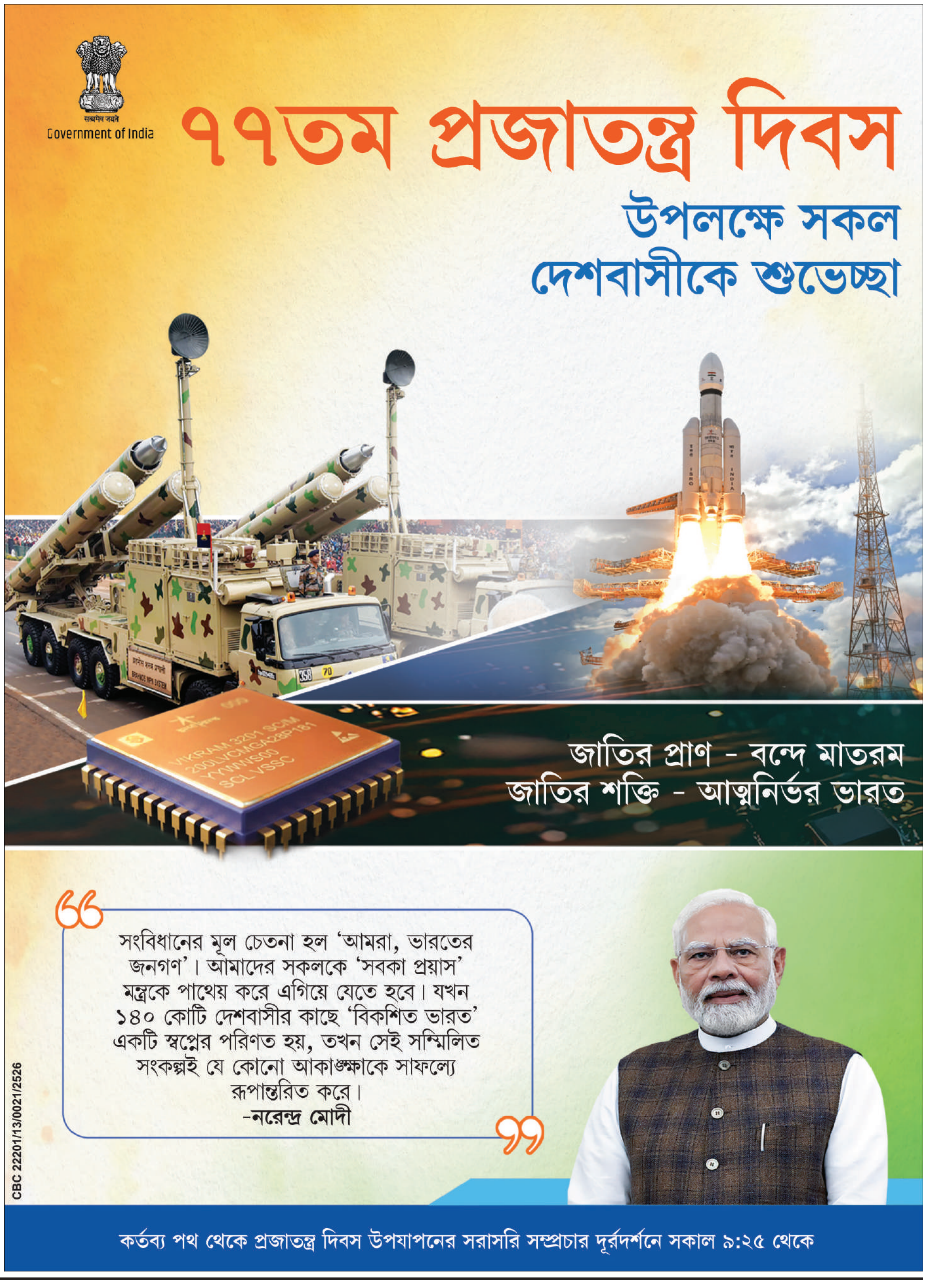

প্রোটোট্যাক্সাইট, ২৬ ফুট লম্বা অজানা জীব, বদলে দেবে পৃথিবীর বিবর্তন ইতিহাস!

পৃথিবী আজ থেকে ৪০ কোটি বছর আগে কেমন ছিল? ডাইনোসররা যখন পৃথিবী দাপিয়ে বেড়াচ্ছিল না, তখন জীবজগতের প্রাথমিক মঞ্চে একটি আশ্চর্য ও অতিকায় প্রাণী দাপিয়ে বেড়াত। মজার ব্যাপার হলো, এসব জীবকে কোনো পরিচিত প্রাণী, উদ্ভিদ বা ছত্রাকের সঙ্গে তুলনা করা যায় না। এমনকি আধুনিক বিজ্ঞানও তাদের শ্রেণিবদ্ধ করতে পারেনি সঠিকভাবে। এই জীবের নাম প্রোটোট্যাক্সাইট, যেটি এখন নতুন করে আলোচনায় এসেছে। ১৮৫৯ সালে প্রথম আবিষ্কৃত হলেও, সম্প্রতি নতুন গবেষণার ফলে এর গুরুত্ব আরও বেড়ে গেছে এবং এখন বলা হচ্ছে, এই প্রজাতির জীব মানবজাতির বিবর্তনের ইতিহাসকে পুরোপুরি নতুনভাবে লিখতে বাধ্য করতে পারে! প্রোটোট্যাক্সাইট, এক বিরল জীবের রহস্য- অধুনালুপ্ত প্রোটোট্যাক্সাইট ছিল এক অজানা ধরনের বহুকোষী জীব, যা প্রাথমিক পৃথিবীতে ছিল। এদের লম্বা হতে পারে ২৬ ফুটেরও বেশি! এবং তাদের গঠন ছিল এতটাই আলাদা যে, আধুনিক প্রাণীজগতের কোনো কাঠামোর সঙ্গে সেগুলোর কোনো মিল পাওয়া যায় না। বিশ্ববিখ্যাত চলচ্চিত্র 'জুরাসিক পার্ক'-এ যেভাবে অতিকায় ডাইনোসরদের প্রদর্শন করা হয়, প্রোটোট্যাক্সাইটের রহস্যও তেমনি আকর্ষণীয়, তবে একেবারে ভিন্ন ধরনের। ডাইনোসরদের আগমনের বহু আগে পৃথিবীতে এই অতিকায় জীবেরা আধিপত্য বিস্তার করেছিল। প্রাণী, ছত্রাক, নাকি উদ্ভিদ? যেহেতু প্রোটোট্যাক্সাইট নিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে বিভ্রান্তি ছিল, তাই বিজ্ঞানীরা একে কখনও ছত্রাক, কখনও উদ্ভিদ, কখনও বা শৈবাল হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তবে নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, এটি কোনো পরিচিত শ্রেণির জীব নয়, বরং এক নতুন ধরনের জীব, যাকে ' জীব' হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। স্কটল্যান্ডের ন্যাশনাল মিউজিয়ামের অধ্যাপক স্কট গর্ডন বলেন, এগুলি জীবন্ত ছিল, তবে আমাদের জানানো জীবনের ধারণা থেকে একেবারে ভিন্ন। এটি প্রমাণ করে যে, বিবর্তন অনেক বিচিত্র পথে চলতে পারে। প্রোটোট্যাক্সাইটের শারীরিক গঠন- এই জীবের শারীরিক গঠন ছিল অতি বিশেষ। প্রোটোট্যাক্সাইটিস টাইটি নামক একটি প্রজাতি, যা সম্প্রতি স্কটল্যান্ডের রাইনি চার্ট নামক একটি স্তর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে, এর আকার ছিল ছোট, মাত্র কয়েক ইঞ্চি লম্বা। কিন্তু অন্য একটি প্রজাতি ছিল বিশাল আকৃতির, প্রায় ২৬ ফুট লম্বা। তাদের শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে যেভাবে নল তৈরি

হয়েছিল, তাতে একেবারে আধুনিক ছত্রাকের সঙ্গে কোনো মিল ছিল না। তবে, এই জীবগুলির গঠন নিয়ে বিজ্ঞানীরা এতদিন যে ধারণা পোষণ করছিলেন, তা ভুল ছিল। তাদের ভিতরের গঠনও বেশ জটিল ছিল এবং এটি কোনো পরিচিত জীবজগতের কাঠামোর সঙ্গে মিলত না।

কেন এতদিন বাদে উঠে এল প্রোটোট্যাক্সাইট? ১৮৫৯ সালে প্রথম আবিষ্কৃত হলেও, প্রোটোট্যাক্সাইটের গুরুত্ব এতদিন না-জানা ছিল। বিজ্ঞানীরা এই জীবকে ' গডজিলা' বলেও মনে করেছিলেন। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার পর বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, এই প্রজাতি সম্পূর্ণ আলাদা এবং এটি পৃথিবীর প্রাথমিক জীবজগতের একেবারে নতুন এক অধ্যায়ের প্রতিনিধিত্ব করে। নতুন গবেষণাপত্রের লেখক, অ্যান-লর ডেকম্বেক্স, যিনি AMAP (উদ্ভিদ বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান)-এর জীবাশ্মবিদ, তিনি বলেন, জীবাশ্মবিদ্যায় প্রোটোট্যাক্সাইটের মতো রহস্যময় কিছু কমই রয়েছে। এই গবেষণায় বিজ্ঞানীরা জানিয়েছেন, প্রোটোট্যাক্সাইট ছিল এক অতিপ্রাকৃত জীব, যার বৈশিষ্ট্য একেবারে অদ্ভুত এবং আধুনিক পৃথিবীতে এ ধরনের জীবের কোনো প্রতিরূপ নেই। বিবর্তনের পথের রহস্য- প্রোটোট্যাক্সাইটের মতো জীবের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে, পৃথিবীর জীবজগতের বিবর্তন এক সরল রৈখিক পথে চলেনি। প্রোটোট্যাক্সাইটের মতো জীবেরা পৃথিবীর আদি জীবজগতের একটা গুচ্ছ বিবর্তনের সাক্ষী। পৃথিবী যখন অত্যন্ত প্রাচীন ছিল, তখন সে পৃথিবী ছিল উদ্ভিদ এবং জীবাণুপ্রধান। স্তন্যপায়ী, পাখি কিংবা বড় আকারের প্রাণীরা তখনও পৃথিবীকে দখল করে না। তবে ওই সময়েই যদি ২৬ ফুট লম্বা প্রোটোট্যাক্সাইটগুলো রাজত্ব করে, তাহলে পৃথিবী কীভাবে প্রাকৃতিক জীবের জন্য এক অত্যন্ত পরিপূর্ণ স্থান হয়ে উঠল, তার ইতিহাসে আরও বিস্তারিত তথ্য উন্মোচিত হবে।

আদিম পৃথিবী এবং প্রোটোট্যাক্সাইটের ভূমিকা-পৃথিবী যখন ডাইনোসরের আগের যুগে ছিল, তখন তা ছিল এক বিপুল পরিবর্তনের সময়। পৃথিবীর অণুপ্রাণী ও উদ্ভিদরা তখন নিজেদের মধ্যে দারুণ এক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত ছিল। বিজ্ঞানীদের মতে, প্রোটোট্যাক্সাইট পৃথিবীর প্রথম দিকের বৃহ জীব ছিল, যা একদিকে পৃথিবীর জীবজগতের বিলুপ্ত শ্রেণির একটি উদাহরণ, অন্যদিকে এটি প্রমাণ করে যে প্রাথমিক পৃথিবী ছিল এক অদ্ভুত বৈচিত্র্যে ভরপুর। তাদের অস্তিত্ব ছিল এক আশ্চর্য জায়গায়, যেখানে জীবজগতের অনেক অজানা কাহিনি লুকানো ছিল।

বিলুপ্তির কারণ-এত বড় আকারের প্রোটোট্যাক্সাইটের বিলুপ্তির রহস্য নিয়ে অনেক গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রাথমিক পৃথিবীতে প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তনের কারণে এদের বিলুপ্তি হয়েছিল। সম্ভবত, উদ্ভিদজগতে প্রতিযোগিতা এবং জীবজগতের বৈচিত্র্য বাড়ায়, প্রোটোট্যাক্সাইট আর নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারেনি। নতুন উদ্ভিদগোষ্ঠীর উত্থান, বিশেষ করে আদিম জঙ্গলের সৃষ্টি, তাদের জন্য এক বিরাট চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁ।য়েছিল। সেই সময়ে, প্রাকৃতিক পরিবেশেও বদল আসতে শুরু করেছিল, যা তাদের বিলুপ্তির পেছনে অন্যতম কারণ হতে পারে। ভবিষ্য গবেষণার প্রতীক্ষা- প্রোটোট্যাক্সাইটের মত অদ্ভুত জীবদের নিয়ে আরও অনেক গবেষণা হওয়ার সুযোগ রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, যদি এই জীবের উপর আরও খুঁটিনাটি গবেষণা করা হয়, তবে তারা অনেক নতুন তথ্য জানতে পারবেন, যা পৃথিবীর জীবজগতের বিবর্তনকে আরও পরিষ্কারভাবে বোঝাতে সাহায্য করবে। তাদের দেহের গঠন, রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এবং পরিবেশগত প্রভাব - সব কিছুই জীববিদ্যার ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় শুরু করতে পারে।

এই অজানা প্রজাতির জীবগুলোর প্রতি মানুষের কৌতূহল যেমন বেড়েছে, তেমনি প্রাকৃতিক ইতিহাসের দিকে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি নতুন করে পরিবর্তিত হতে পারে। হয়তো পরবর্তীতে আমরা আরও এমন জীবের সন্ধান পাবো, যেগুলোর অস্তিত্ব এখনও আমাদের অজানা। প্রোটোট্যাক্সাইটের মতো জীব পৃথিবীর জীবজগতের বিবর্তনে একটি নতুন দিগন্ত খুলে দিচ্ছে, যা বিজ্ঞানীদের জন্য এক নতুন চ্যালেঞ্জ ও কৌতূহলের বিষয়।

মঙ্গলের প্রাচীন মহাসাগর এবং প্রাণের সম্ভাবনা, এক নতুন অনুসন্ধান

আজ থেকে প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে, যখন পৃথিবী পৃথিবী ছিল না, তখন মঙ্গল গ্রহ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পৃথিবী। এটি আজকে যেমন একটি শুষ্ক, লাল রঙের গ্রহ হিসেবে পরিচিত, তেমনটি ছিল না

একসময়। আধুনিক বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি এমন কিছু অবিশ্বাস্য তথ্য উন্মোচন করেছেন, যা মঙ্গলের অতীতের রহস্যময়তার দিক খুলে দিয়েছে। তারা দাবি করেছেন যে, একসময় মঙ্গলগ্রহে একটি বিশাল মহাসাগর ছিল, যা পৃথিবীর আর্কটিক বা সুমেরু মহাসাগরের আকারের মতো ছিল এবং এটি মঙ্গলের উত্তর গোলার্ধের বেশিরভাগ অংশে বিস্তৃত ছিল।

মঙ্গল, একসময় কি ছিল নীল গ্রহ? মঙ্গলের বর্তমান রূপের সাথে তার অতীতের তুলনা করতে গেলে বিজ্ঞানীদের গবেষণার নতুন আলোচনায় উঠে এসেছে এক আশ্চর্য তথ্য, মঙ্গল ছিল একসময় পৃথিবীর মতো নীল গ্রহ। আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্যে উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি এবং মঙ্গলগ্রহের ওপর বিশদভাবে গবেষণা করা হচ্ছে। এতে বিজ্ঞানীরা মঙ্গলের উপকূলরেখা, পলি জমা হওয়ার চিহ্ন এবং বদ্বীপের মতো চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন। এর থেকে তারা অনুমান করছেন, একসময় মঙ্গলে বিশাল মহাসাগর ছিল, এবং সম্ভবত সে সময় গ্রহটিতে প্রাণের অস্তিত্বও ছিল।

মহাসাগরের অস্তিত্বের প্রমাণ-বার্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ফ্রিটজ শ্লুনেগার এবং ক্রাগক্স (ইতালীয় ন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ফাউন্ডেশন)-এর বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে এক বিস্ময়কর গবেষণার ফলাফল নিয়ে হাজির হয়েছেন। তাদের মতে, মঙ্গলে এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত সবচেয়ে গভীর এবং বৃহত্তম প্রাচীন মহাসাগর ছিল উত্তর গোলার্ধে। যা বর্তমানে ধুলোময় বালিয়াড়ি ও অশুভ পরিবেশে ঢেকে গেছে, কিন্তু তার আকার এখনও দৃশ্যমান। ফ্রিটজ শ্লুনেগার বলেন, এটা আমাদের জন্য একটি বিশাল অগ্রগতি। আগে মঙ্গলে মহাসাগরের অস্তিত্ব এবং তার আকার সম্পর্কে বিভিন্ন অনুমান করা হয়েছিল, তবে সেগুলির সঠিকতা ছিল সন্দেহজনক। তবে আমরা এবার অত্যাধুনিক উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করে স্পষ্ট প্রমাণ পেয়েছি যে, একসময় মঙ্গল ছিল এক বিশাল মহাসাগরের অধিকারী। মঙ্গলের অতীত, কি ছিল বিশেষ? আমরা যে মঙ্গলকে আজকাল দেখি, তা এক সময়ের মহাসাগরীয় গ্রহের অবশেষ। মঙ্গল একসময়ে পৃথিবীর মতোই প্রাণের জন্য উপযোগী ছিল, বিশেষ করে জল ছিল সেখানে একটি অপরিহার্য উপাদান। উচ্চ রেজোলিউশন ছবি এবং অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা যে উপকূলরেখা এবং পলি জমা হওয়ার চিহ্ন পেয়েছেন, তা আসলে মঙ্গলে প্রাচীন মহাসাগরের অস্তিত্বকে জানান দেয়। বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত যে, একসময় এই গ্রহে জল ছিল এবং এটি প্রাণের বাসযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল। একদিকে, আমরা জানি যে পৃথিবী ও মঙ্গল প্রায় একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছিল, তবে পরবর্তীতে মঙ্গল তার উপকারী পরিবেশ হারিয়েছে। বিজ্ঞানীদের মতে, মঙ্গলগ্রহের জল এক সময় অন্তত অল্প সময়ের জন্য প্রাণের অস্তিত্বের জন্য উপযুক্ত ছিল। তবে পরবর্তী সময়ে এটি ধীরে ধীরে শুকিয়ে গেছে। এর কারণ হিসেবে জলবায়ু পরিবর্তন এবং গ্রহের তাপমাত্রা ও পরিবেশে ব্যাপক পরিবর্তন দায়ী হতে পারে। প্রাণের সম্ভাবনা ূকি ছিল মঙ্গলে? মঙ্গলগ্রহের অতীত নিয়ে বিজ্ঞানীরা দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করছেন। যদি জল একসময় সেখানে উপস্থিত ছিল, তবে সেখানে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা তৈরি হয়। জল হল জীবনের মৌলিক উপাদান, এবং প্রাণের বিকাশের জন্য তা অপরিহার্য। বর্তমানে মঙ্গলগ্রহের উপাদানগুলো খুবই শুষ্ক, কিন্তু উচ্চ রেজোলিউশনের ছবি, রোভার এবং অরবিটারের মাধ্যমে যা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে তা পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করে যে, একসময় মঙ্গলে জীবনের সম্ভাবনা ছিল। সাম্প্রতিক গবেষণার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো মঙ্গলগ্রহের উন্মুক্ত জলবায়ু এবং জলাশয়ের প্রমাণ পাওয়া। মঙ্গলের পৃষ্ঠে সাদা, হালকা রঙের পলি জমে থাকা এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বদ্বীপের চিহ্ন এই গ্রহে একটি গভীর জলাশয়ের অস্তিত্বের নিদর্শন দেয়। পলি জমা হওয়ার ফলে বুঝতে পারা যাচ্ছে যে, জলবায়ু পরিবর্তনের মাধ্যমে এক সময় মঙ্গল গ্রহে জলাশয়, নদী বা সমুদ্র ছিল, যা এক সময় জীবনের জন্য উপযোগী পরিবেশ তৈরি করেছিল। জলবায়ু পরিবর্তন, মঙ্গল থেকে পৃথিবী? বিজ্ঞানীরা অনুমান করছেন যে, মঙ্গল গ্রহের জলাশয় শুকিয়ে গিয়েছিল এবং সেটির কারণ ছিল গ্রহটির জলবায়ু পরিবর্তন। প্রথমদিকে, মঙ্গল গ্রহে একটি ঘন বায়ুমণ্ডল ছিল এবং তরল জল থাকতে সক্ষম ছিল, কিন্তু সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মঙ্গলের বায়ুমণ্ডল সরু হতে থাকে, যার ফলে জল বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কিছু বিজ্ঞানী মনে করছেন, মঙ্গল একসময় একটি গ্লোবাল উষ্ণতা প্রাপ্ত গ্রহ ছিল, কিন্তু এক পর্যায়ে গ্রহের তাপমাত্রা কমে গিয়ে জল শুকিয়ে গেছে এবং জীবনের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে যায়। অন্যদিকে, বর্তমানে মঙ্গল গ্রহের উপর গবেষণা চলছে এবং সেখানে জীবনের অস্তিত্বের যে সম্ভাবনা পাওয়া যাচ্ছে, তা এক নতুন দিগন্তের ইঙ্গিত দেয়। মঙ্গল গ্রহে জীবনের প্রমাণ পাওয়ার উদ্দেশ্যে এখন পৃথিবী থেকে একাধিক রোভার এবং মহাকাশ যান পাঠানো হচ্ছে। এটি ভবিষ্যতে মঙ্গলে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে আরো সুস্পষ্ট তথ্য দিতে পারে। নতুন যুগের বৈজ্ঞানিক গবেষণা- মঙ্গলগ্রহের অতীতের এই নতুন তথ্যগুলো আমাদের মহাকাশ বিজ্ঞান এবং জীবনবিদ্যায় এক বিপ্লব ঘটিয়ে দিচ্ছে। একদিকে, এটি মহাকাশে প্রাণের অস্তিত্বের সম্ভাবনা নিয়ে একটি নতুন দিশা দেখাচ্ছে, অন্যদিকে, এটি আমাদের নিজের গ্রহ এবং জীবনের উস সম্পর্কে নতুন ধারণা তৈরি করছে। অন্যদিকে, যদি মঙ্গলে এক সময় প্রাণের অস্তিত্ব ছিল, তবে এর বিকাশের ইতিহাস আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের বিকাশের সাথে অনেক মিল থাকতে পারে। এর মাধ্যমে মঙ্গলগ্রহের ইতিহাস এবং ভবিষ্য নিয়ে আমাদের ধারণা আরও স্পষ্ট হতে পারে। বিশেষজ্ঞদের মতে, ভবিষ্যতে মঙ্গলে একটি বসবাসযোগ্য পরিবেশ তৈরি করার সম্ভাবনা থেকেও এই গবেষণা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। মঙ্গলের রহস্য আজও আমাদের কৌতূহলের অন্যতম বিষয়। বিজ্ঞানীরা এখনও গবেষণার মাধ্যমে নতুন নতুন তথ্য পেয়ে যাচ্ছেন, যা মঙ্গলের অতীত, জলাশয়ের অস্তিত্ব এবং সেখানে প্রাণের সম্ভাবনা নিয়ে আমাদের চিন্তা ভাবনা নতুনভাবে সাজাচ্ছে। ৩০০ কোটি বছর আগে মঙ্গল এক সময়ে পৃথিবীর মতো প্রাণের জন্য উপযোগী ছিল-এটি কেবল একটি গবেষণার ফলাফল নয়, এটি মহাকাশে প্রাণের অস্তিত্বের সন্ধানে নতুন সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েছে। এখন, আমরা হয়তো মঙ্গলের অতীত থেকে প্রাপ্ত এসব নতুন তথ্যের মাধ্যমে আরও গভীরভাবে জানতে পারব-মঙ্গল একসময় আমাদের মতো নীল গ্রহ ছিল কিনা, আর সেখানে কি সত্যিই কোনো দিন প্রাণের বিকাশ হয়েছিল?

একটা জেলা একটা পণ্য, গলি থেকে বিশ্ব দরবারে উত্তরণ

নয়দিল্লি, ২৫ জানুয়ারি ঃ স্থানীয় কারিগরদের ক্ষমতায়ন করছে, ঐতিহ্যবাহী দক্ষতা পুনরুদ্ধার করছে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি করছে।এই উদ্যোগটি দেশব্যাপী ছা।য়ে পড়েছে এবং ৭৭০-টিরও বেশি জেলাকে অর্থনৈতিক কেন্দ্রে রূপান্তরিত করেছে। উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি বর্তমানে স্থানীয় অর্থনীতি বদলে দেওয়ার ক্ষেত্রে ভারতের সবচেয়ে প্রশংসিত উদ্যোগ। গভর্নমেন্ট ই-মার্কেটপ্লেস-এর 'ODOP বাজার'-এর মতো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মগুলি ভারতের সেরা ODOP পণ্যকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরছে।

ভূমিকাঃ যেখানে স্থানীয় শিল্প একটি জাতীয় বিপ্লবের সূচনা করেছিল। উত্তরপ্রদেশের মোরাদাবাদের পিতল শিল্প একসময় পারিবারিক কর্মশালার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিন্তু ২০১৮ সালে 'এক জেলা এক পণ্য' (গত্তগগু) প্রকল্পের মাধ্যমে এই শিল্প এক নতুন অধ্যায় শুরু করে। এই বৈপ্লবিক উদ্যোগের ফলে স্থানীয় পণ্য বিশ্ববাজারে পরিচিতি পায়, কারিগরদের আয় বৃদ্ধি পায় এবং মোরাদাবাদ স্বনির্ভরতার মডেলে পরিণত হয়। ডিসেম্বরের ২০২৫-এর হিসাব অনুযায়ী, উত্তরপ্রদেশ থেকে শুরু হওয়া এই প্রকল্পটি এখন ভারতের প্রায় ৭৭০-টিরও বেশি জেলায় ছা।য়ে পড়েছে, যা লক্ষ লক্ষ শিল্পী ও উদ্যোক্তার জীবন বদলে দিয়ে স্থানীয় অর্থনীতিতে এক বিশাল বিপ্লব ঘটিয়েছে। প্রতিটি জেলার একটি বিশেষ পণ্যকে চিহ্নিত ও ব্র্যান্ডিং করার মাধ্যমে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন এবং স্থানীয় কারিগরদের বিশ্ববাজারে পৌঁছে দেওয়াই গত্তগগু-এর মূল লক্ষ্য। এই উদ্যোগটি কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সরাসরি অর্থনৈতিক প্রভাব ফেলেছে। বিশ্বমানের প্রদর্শনী ও ব্র্যান্ডিংয়ের ফলে ভারতীয় পণ্য এখন বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত হচ্ছে, যা একইসঙ্গে স্থানীয় ঐতিহ্য ও সুস্থায়ী উপাদন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করছে। উন্নয়নের ইঞ্জিন হিসাবে জেলাসমূহ- ডিপার্টমেন্ট ফর প্রমোশন অফ ইন্ডাস্ট্রি অ্যান্ড ইন্ট।রনাল ট্রেড-এর নেতৃত্বে পরিচালিত ODOP উদ্যোগের লক্ষ্য - প্রতিটি জেলার নিজস্ব অর্থনৈতিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগিয়ে সুষম আঞ্চলিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং স্থানীয় কারিগর ও উদ্যোক্তাদের বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতার যোগ্য করে তোলা। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে উন্নয়নের মেলবন্ধন ঘটিয়ে এই প্রকল্পটি ঐতিহ্যবাহী দক্ষতাকে একটি সুস্থায়ী অর্থনৈতিক চালিকাশক্তিতে রূপান্তরিত করছে। ODOP-এর অধীনে প্রাতিষ্ঠানিক পরিচালনা এবং পণ্য নির্বাচনের রূপরেখা-ODOP-এর সাফল্য এর নমনীয় অথচ সুশৃঙ্খল পরিচালনা ব্যবস্থার ওপর নির্ভরশীল, যা কেন্দ্র, রাজ্য এবং জেলা প্রশাসনের যৌথ প্রচেষ্টায় বাস্তবায়িত হয়। এই প্রকল্পের অধীনে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলি স্থানীয় পরিবেশ ও সম্ভাবনা বিচার করে পণ্য নির্বাচন করে এবং সেই তালিকা DPIIT-কে প্রদান করে। বর্তমানে ১,২০০-এরও বেশি পণ্য ডিজিটাল পোর্টালে নথিভুক্ত রয়েছে এবং GeM-ODOP Bazaar-এর মতো ই-কমার্স উদ্যোগের মাধ্যমে এই সেরা পণ্যগুলিকে বড় বাজারে পৌঁছে দিয়ে কারিগরদের ক্ষমতায়ন করা হচ্ছে। উত্তরপ্রদেশ,দেশের জন্য একটি আদর্শ মডেল-ODOP প্রকল্পের পথিকৃ হিসেবে উত্তরপ্রদেশ এক উল্লেখযোগ্য অর্থনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে। ২০২৫ সালের উত্তরপ্রদেশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় প্রায় ২০.৭৭ কোটি টাকার ব্যবসার সুযোগ তৈরি হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এই উদ্যোগের মাধ্যমে স্থানীয় পণ্য বিশ্ববাজারে পৌঁছানোর সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। একইভাবে, ২০২৫ সালের প্রয়াগরাজ মহাকুম্ভে এক বিশাল প্রদর্শনী জোনে বারাণসীর ব্রোকেড, ফিরোজাবাদের কাঁচের সামগ্রী এবং ৭৫-টি জিআই ট্যাগযুক্ত পণ্যসহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তের ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্প প্রদর্শিত হয়েছে, যা কারিগরদের জন্য এক শক্তিশালী মঞ্চ তৈরি করেছে। পিএম একতা মলঃ ভারতের কারুশিল্প ঐতিহ্যের অনন্য প্রবেশদ্বার-পিএম একতা মল (ইউনিটি মল) মূলত গত্তগগু, জিআই এবং হস্তশিল্পজাত পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয়ের একটি বিশেষ কেঃদ্র হিসেবে পরিকল্পিত। প্রতিটি মলে ভারতের প্রতিটি রাজ্য ও কেঃ দ্রশাসিত অঞ্চলের জন্য আলাদা জায়গা থাকবে, যা স্থানীয় পণ্যগুলিকে আরও বড় বাজার ও ক্রেতাদের কাছে পৌঁছে দেবে। এই মলগুলি কেবল কেনাকাটার জায়গা নয়, বরং কারুশিল্পের এমন এক পীঠস্থান যেখানে গ্রামীণ কারিগরদের স্বপ্ন ডানা মেলে এবং প্রতিটি পণ্য ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্বনির্ভরতার এক প্রাণবন্ত বহির্প্রকাশ ঘটায়। ODOP-এর বিশ্বব্যাপী প্রচার ও প্রসার-ODOP উদ্যোগটি ভারতের বিভিন্ন জেলার উন্নতমানের ও সুস্থায়ী পণ্যগুলিকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরে বিশ্ব অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। বিশ্বের ৮০টিরও বেশি ভারতীয় দূতাবাস প্রদর্শনী ও কূটনৈতিক উপহারের মাধ্যমে এই পণ্যগুলোর প্রচার চালাচ্ছে, এমনকি জি-২০ সম্মেলনেও এগুলো উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক বাজারে এর উপস্থিতি আরও মজবুত করতে বর্তমানে সিঙ্গাপুর ও কুয়েতে তিনটি বিশেষ স্টোর এই গত্তগগু পণ্যগুলি বিক্রি করছে। বিশ্বমঞ্চে উজ্জ্বল প্রতিটি জেলার সাফল্যের কাহিনি-ODOP-এর এই সাফল্য ভারতেরই এক উত্তরণের গল্প, যেখানে যুগ যুগ ধরে টিকে থাকা ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্প আজ বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠিত। মুরাদাবাদের উজ্জ্বল পিতল শিল্প থেকে শুরু করে 'পিএম একতা মল' বা আন্তর্জাতিক উপহার সামগ্রী - সবক্ষেত্রেই ODOP স্থানীয় দক্ষতাকে জাতীয় গর্ব এবং আন্তর্জাতিক সুযোগে রূপান্তরিত করেছে। এটি এখন কেবল একটি জেলার একটি পণ্য নয়, বরং লক্ষ লক্ষ মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন যা গ্রাম ছাড়িয়ে সীমানা ছাড়িয়েছে। একতা মল এবং নতুন বাজার উন্মোচনের মাধ্যমে ভারতের কারিগররা আজ আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের যোগ্য জায়গা করে নিচ্ছে।

গঙ্গায় ২৩০-টি প্রজাতির মাছের উপস্থিতি বিশেষ ভাবে নথিভুক্ত করল গবেষণা কমিটি

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারিঃ কেনদ্রীয় সরকারের নমামি গঙ্গে কর্মসূচি-র আওতায় ব্যারাকপুরের ICAR-সেন্ট্রাল ইনল্যান্ড ফিশারিজ রিসার্চ ইনস্টিটিউট পরিচালিত এক দশকব্যাপী বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নে দেখা গেছে যে, গঙ্গা নদী এখনও মাছের বৈচিত্র্য রক্ষা বজায় রেখেছে। তবে, একই সঙ্গে গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, বহু প্রজাতির মাছ বর্তমানে অসুরক্ষিত অবস্থায় রয়েছে এবং তাদের সংরক্ষণের জন্য ধারাবাহিক ও দীর্ঘমেয়াদী উদ্যোগ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ২০১৬ থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে পরিচালিত এই বিস্তৃত গবেষণায় গঙ্গা অববাহিকা জু।ে মোট ২৩০ প্রজাতির মাছ নথিভুক্ত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২২১-টি দেশীয় (নেটিভ) এবং নয়টি বিদেশি (এক্সোটিক) প্রজাতির, যা এই নদী ব্যবস্থার পরিবেশগত গুরুত্বকে স্পষ্টভাবে তুলে ধরে। গবেষণায় আরও জানা গেছে, নথিভুক্ত প্রজাতির প্রায় ১০ শতাংশ IUCN-এর রেড লিস্টে বিপন্ন শ্রেণিভুক্ত, যা ক্রমবর্ধমান সংরক্ষণ-সংক্রান্ত উদ্বেগের ইঙ্গিত দেয়। গবেষণায় দেখা গেছে, গঙ্গার অ-লবণাক্ত জলের অংশে সাইপ্রিনিডি সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ মাছের গোষ্ঠী। এই শ্রেণীর মাছে অন্তর্ভুক্ত ভারতীয় প্রধান কার্প ও মিনো প্রজাতিগুলি অভ্যন্তরীণ মস্যসম্পদের মেরুদণ্ড হিসাবে কাজ করে।

নাম পরিবর্তন

আমি Avijit Das (পুরাতন নাম) পিতা Dulal Das ঠিকানা Nawdakamalpur P.o - Nadia Garapota, P.s - Hanskhali, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-01-2026 এর Affidavit no 28/2026 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abhijit Das (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abhijit Das (নতুন নাম) ও Avijit Das (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Jalil Tarafdar (পুরাতন নাম) পিতা Nabichhaddin Tarafdar ঠিকানা Vill - Ulasi Purbapara, P.o - Ulasi, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-01-2026 এর Affidavit no 29/2026 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Abdul Jalil Tarafdar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Abdul Jalil Tarafdar (নতুন নাম) ও Jalil Tarafdar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Azizul Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Haji Yakub Ali Mondal ঠিকানা ভিল - Ulasi Purbapara, P.o - Ulasi, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-01-2026 এর Affidavit no 24/2026 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Azizul Hoque Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Azizul Hoque Mondal (নতুন নাম) ও Azizul Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Shantanaba Sarkar (পুরাতন নাম) পিতা Birendra Nath Sarkar ঠিকানা Bhedipara, Krishnaganj, Majdia, District - Nadia, Pin - 741507, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-01-2026 এর Affidavit no 27/2026 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Santanab Sarkar (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Santanab Sarkar (নতুন নাম) ও Shantanaba Sarkar (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Mahidulislam Molla S/o Sayed Molla (Old Name) Residing at Chinipukur, Vtc - Sonpur, P.o - Sonepur, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Md Mahidul Islam S/o Md Sayed Ali Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Mahidulislam Molla S/o Sayed Molla (Old Name) and Md Mahidul Islam S/o Md Sayed Ali Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sahidul Molla (Old Name) S/o Chabedali Molla Residing at Vill+P.o - Hatisala, P.s - K.L.C, District - South 24 Parganas, Pin - 700135, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Saidul Molla (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Sahidul Molla (Old Name) and Saidul Molla (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Samsurnahahar Begam (Old Name) W/o Sk Saidur Rahaman Residing at Vill - Piyara, P.o+P.s - Haroa, District - North 24 Parganas, Pin - 743425, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Samsur Nahar Begum (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Samsurnahahar Begam (Old Name) and Samsur Nahar Begum (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Kartick Ch Das (Old Name) S/o Jogeswar Das Residing at 28/32/27, Mohan Mishra Lane, P.o - Hazinagar, District - North 24 Parganas, Pin - 743135, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Kartick Das (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Kartick Ch Das (Old Name) and Kartick Das (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Tapas Roy (Old Name) S/o Narayan Chandra Roy Residing at 62, Sahid Sunil Sen Sarani, Dinesh Bhawan, G5, P.o - Dumdum, District - North 24 Parganas, Pin - 700028, West Bengal, India, have changed my name and shall henceforth be known as Tapas Kumar Roy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 21-01-2026. Tapas Roy (Old Name) and Tapas Kumar Roy (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Sabina Yasmin (Old Name) W/o Jakir Hossain Mullick Residing at Gopalpur, Maheshtala (M), Sarkarpool, District - South 24 Parganas, Pin - 700143, West Bengal India Have Changed my name and shall henceforth be known as Sabina Yesmin (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit Date 21-01-2026. Sabina Yasmin (Old Name) and Sabina Yesmin (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, নুরেফা খাতুন, স্বামী-মিন্টু সেখ গ্রাম- কান্দরা, পোস্ট- মালিহাটি থানা- সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ, ৭৪২৪০১, আমার পিতার সঠিক নাম সামসু সেখ পিতা-ওবানি সেখ, যেটা আমার পিতার আধার কার্ড (৪৮৫৩-৮৮৭৩-০৫৬৭) ও ভোটার কার্ড নম্বর (HRL1536614) উল্লেখিত আছে। এবং আমার পিতার ভুল নাম সামস সেখ পিতা- উকলী সেখ, যেটা আমার পিতার ২০০২ বছরের ভোটার লিস্ট তালিকায় উল্লেখিত আছে। আমার পিতার নাম সামসু সেখ পিতা-ওবানি সেখ, এবং সামস সেখ পিতা-উকলী সেখ দুজনেই একই ব্যক্তি

CHANGE OF NAME

I, Banasree Naskar (Old Name) W/o Kamal Kumar Naskar Residing at 93, Vidyasagar Sarani, Purba Barisha, P.s - Haridevpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700008, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Banasree Halder Naskar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 3206 Dated 09-01-2026. Banasree Naskar (Old Name) and Banasree Halder Naskar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Pratap Chhetri (Old Name) S/o Amar Bahadur Chhetri Residing at N0163, E.F.R. (2nd Batalian Family Quarters), Salua, Kharagpur, District - Paschim Medinipur, Pin - 721145, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Pratap Kumar Chhetri (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 70/2026 Dated 22-01-2026. Pratap Chhetri (Old Name) and Pratap Kumar Chhetri (New Name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Shidul Mondal, Saidul Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Ramjan Mandal ঠিকানা Mayurhat, VtcP.o - Mayurhat, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-01-2026 এর Affidavit no 26/2026 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Saidul Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Saidul Mandal (নতুন নাম) ও Shidul Mondal, Saidul Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Ramjan Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Megha Mandal ঠিকানা Mayurhat, District - Nadia, Pin - 741502, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 22-01-2026 এর Affidavit no 25/2026 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Ramjan Mandal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Ramjan Mandal (নতুন নাম) ও Ramjan Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

CHANGE OF NAME

I, Kamal Naskar (Old Name) S/o Haran Chandra Naskar Residing at 93, Vidyasagar Sarani, Purba Barisha, P.s - Haridevpur, District - South 24 Parganas, Pin - 700008, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be known as Kamal Kumar Naskar (New Name) as declared before the Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore vide affidavit no 3207 Dated 09-01-2026. Kamal Naskar (Old Name) and Kamal Kumar Naskar (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Dulal Banerjee (Old Name) S/o Late Gobardhan Bandyopadhyay Residing at Matrinir, Ramkanali Station Road, Near Bank of India, Ramkanali, Vtc+P.o - Ramkanali, District - Puruliya, Pin - 723142, West Bengal, India, have Changed my name and shall henceforth be Known as Dulal Kumar Bandyopadhyay (New Name) as declared before the Notary public Kolkata vide affidavit no 30/2026 Dated 22-01-2026. Dulal Banerjee (Old Name) and Dulal Kumar Bandyopadhyay (New Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, KISHORE KUMAR MUKHOPADHYAY, Aadhaar No. 5432 6848 3516, s/o Late Haradhan Mukherjee, aged about 62 years, by faith Hindu, by occupation- Retired, residing at 2 No. Banerjee Para Road, P.O & P.S- Parnasree, Kolkata-700060, solemnly confirm that my original name is KISHORE KUMAR MUKHOPADHYAY and I have used this name in all my official papers, records and documents. However, in some documents my name has been inadvertently and erroneously recorded as "KISHORE MUKHERJEE" instead of KISHORE KUMAR MUKHOPADHYAY. I hereby declare KISHORE MUKHERJEE" and "KISHORE KUMAR MUKHOPADHYAY" is the same, one and Identical person as declared before the 1St Class Judicial Magistrate Dated – 12/09/2025(Sl. No.-60793)

CHANGE OF NAME

I, Khurshid Alam Ansari & Khurshed Alam (old name) S/O Sohrab Ali residing at 23,Rojan Bagan, Kamarhati, North 24 Parganas, Pin-700058 ,W.B, India, have changed my name and shall henceforth be known as Khurshid Alam (new name), as declared before the Ld Judicial Magistrate (1St Class Barrackpore) Dated – 20/12/2025 (Sl. No.- 166), Khurshid Alam (new name) and Khurshid Alam Ansari & Khurshed Alam (old Name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I SYED FAJLU RAHAMAN S/O- Late Syed Nouser Mir, Residing at Vill-&-P.O-Bargram,P.S-Shyampur, Dist-Howrah,Pin-711312,do hereby declare that my actual name is SYED FAJLU RAHAMAN & my father name is SYED NOUSER MIR, That SYED FAJLU RAHAMAN S/O-Late Syed Nouser Mir and MIR KHAJRU S/o-Late Nouser is the same and one identical person.Vide Affidavit In the court of Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Uluberia,Date-20/01/2026

CHANGE OF NAME

I MIRZA JAKIR HOSSAIN,S/o-Mirza Asanulla Beg, Residing at Vill-Champabar,P.O-Kultikari,P.S-Shyampur, Dist- Howrah,Pin-711312,do hereby Solemnly affirm and declare as follows: That my actual name is MIRZA JAKIR HOSSAIN BEG,S/o-Mirza Asanulla Beg, That Said I MIRZA JAKIR HOSSAIN BEG,S/o-Mirza Asanulla Beg and MIRZA JAKIR HOSSAIN S/o-Mirza Asnulla Beg and MIRZA JAKIR HOSSEIN BEG S/o-Mirza Asanulla Beg is the same and one identical person. Vide affidavit In the court of Ld.Judicial Magistrate (1st Class) at Uluberia, Date-08/09/25

CHANGE OF NAME

I, Biswajit Ghosh Dastider (old name) son of Late Sisir Ranjan Ghosh Dastidar, residing at 8/6, Banamali Ghoshal Lane, Behala, Kolkata – 700034, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Biswajit Ghosh Dastidar (new name) as sworn before the Notary Public at Kolkata dated 22/01/2026. Biswajit Ghosh Dastider (old name) and Biswajit Ghosh Dastidar (new name) both are same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I, Mafujaali Piyada (old name) son of Late Abul, residing at Mondalpara, P.O- Uttar Moukhali, P.S – Jibantala, Dist: South 24 Parganas, Pin: 743329, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Mafuj Bari Piyada (new name) as sworn before the Ld. Executive Magistrate at Canning, South 24 Parganas, vide affidavit No. 5543/25 dated 24/11/2025. Mafujaali Piyada (old name) and Mafuj Bari Piyada (new name) both are same and one identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, মোঃ আনিসুর রহমান পিতা - রমজান কারিকর, গ্রাম ও পোস্ট- তালিবপুর, থানা-সালার, জেলা- মুর্শিদাবাদ,পিন-৭৪২৪০২। আমি আমার নাম মহাঃ রহমান আনসারী থেকে পরিবর্তন করে মোঃ আনিসুর রহমান(নতুন নাম)করেছি। ২২ / ০১ / ২০২৬ তারিখের Notary public Kandi Murshidabad Affidavit অনুযায়ী মহাঃ রহমান আনসারী এবং মোঃ আনিসুর রহমান একই ব্যক্তি। আমার প্রকৃত নাম হবে মোঃ আনিসুর রহমান।

CHANGE OF NAME

i REJINA BEGAM W/O MAHASIN MALLICK. and Daughter of ABDUL SABUR MUNSI Resident at vill:- Purba mallik Pur Po: Elahipur. P.S. Haripal Dist Hooghly, Pin-712707. W.B কিন্তু ভুলক্রমে আমার আধার কার্ডে পিতার সঠিক নাম Abdul sabur Munsi-র জায়গায় ভুলক্রমে S K sabur Ali লেখা হয়েছে (Aadhaar card No-6899 2743 T157) তাই 16.01. 2026 তারিখে আলিপুর Learned 1st class judicial Magistrate কোর্টে র এফিডেফিট বলে এখন থেকে সর্বত্র Regina Begam w/o Mahasin Mallick and Regina Begam D/O Abdul Sabur Munsi একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। That Abdul Sabar Munsi and SK saber Ali is same and one-grantical Person.

নাবালিকা ধর্ষণ কাণ্ডে রণক্ষেত্র জামালদহ, গ্রেফতার মূল অভিযুক্ত সহ ১০

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৫ জানুয়ারি ঃ গত বৃহস্পতিবার কোচবিহার জেলার মেখলিগঞ্জ বিধানসভার জামালদহে এক নাবালিকাকে অস্ত্র দেখিয়ে ধর্ষণ করার অভিযোগ ওঠে যাটোর্ধ এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। শনিবার ওই ঘটনায় জামালদহ ফাঁড়ি থানায় অভিযোগ করে ওই নাবালিকার পরিবার। এই ঘটনার জেরে গতকাল বিকেল হতেই স্থানীয় মানুষ জামালদহ পুলিশ ফাঁড়ির সামনে জড়ো হন এবং বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন পরবর্তীতে তারা টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে রাজ্য সড়ক অবরুদ্ধ করে দেয়। পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে গেলে অতিরিক্ত পুলিশ এসে বিক্ষোভকারীদের উপর লাঠিচার্জ করে। এই ঘটনা একজন পুলিশ কর্মী আহত হয়েছেন। যদিও মূল অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। স্থানীয়রা ওই ব্যক্তির কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখায়। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সচেতন নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেকে রবিবার ১২ ঘন্টার বন্ধ ডাকা হয়। সকাল থেকেই দোকানপাট হাটবাজার সব বন্ধ ছিল এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা। রবিবার নাবালিকা ধর্ষণকাণ্ডে মূল অভিযুক্তকে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালতে তোলা হলে আদালত ৩ দিনের পুলিশি রিমান্ডের নির্দেশ দেন। অপরদিকে গতকাল জামালদহে টায়ার জ্বালিয়ে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় স্থানীয় মানুষেরা এরপর লাঠি চালায় পুলিশ। সেই ঘটনায় পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে গতকাল রাতে ৯ জনকে পুলিশ আটক করে। রবিবার তাদের মহকুমা আদালতে তোলা হলে মেখলিগঞ্জ মহকুমা আদালত ৯ জনকে ৭ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন। ইতিমধ্যে এই ধর্ষনকান্ড নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা। ইতিমধ্যে এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির তরফে একাধিক অভিযোগ তোলা হয়েছে। বিজেপির মেখলিগঞ্জ বিধানসভার কনভেনার বিমল চন্দ্র রায় বলেন - জামালদহের বুকে যে ঘটনা ঘটে গিয়েছে এটা কোন সভ্য সমাজের মানুষ মেনে নিতে পারেনা। কিন্তু পুলিশ মূল অভিযুক্তকে শাস্তির ব্যবস্থা না করে একটি নির্দিষ্ট ধর্মের মানুষদের বিনা অপরাধে গতকাল রাতে তুলে এনেছে। তিনি আরও বলেন - আমরা পুলিশের সাথে কথা বলেছি অবিলম্বে তাদের মুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং মূল অভিযুক্তকে কঠিন শাস্তি দিতে হবে। যদি তা না হয় আগামী ২৭ তারিখ মেখলিগঞ্জ বিধানসভাজুড়ে দলীয়ভাবে আন্দোলনে নামার হুমকি দেন তিনি। যদিও এই প্রসঙ্গে মেখলিগঞ্জের তৃণমূল ব্লক সভাপতি কেশব চন্দ্র বর্মন বলেন - জামালদার ঘটনা অপ্রত্যাশিত। এটি কোনভাবেই মেনে নেওয়া যায় না প্রকৃত দোষীর কঠোর শাস্তি হোক। তবে বিরোধীদল প্রসঙ্গে তিনি বলেন - ভারতীয় জনতা পার্টি সাম্প্রদায়িক তাই তারা সর্বক্ষেত্রেই সাম্প্রদায়িকতার বীজ বপন করতে চায়। পুলিশ তার যথাযোগ্য কাজ দিক করছে। আর স্থানীয় ৯ জনকে গ্রেফতার প্রসঙ্গে তিনি বলেন - এটা আইনের বিষয় আইন দেখবে ইতিমধ্যে আদালতে সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এখনো এলাকার পরিবেশ থমথমে মোতায়ন রয়েছে বিরাট পুলিশ বাহিনী।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে শিল্পকলা সমিতির উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা

গোরখপুর, ২৫ জানুয়ারিঃ প্রজাতন্ত্র দিবসের প্রাক্সন্ধ্যায় ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের রেলওয়ে প্রেক্ষাগৃহে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে শিল্পকলা সমিতির উদ্যোগে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন প্রধান অতিথি উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের মহাপ্রবন্ধক শ্রী উদয় বোরওয়ানকর প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে। এ উপলক্ষে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে মহিলা কল্যাণ সংগঠন (নার্ভো)-এর সভানেত্রী শ্রীমতী মনীষা বোরওয়ানকর, সংগঠনের পদাধিকারী ও সদস্যবৃন্দ, প্রধান বিভাগীয় আধিকারিকগণ এবং ঊর্ধ্বতন রেল আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে শিল্পকলা সমিতির শিল্পীদের দ্বারা দেশাত্মবোধক গোষ্ঠী সংগীত ভারতী জয় বিজয় করে ও মেরে দেশ কি হাওয়ায়েঁ ইয়ে হামসে কহতী হ্যা পরিবেশিত হয়। শিল্পকলা সমিতির পক্ষ থেকে দেশাত্মবোধক একক সংগীত জয় মা ভারতী উপস্থাপন করা হয়। এরপর শিল্পকলা সমিতির পরিবেশনায় গোষ্ঠী কাথক নৃত্য ও রাম স্তুতি - ভজমন রামচরণ সুখদায়ী বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়। এন.ই. রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রীদের দ্বারা পরিবেশিত মনোমুগ্ধকর গোষ্ঠী নৃত্য আরম্ভ হ্যায় প্রচণ্ড দর্শকদের মধ্যে উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলে। এন.ই. রেলওয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুলের ছাত্রীদের নৃত্য মাটি কো মা কহতে হ্যায় এবং এন.ই. রেলওয়ে বালিকা ইন্টার কলেজের ছাত্রীদের গোষ্ঠী নৃত্য জীতে হ্যায় .চল ও বন্দে মাতরম ব্যাপক প্রশংসা কুড়ায়।

জয়নগরে বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণের উদ্যোগে বিরাট হিন্দু সম্মেলন

উজ্জ্বল বঃদ্যোপাধ্যায়,জয়নগর,২৫জানুয়ারিঃ রবিবার বঙ্গীয় হিন্দু জাগরনের উদ্যোগে জয়নগর রাধাবল্লভ তলায় হয়ে গেল বিরাট হিন্দু সম্মেলন।এদিনের এই হিঃদু সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন পদ্মশ্রী স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ (কার্তিক মহারাজ), আচার্য শ্রী শ্রী সঞ্জয় শাস্ত্রী, সঞ্জয় মন্ডল,তাপস বারিক,শ্যামল নস্কর সহ একাধিক বিশিষ্ট সাধু ও ধর্মীয় চিন্তাবিদরা।পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের বর্তমান পরিস্থিতি ও ধর্মীয় অবস্থান,হিন্দু ঐক্যের প্রয়োজনীতা, সনাতন ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখা, সাধনার মাধ্যমে হিু দর্শন ও সংস্কৃতির গভীর তাৎপর্য তুলে ধরা হয় এদিনের এই সম্মেলনের মধ্যে দিয়ে।এদিনের এই সম্মেলনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি মহারাজ স্পষ্ট ভাষায় বলেন,গোটা হিন্দু সমাজকে ঐকবদ্ধ হওয়ার দরকার আছে।সনাতন ধর্মকে রক্ষা আমাদেরকেই করতে হবে।নাহলে সমূহ বিপদ। বিশ্বজুড়ে হিন্দু শাসন ও সংস্কৃতির ওপর যে আঘাত আসছে।

এসআইআর আতঙ্কে মুর্শিদাবাদে ফের মৃত ১ ব্যক্তি

মিঠুন হালদারঃ এসআইআর আতঙ্কে মুর্শিদাবাদ জেলায় ফের মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে মুর্শিদাবাদের নওদা থানার ত্রিমোহিনী পশ্চিমপাা এলাকায়। মৃত এই ব্যক্তির নাম তোজাম্মেল শেখ (৬৫)।

তোজাম্মেলের মৃত্যুর পর তাঁর পরিবারের তরফ থেকে দাবী করা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এসআইআর -এর শুনানির জন্য নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই তিনি আতঙ্কে ছিলেন। এই কারণেই ব্রেন স্ট্রোক হয়ে মৃত্যু হয়েছে তোজাম্মেলের। তৃণমূল কংগ্রেসের নওদা বিধানসভা এলাকার পর্যবেক্ষক মোশারফ হোসেন মধু বলেন, তোজাম্মেল ছাড়াও তাঁর পরিবারের আরও দুই সদস্য এসআইআর -এর শুনানির জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে নোটিস পেয়েছিলেন। এই কারণে ওই প্রৌ। আতঙ্কে ছিলেন। গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ার পর তাঁকে কল্যাণীর গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানেই শনিবার তাঁর মৃত্যু হয়েছে। তিনি বলেন, বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশন এসআইআর-এর নামে বাংলার সাধারণ মানুষকে হয়রানি করে চলেছে। বিজেপি বাংলার সংস্কৃতি এবং কৃষ্টি সম্পর্কে কিছুই জানে না। তাদের জন্য একের পর এক মানুষ মারা যাচ্ছেন। এরপরও বিজেপি প্রার্থীরা কীভাবে বিধানসভা নির্বাচনের সাধারণ মানুষের কাছে গিয়ে ভোট চাইবে? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত প্রায় ৭ দিন আগে পশ্চিমপাড়া এলাকার বাসিঃদা তোজাম্মেল শেখ , তাঁর স্ত্রী এবং পুত্র রাজেশ শেখের নামে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এসআইআর -এর শুনানির জন্য নোটিশ পাঠানো হয়।। এরপর থেকেই আতঙ্কে ছিলেন ওই ব্যক্তি । দিন দুয়েক আগে স্থানীয় বাজারে গিয়ে হঠা করে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়েন তোজাম্মেল। এরপর তাঁকে আমতলা গ্রামীণ হাসপাতাল থেকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে তোজাম্মেলের অবস্থার অবনতি হলে পরিবারের লোকেরা কল্যাণী গান্ধী মেমোরিয়াল হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই শনিবার মৃত্যু হয়েছে তোজাম্মেলের। তোজাম্মেলের এক ভাই মহসিন শেখ বলেন, এসআইআর -এর শুনানির নোটিশ পাওয়ার পর থেকেই আমার দাদা আতঙ্কে ছিলেন। দিন কয়েক আগে দাদার ছেলে রাজেশ শেখের নামে প্রথমে শুনানির জন্য নোটিশ পাঠায় নির্বাচন কমিশন। তারপরই দাদা এবং বৌদির নামেও নোটিশ এসে পৌঁছায়। ওই ব্যক্তি বলেন, ২০০২-এর ভোটার তালিকায় আমার দাদা, বৌদির নাম ছিল। নতুন করে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধনী প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর জানা যায় ভোটার তালিকায় আমার দাদা এবং তাঁর বাবার নামের ছোট্ট কিছু ভুল রয়েছে। সেই কারণেই দাদার পরিবারের ৩ জনকে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে এসআইআর -এর শুনানির নোটিশ পাঠানো হয়েছিল। মৃতের পরিবারের দাবি গত দু'দিন আগে মাঠে কাজ করতে গিয়ে আতঙ্কে সেখানে থাকতে পারেনি তোজাম্মেল।

চাকরি চায় বাংলা,মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে চিঠি শীঘ্রই পৌঁছবে নাবান্নের দপ্তরে

নিজস্ব সংবাদদদাতা,কোচবিহার ২৫ জানুয়ারিঃ চাকরি চায় বাংলা এই বার্তাকে সামনে রেখে কোচবিহার জেলা ভারতীয় জনতা যুব যুব মোর্চার কর্মসূচি ঘোষণা হলো কোচবিহারে। রবিবার কোচবিহার বিজেপির সদর দপ্তরে সাংবাদিক বৈঠক করে কথা জানালেন যুব মোর্চার সভাপতি কুমার চন্দন নারায়ন। তিনি বলেন-চাকরি চাই বাংলা এই কর্মসূচির শুভ সূচনা গত বাইশে জানুয়ারি কলকাতায় ইতিমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন-২০১১ সালে বামেদের পতনের পর তৃণমূল সরকার ক্ষমতায় আসে। যুবক যুবতীরা আশায় বুক বেঁধেছিল তাদের অন্ন সংস্থান বা কর্মক্ষেত্রে নতুন দিগন্ত তৈরি হবে। তিনি বলেন কিন্তু বাস্তব চরিত্র আজ ভিন্ন। ৭ হাজার কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেছে পশ্চিমবঙ্গে এই সরকারের আমলে বন্ধ হয়েছে ৮ হাজার স্কুল এবং গুটি কয়েক যে সরকারি দপ্তরে নিয়োগের ব্যবস্থা ছিল সেখানেও দুর্নীতিতে ভরে গেছে। তিনি বলেন অতি সম্প্রতি আদালতের নির্দেশে ২৬ হাজার যুবক যুবতীর জীবন আজ বিপন্ন। তিনি বলেন এই সরকারের আমলে পশ্চিমবঙ্গের যুবক যুবতীরা দিশাহীন অন্ধকার জীবনের দিকে ঠেলে দিয়েছে যুবক যুবতীদের এই সরকার। তাই এর বিরুদ্ধে আমরা চাকরি চাই বাংলা আন্দোলনের ডাক দিয়েছি। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে ক্যাম্প করে যুবক যুবতীদের কাছে পৌঁছে চাকরির জন্য আবেদন নয় পোস্টকার্ডের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রীর বরখাস্তের আবেদন নবান্নে আগামী ৩০ তারিখের মধ্যে পৌঁছে দেবো। কোচবিহার থেকে প্রায় ২০ হাজার পোস্টকার্ড এবং সারা রাজ্য থেকে ১০ লক্ষ পোস্ট কার্ড পৌঁছে যাবে নবান্নে। তিনি আরো বলেন আমরা জেলার শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের আবেদন করছি আপনার এগিয়ে আসুন এবং চাকরি নয় মুখ্যমন্ত্রীর বরখাস্ত চাই এই মর্মে স্বাক্ষর করুন এই পোস্ট কার্ডে।

বিপুল সংখ্যায় জাল নোট উদ্ধার মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব সংবাদদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ জানুয়ারিঃ মুর্শিদাবাদের সুতি থানার পুলিশের বড়সড় সাফল্য । বিশেষ অভিযান চালিয়ে স্থানীয় বাজারে ছড়িয়ে পড়ার আগেই তারা উদ্ধার করল এক লাখ টাকার জাল নোট। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে মুর্শিদাবাদের সুতি থানার অন্তর্গত লক্ষীপুর এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ। সেখান থেকে জাল নোট সহ পুলিশের হাতে ধরা পড়ে দুই যুবক । পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃত দুই যুবক হলেন মরিফুল রহমান (২০) এবং এবং রাজা মোমিন (২০)। এদের দু'জনেরই বাড়ি সুতি থানার অন্তর্গত সুলতানপুর এলাকায়। পুলিশ ধৃতদের হেফাজত থেকে এক লাখ টাকার জাল নোট উদ্ধার করেছে। ইতিমধ্যেই ধৃত দুই যুবকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ধৃতদের ১০ দিনের পুলিশ হেফাজতের আবেদন জানিয়ে শনিবার তাদের আদালতে পেশ করেছে সুতি থানার পুলিশ। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, উসবের মরশুমে স্থানীয় বাজারে এই জাল নোট ছড়িয়ে দেওয়ার পরিকল্পনা করছিল ধৃতরা। তবে এই টাকা তারা কোথা থেকে পেয়েছিল এবং কী কাজে লাগানোর উদ্দেশ্য ছিল তা এখনও জানতে পারেনি পুলিশ। কিন্তু এই চক্রের সঙ্গে আর কে বা কারা জড়িত তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে সুতি থানার পুলিশ।

বিডিও অফিসে ধর্ণা দেওয়ার হুশিয়ারি দিলেন জামালপুরের মেহেমুদ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৫ জানুয়ারি ঃ বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে এসআইআর সংক্রান্ত কাজ চলার প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া নির্দেশ অবিলম্বে কার্যকর করার দাবিতে পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বিশাল প্রতিবাদ মিছিলের আয়োজন করল জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে রবিবার জামালপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি মেহমুদ খাঁনের নেতৃত্বে এই মিছিলের আয়োজন করা হয়। হালারা মোড় থেকে জামালপুর বাজার বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই প্রতিবাদ মিছিলে ব্লকের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় ৩০ হাজার কর্মী-সমর্থক ও সাধারণ মানুষ অংশ নেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহমুদ খাঁন, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, যুব সভাপতি উত্তম হাজারী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, জেলা পরিষদ সদস্য কল্পনা সাঁতরা ও শোভা দে, শ্রমিক সংগঠনের ব্লক সভাপতি তাবারক আলী মণ্ডল, ছাত্র পরিষদের সভাপতি বিট্টু মল্লিক, জয় হিন্দ বাহিনীর সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল ওরফে পাঞ্জাব, সংখ্যালঘু সেলের সভাপতি ওয়াসিম মল্লিক সহ বিভিন্ন অঞ্চল সভাপতি, প্রধান ও উপপ্রধানরা। মিছিল থেকে নির্বাচন কমিশনের হিয়ারিংয়ের নামে সাধারণ মানুষকে হয়রানির অভিযোগ তুলে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। বক্তারা দাবি করেন, অবিলম্বে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশনকে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি বিডিও অফিসগুলিতে চলা শুনানিতে সাধারণ মানুষ যে সমস্ত নথি জমা দিচ্ছেন, তার লিখিত রশিদ দেওয়ার দাবিও জানানো হয়। এছাড়াও হিয়ারিংয়ের কাজ অঞ্চলভিত্তিক করার দাবি ওঠে।ব্লক সভাপতি মেহমুদ খাঁন বলেন, শুনানির নামে সাধারণ মানুষের যে ভোগান্তি হচ্ছে, তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে। আমাদের দাবিগুলি মানা না হলে দলের পরবর্তী নির্দেশ অনুযায়ী আরও বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী পঞ্চায়েতে পঞ্চায়েতে শুনানির ব্যবস্থা করা না হলে তারা বিডিও অফিসে ধর্নায় বসবেন বলেও এদিন হুশিয়ারি দেন জামালপুর ব্লক তৃণমূলের সভাপতি। তিনি সকলকে একজোট হয়ে আগামি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপিকে বিসর্জনের আহ্বান জানান। এদিন ব্লক তৃণমূলের সহ সভাপতি ভুতনাথ মালিক তার বক্তব্যে বলেন, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ইচ্ছা করে বাংলার মানুষকে এস আই আর এর শুনানির নামে হয়রানি করছে। তারা চাইছে, অহেতুক শুনানির নোটিশ পাঠিয়ে বৈধ ভোটারদের বাদ দিয়ে বাংলা দখল করার চক্রান্ত করছে। এই জামালপুর ব্লকেও তারা ডি ভোটার করার মাধ্যমে বৈধ ভোটার বাদ দিতে চাইছে। অথচ আমরা চাইলে এই ব্লকে গেরুয়া ঝান্ডা লাগানোর লোক পাওয়া যেত না। বিধায়ক অলোক মাঝি তার বক্তব্যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারে তীব্র সমালোচনা করে বলেন বৃদ্ধ, মহিলা, অসুস্থ প্রত্যেককে লাইনে দাঁড় করিয়ে হয়রানি করা হচ্ছে এস আই আর এর শুনানির নামে। প্রতিবার কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষকে লাইনে দাঁড় করায়, আর নির্বাচনের শেষে খালি হাতে ফিরে যায়।

আগুন নেভাতে গিয়ে সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যু, মর্মান্তিক ঘটনায় চাঞ্চল্য সামশেরগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদদাতা, মুর্শিদাবাদ, ২৫ জানুয়ারিঃ কাপড়ের দোকানে আগুন নেভানোর সময় কর্মরত অবস্থায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার রাতে মুর্শিদাবাদের সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ধুলিয়ান পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষীপুর রোড এলাকায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে মৃত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের নাম মানারুল হক (৪১)। তাঁর সামশেরগঞ্জ থানার অন্তর্গত সাহেবনগর গ্রামে। পুলিশের একাংশের দাবি , মৃত ওই সিভিক ভলেন্টি য়ারের আগে থেকেই হৃদযন্ত্রের কিছু সমস্যা ছিল। ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের মৃত্যুর সঠিক কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে ইতিমধ্যে পুলিশের তরফ থেকে তাঁর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষ হলে দেহটি সামশেরগঞ্জ থানায় নিয়ে এসে পুলিশের তরফ থেকে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হবে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ,শনিবার রাত প্রায় সাড়ে দশটা নাগাদ ধুলিয়ান পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের লক্ষীপুর রোডের একটি কাপড়ের দোকানে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আগুন লাগার ঘটনার খবর পাওয়ার পরই সামশেরগঞ্জ থানার পুলিশের একটি দল এবং দমকল বাহিনীর একটি ইঞ্জিন দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। স্থানীয় সূত্রের খবর, দোকানের মধ্যে দাউ দাউ করে বিভিন্ন কাপড়ের জিনিস জ্বলতে দেখে অন্যান্য কয়েকজনের সঙ্গে মানারুলও আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। প্রায় ঘন্টা খানেকের চেষ্টায় দমকলের কর্মীরা ওই দোকানের আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। দমকল দপ্তরের কর্মীদের অনুমান 'শর্ট সার্কিটে'র কারণেই ওই দোকানে আগুন লেগে গিয়েছিল। ওই কাপ।রে দোকানের আগুন নিয়ন্ত্রণে আসার পর দেখা যায় মানারুল হঠাৎ করেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। স্থানীয় বাসিঃদাদের অনুমান অত্যাধিক ধোঁয়ার কারণেই অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন মানারুল। গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় প্রথমে তাঁকে সামশেরগঞ্জের একটি সরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু সেখানে তাঁর অবস্থার অবনতি হলে ধুলিয়ানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে চিকিৎসাধীন থাকার সময় রাতে মৃত্যু হয় ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের। ধুলিয়ান পুরসভার চেয়ারম্যান ইনজামুল ইসলাম বলেন, স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি আগুন লাগার ঘটনার সময় অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের সঙ্গে ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারও এলাকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু ধোয়ার কারণে না অন্য কোনও কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের কোনও ধারণা নেই। সামশেরগঞ্জ থানার এক আধিকারিক জানিয়েছেন, মৃত ওই সিভিক ভলেন্টিয়ারের আগে থেকেই শারীরিক কিছু সমস্যা ছিল। তবে আগুন নেভাতে গিয়ে ধোঁয়ার কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে কিনা সেই বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই। মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে দেহটি ইতিমধ্যেই জঙ্গিপুর হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে।

হিন্দু সম্মেলন রামপুরহাটে

রামপুরহাট, ২৫ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বীরভূমের রামপুরহাটে অনুষ্ঠিত হল হিন্দু সম্মেলনে। সম্মেলনে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে সহস্রাধিক সাধু সন্ত উপস্থিত ছিলেন। রামপুরহাট রেলওয়ে চ্যাম্পিয়ন গ্রাউন্ডের হিন্দু সম্মেলনে মানুষকে জাগ্রত করতে বেশ কিছু সচেতনতামূলক ট্যাবল প্রদর্শিত করা হয়েছিল। তার মধ্যে অন্যতম ছিল বেশি বেশি বৃক্ষ রোপণ এবং প্লাস্টিক বর্জনের মতো সচেতনতা বিষয়ক ট্যাবল। সঙ্ঘের জেলা সম্পর্ক প্রমুখ উপল চট্টোপাধ্যায় ওরফে চন্ডি এবং হিন্দু সম্মেলন আয়োজন সমিতির সম্পাদক চরণ দাস বলেন, এই সম্মেলন থেকে আগত মানুষদের মধ্যে আমরা সমাজ জীবনে সময়োপযোগী পাঁচটি বিষয়ের উপর

সচেতনতা বাড়ানোর চেষ্টা করেছি। প্রথমত, উঁচু-নিচু, স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য, জাতিভেদ, জন্মভিত্তিক বৈষম্যের উর্ধে উঠে সামাজিক সমন্বয় প্রতিষ্ঠা করা, দ্বিতীয়ত, পরিবেশ রক্ষার্থে আমাদের জীবনযাত্রাকে পরিবেশ বান্ধব করতে হবে। অর্থা বেশি বেশি বৃক্ষ রোপন করে সবুজায়ন গড়ে তুলতে হবে। তৃতীয়ত, হিঃদু ভাবনা ও জীবনশৈলীকে বিকশিত করতে হবে। চতুর্থ, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিদেশি দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে নিজস্ব ভাষা, পোশাক, স্বদেশী ধারণা ও আচরণকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। পঞ্চম দৈনন্দিন জীবনে একজন আদর্শ নাগরিক হিসেবে জাতি ও সমাজের কল্যাণে দায়িত্বশীলভাবে কাজ করতে হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন স্বামী সত্যানন্দ মহারাজ, স্বামী সুদর্শন মহারাজ, যোগী লাল বাবা মহারাজ। বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণের মাধ্যমে বিশ্বশান্তির যজ্ঞ করা হয়। সব শেষে দুপুরে ছিল প্রসাদ গ্রহণের পর্ব।

জলপাইগুড়িতে নেতাজি সুভাষের প্রথম মর্মর মূর্তি সংরক্ষণের উদ্যোগ, বরাদ্দ ৮২ লক্ষ টাকা

নিজস্ব সংবাদদাতা, জলপাইগুড়ি, ২৩ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি শহরে দেশের মধ্যে প্রথম নেতাজি সুভাষ চঃদ্র বোসের মর্মর মূর্তি সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর। এই প্রকল্পের জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৮২ লক্ষ টাকা। শহরের করলা নদীর পাড়ে অবস্থিত এই মূর্তিটি ১৯৫১ সালে নেতাজির ৫৪তম জন্মদিনে স্বাধীনতা সংগ্রামী কবিরাজ সতীশচন্দ্র লাহিড়ী স্থাপন করেছিলেন। মূর্তির পাশে রাখা আছে ইম্ফলে নিহত আজাদ হিঃদ সৈনিকদের অস্থি ও চিতাভস্ম, যা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ অংশ।তৎকালীন বিচারপতি রাধাবিনোদ পাল মূর্তির উদ্বোধন করেছিলেন। ৭৫ বছর পর এবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর সংরক্ষণ ও সংস্কারের মাধ্যমে মূর্তিটি নতুন রূপে জনসাধারণের সামনে উপস্থাপন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। সংরক্ষণকাজের সঙ্গে যুক্ত থাকবে লাইট অ্যান্ড সাউন্ড প্রদর্শনী, যেখানে নেতাজি ও আজাদ হিন্দ বাহিনীর নানা কর্মকাণ্ড তুলে ধরা হবে। পাশেই তৈরি করা হচ্ছে বিশেষ ' জোন', যেখানে লেখা থাকবে - আই স্যালুট নেতাজি অ্যান্ড আজাদ হিন্দ সোলজার। সাত দশকেরও বেশি সময় ধরে মূর্তির রক্ষণাবেক্ষণ করেছেন জলপাইগু।রি নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশন। এবার ফাউন্ডেশন ভবন সংস্কার করে মূর্তি সংরক্ষণের দায়িত্ব নিল উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর।উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, নানা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহনকারী ওই মূর্তি। নেতাজির প্রতি মানুষের আবেগ, ভালোবাসা রয়েছে। তাই ওই মূর্তিটি যাতে সাধারণ মানুষ দেখতে পারেন তার জন্যই এই পদক্ষেপ। তথ্য অনুযায়ী, নেতাজি জলপাইগুড়িতে দুবার এসেছিলেন। প্রথমবার ১৯২৮ সালে টাউন স্টেশনে নেমে শহরের মানুষকে স্বাধীনতার ডাক দেন। দ্বিতীয়বার ১৯৩৯ সালে শহরে এসে ইংরেজদের ভারত ত্যাগের আহ্বান জানান। দেশের নায়কের ১৩০তম জন্মজয়ন্তীর আগে এই মূর্তির সংরক্ষণ ও আধুনিকায়নের পদক্ষেপে খুশি স্থানীয় মানুষ এবং ফাউন্ডেশনের সদস্যরা। ফাউন্ডেশনের সম্পাদক গোবিন্দ রায় জানান, ভারতবর্ষে নেতাজির প্রথম মর্মর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে জলপাইগু।তিতে। দু'বার জলপাইগুড়িতে এসেছিলেন নেতাজি। নেতাজির পদচিহ্ন আঁকা, স্মৃতিবিজ।তি জলপাইগুড়ি টাউন স্টেশনে নেতাজি মূর্তি সংগ্রহ করে রাখা ও সংগ্রহশালা তৈরির জন্য রেলকে লিখিত আকারে প্রস্তাব পাঠায় নেতাজি সুভাষ ফাউন্ডেশন। রেলের তরফে সেই অর্থে সাড়া মেলেনি। এবার উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তর পদক্ষেপ নেওয়ায় আমরা খুশি।

রিটার্ন কিউআর কোডেড পেপার টিকিট চালু

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য সুখবর! মেট্রো যাত্রীদের সুবিধার্থে পরীক্ষামূলকভাবে মেট্রো রেলের সমস্ত করিডরে রিটার্ন কিউআর কোডেড পেপার টিকিট পরিষেবা চালু করা হয়েছে। এই সুবিধা গ্রহণকারী যাত্রীদের ফেরার যাত্রার জন্য আলাদা করে মেট্রো টিকিট কাউন্টার থেকে টিকিট কাটতে হবে না। এর ফলে যাত্রীদের সময় সাশ্রয় হবে এবং যাতায়াত আরও দ্রুত ও সহজ হবে। তবে রিটার্ন যাত্রা অবশ্যই টিকিটে উল্লেখিত তারিখের মধ্যেই সম্পন্ন করতে হবে। যাত্রীদের রিটার্ন যাত্রার জন্য তাঁদের টিকিট সংরক্ষণ করে

উত্তর পূর্ব রেলওয়ে

নিম্নলিখিত কাজের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তাঁর হয়ে সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরএস/ইলেকট্রিক লোকো শেড/গোরখপুর/উত্তর পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক অনলাইন উন্মুক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বর ও বিবরণঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নম্বরঃ অএলএস-জিকেপি-২০২৬-লোকোক্লিনিং, ''গোরখপুরের ইলেকট্রিক লোকো শেডে ২ বছরের জন্য প্রচলিত এবং ৩ ফেজ লোকোমোটিভের ইলেকট্রিক লোকোমোটিভ এবং ফিল্টার ধোয়া, ঘষা, পরিষ্কার করা এবং ব্লোয়িং করা''। আনুমানিক খরচ (টাকা)ঃ ১২,৪৬,২৮৮.৮৭, আর্নেস্ট মানি (টাকা)ঃ ২৪,৯০০.০০, টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ ০০.০০, চুক্তির সময়কালঃ ২৪ মাস।
টেন্ডারদাতা ১৯-০২-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ ঘটিকা পর্যন্ত তাদের প্রস্তাব আপলোড করতে পারবেন এবং ১৯-০২-২০২৬ তারিখ ১৫:০০ ঘটিকার পর টেন্ডার খোলা হবে। এই ই-টেন্ডার সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য, ন্যূনতম যোগ্যতার মানদণ্ড, শর্তাবলী www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ। টেন্ডারদাতাদের তাদের প্রস্তাব আপলোড করার আগে ওয়েবসাইটে এই ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কিত কোনো সংশোধনপরিশিষ্ট আছে কিনা তা দেখে নিতে হবে।
ডিইই/টিআরএস, ইলেকট্রিক লোকো শেড
সিপিআরও/ইএল-২৬৬ গোরখপুর
ছাদ এবং ফুটবোর্ডে ভ্রমণ করবেন না

NIQ, Govt. of West Bengal

Quotation is here by invited by the Executive Engineer, Bidhannagar IT Division, PWD, Room No 115, 1st Floor DF Block Purta Bhavan Sector-I, Saltlake, Kolkata-700091 from eligible contractor for the following work: Name of Work: 1. **Temporary IT works at helipad at Singur hooghly in connection with VVIP visit on 28.01.26.**

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO: WBPWD/EE/BIT/ NIQ-78 of 2025-26.

Last date of submission of Quotation: **27.01.2026 up to 10:00 AM.**
Corrigendum or Addendum if issued will be published only on the website. **(https://www.pwdwb.in)**
Sd/- **Executive Engineer**
Bidhannagar IT Division, PWD

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e - TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil)/Br.-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.- KMC/IX/078/175/2025-2026/APAS
Name of the Work: **Improvement of sewer line with ancillary Civil work at 4/1/H/15, 4/3H/33, Bhukailash Road and surrounding area in ward no.- 078 (APAS/01/158/209/0002);** Estimated Cost (including GST & CESS): **Rs. 2,98,708.00;** Earnest Money: **Rs. 6,000.00;** Period of Completion : **30 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **31.01.2026 - 2 PM;** Tender will be opened on : **02.02.2026 - 2 PM;** The bid forms and other details are available on and from : **24.01.2026 - 2 P.M;** The Website : **https://tenders.wb.gov.in**

The Executive Engineer(Civil)/Br.-VIII, KMC invites E-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No.- KMC/EE(C)/BR-VIII/068/45/2025-2026
Name of the Work: **Development of footpath and bituminous surface to Reduce road dust near 16/1B,16/2/5,16/2T, 20/C and 17/H, Ballygunge Station Road in ward no, 68. BR-VIII;** Estimated Cost : **Rs. 2,86,163.44;** Earnest Money: **Rs. 5,800.00;** Period of Completion : **45 Days;** Last Date and Time of submission of Bid : **31.01.2026 - 12 Noon;** Date of opening of tender : **02.02.2026 - 12 Noon;** The bid forms and other details are available on and from : **22.01.2026 - 5 PM;** The website : **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil)/Br.-XI, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following work:
NIT No.- XI/111/029/2025-26/R
Name of the Work: **Maint. of Road By laying hot mix. (disturbed by W/S Deptt.) at diff. Places viz. Bose Para, Niva Park Extension, Subhas Pally & Satindra Pally in WD. No.-111;** Estimated Value (including GST and CESS): **Rs. 2,25,737.09;** Earnest Money : **Rs. 5,000.00;** Time of Completion : **60 Days;** Last Date and Time of Submission of Bid : **03.02.2026 - 11 AM;** Date and Time of Opening of Bid : **05.02.2026 - 11 AM;** The Bid forms and other details are available on and from: **27.01.2026 - 5 PM;** The Website : **https://tenders.wb.gov.in/nicgep/app**

The Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid systems for the following work:
NIT No.- KMC/EE(C)/Br-XV/137/055/2025-2026/D (2nd Call)
Name of the Work : **Repairing and renovation of paver block passage with allied works to prevent road dust at Hafiz Abdul Aziz Lane & Cotton Mill Lane near H/D no.- R-37A, R-38, R-217/A, R-42, S-19, S-163/2 etc. in ward no-137, BR XV;** Estimated Cost (including GST and Cess) : **Rs. 2,73,282.55;** Earnest Money: **Rs. 5,500.00;** Period of Completion : **60 Days;** Last Date and Time of submission of Bid: **02.02.2026 - 2 P.M.;** Date of opening of tender : **04.02.2026 - 2 P.M.;** The bid forms and other details are available on and from : **21.01.2026 - 1.10 PM;** The website : **https://wbtenders.gov.in**

CORRIGENDUM

1) NIT No. KMC/EE-III/014/APAS/33/25-26 (1st Call), 2) NIT No. EE-III/29/APAS-23/25-26 Published in this Newspaper on 14.01.2026 **(Key No. 1944/25-26)** of **Engineering (Civil)/BR-III Department.** (Sl. No. 1 & 14). Last date and time of submission of bid will be read as **30.01.2026 at 12 Noon** (for Sl. No. 1) & **28.01.2026 upto 12 Noon** (for Sl. No. 2) instead of 21.01.2026 upto 12 Noon (for Sl. No. 1 & 2); Date and time of opening of bid will be read as **02.02.2026 after 12 Noon** (for Sl. No. 1) & **30.01.2026 after 12 Noon** (for Sl. No. 2) instead of 24.01.2026 after 12 Noon (for Sl. No. 1 & 2).

1) NIT No. KMC/EE-III/34/APAS/52/25-26 (1st Call), 2) NIT No. KMC/EE-III/34/APAS/59/25-26 (1st Call) Published in this Newspaper on 22.12.2025 **(Key No. 1771/25-26)** of **Engineering (Civil)/BR-III Department** (Sl. No. 3 & 6). Last date and time of submission of bid will be read as **31.01.2026 upto 12 Noon** instead of 27.12.2025 upto 9 AM (for Sl. No. 1 & 2). Date and time of opening of bid will be read as **02.02.2026 after 12 Noon** instead of 29.12.2025 after 9 AM (for Sl. No. 1 & 2). All other criteria remain unchanged. **2055/25-26**

বিজ্ঞপ্তি

DSP MUTUAL FUND

আসন্ন ইনভেস্টর অ্যাওয়েআরনেস প্রোগ্রাম ('আইএপি')-এর জন্য এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যা ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা পরিচালিত হবে। আইএপি-র বিবরণ নিম্নরূপ:

দিন ও তারিখ	ঠিকানা	সময়
Monday, 26th January 2026	Alaka Housing Society, kolkata, West Bengal	11:00 AM

সমস্ত আইএপি সম্বন্ধে আপডেটের জন্য ভিজিট করুন dspim.com/IAP এবং অন্য সমস্ত ডিসক্লোজারের জন্য, ভিজিট করুন dspim.com/IEID. ডিএসপি মিউচুয়াল ফান্ড দ্বারা একটি বিনিয়োগকারীর শিক্ষা ও সচেতনতা উদ্যোগ। **মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগসমূহ বাজারের ঝুঁকি সাপেক্ষ, যোজনা সংক্রান্ত সমস্ত নথিপত্র যত্ন সহকারে পড়ে নিন।**

বার্সেলোনাকে টপকে শীর্ষে পৌঁছে গেল রিয়াল মাদ্রিদ

বার্সিলোনা, ২৫ জানুয়ারি(হি.স.)ঃপ্রতিপক্ষের মাঠে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ২-০ গোলে জিতেছে রিয়াল মাদ্রিদ ভিয়ারেয়ালের বিরুদ্ধে। দুটি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে।দুটি গোলই করেছেন কিলিয়ান এমবাপে।এই মরসুমে লা লিগার সর্বোচ্চ স্কোরার এমবাপের গোল হলো ২০ ম্যাচে ২১টি। ১৪টির বেশি নেই আর কারো। এর ফলে, বার্সিলোনাকে হটিয়ে লিগ টেবিলের শীর্ষে উঠল আলভারো আরবেলোয়ার দল। রিয়ালের চেয়ে ২ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে নেমে গেছে বার্সিলোনা। শিরোপাধারীরা অবশ্য একটি ম্যাচ কম খেলেছে। ঘরোয়া লিগে টানা পঞ্চম জয় পেল রিয়াল। ২১ ম্যাচে ১৬ জয় ও ৩ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট হলো ৫১। এই হারের পর ২০ ম্যাচে ৪১ পয়েন্ট নিয়ে চারে আছে ভিয়ারেয়াল। তাদের সমান পয়েঃট নিয়ে তিনে আতলেতিকো মাদ্রিদ।

অস্ট্রেলিয়ান ওপেনঃ সাবালেঙ্কা এমবোকোকে হারিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে

মেলবোর্ন, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ আরিনা সাবালেঙ্কা আবারও টাইব্রেকারে ত্রাণকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, কানাডিয়ান তরুণী ভিক্টোরিয়া বোকোকে ৬-১, ৭-৬(১) গেমে হারিয়ে টানা চতুর্থবারের মতো অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের কোয়ার্টার ফাইনালে ওঠেন। রড লেভার অ্যারেনায় রবিবার শুরুর ম্যাচে ৩১ মিনিটের প্রথম সেটে দুবারের চ্যাম্পিয়ন সাবালেঙ্কা এমবোকোকে পরাজিত করেন কিন্তু দ্বিতীয় সেটে ৪-১ ব্যবধানে এগিয়ে যান এবং ১৭তম বাছাইয়ের দুর্দান্ত প্রত্যাবর্তন ঘটে। এত কম বয়সে কী অসাধারণ খেলোয়াড়, বেলারুশিয়ান ১৯ বছর বয়সী এমবোকো সম্পর্কে বলেন। এই বাচ্চাদের সফরে আসতে দেখা অবিশ্বাস্য। আজ সে আমাকে খুব জোরে ধাক্কা দিয়েছে। এই জয়ে আমি খুব খুশি।

রিয়াল মাদ্রিদকে হারিয়ে বার্সার মেয়েরা সুপার কাপ জিতল

বার্সিলোনা, ২৫ জানুয়ারি(হি.স.)ঃ ছেলেদের স্প্যানিশ সুপার কাপে ইয়ামাল-রাফিনিয়াদের পর, মহিলা স্প্যানিশ সুপার কাপেও শিরোপা জিতল বার্সিলোনা। শিরোপাটি ধরে রাখতে কাতালান দলটির মেয়েরাও হারাল চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী রিয়াল মাদ্রিদকে। শনিবার রাতে শিরোপা জিতল বার্সার মেয়েরা, ২-০ গোলে তারা হারাল রিয়াল মাদ্রিদকে। গতবার ফাইনালে রিয়ালকে ৫-০ গোলে হারিয়েছিল বার্সিলোনা। প্রথমার্ধে কর্নারে ডাচ ফরোয়ার্ড এজমি ব্রুটসের হেডে এগিয়ে যায় বার্সিলোনা। এরপর যোগ করা সময়ে স্পট কিক থেকে গোল করেন স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আলেক্সিয়া পুতেয়াস। ছেলেদের মতো মেয়েদের স্প্যানিশ সুপার কাপেরও রেকর্ড চ্যাম্পিয়ন বার্সিলোনা। এই নিয়ে টানা পঞ্চম ও সব মিলিয়ে ষষ্ঠবার চ্যাম্পিয়ন হলো তারা। সবগুলোই সবশেষ সাত আসরের মধ্যে।

জাতীয় দলের হয়ে খেলার অনুমতি পেলেন সাকিব আল হাসান

ঢাকা, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ দীর্ঘদিন ধরে দেশে নেই সাকিব আল হাসান। তাই জাতীয় দলে খেলার ব্যাপারটা নিয়েও ছিল শঙ্কা। তবে জাতীয় দলে ফেরার দরজা সাকিবের জন্য একেবারে বন্ধ হয়ে যায়নি। তার বিষয়ে বোর্ড আলোচনা করেছে। সাকিব যদি ফিট এবং অ্যাভেইলেবল থাকেন, তাহলে নির্বাচক প্যানেল জাতীয় দলে সাকিবকে বিবেচনা করবে। শনিবার বিসিবির সভা শেষে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন বিসিবির মিডিয়া কমিটির চেয়ারম্যান আমজাদ হোসেন। সাকিবকে জাতীয় দলের ফেরানোর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় চুক্তিতেও ফেরানোর ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছে। বিসিবির কেন্দ্রীয় চুক্তিতে এবার জায়গা পাচ্ছেন মোট ২৭ জন ক্রিকেটার। এ বিষয়টিও নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট বোর্ড।

ম্যানচেস্টার সিটি পেল জয়, ব্যবধান কমাল আর্সেনালের সঙ্গে

ম্যানচেস্টার, ২৫ জানুয়ারি (হি.স.)ঃ ইতিহাদ স্টেডিয়ামে শনিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচে ২-০ গোলে জিতেছে পেপ গুয়ার্দিওলার দল। ওমার মার্মাউশ শুরুতেই দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর, ব্যবধান বাড়ান অ্যান্টোয়ান সেমেনিও। ৩ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে আছে সিটি। তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে শীর্ষে আর্সেনাল, একটি ম্যাচ কম খেলেছে মিকেল আর্তেতার দল। প্রিমিয়ার লিগে টানা তিন ড্রয়ের পর, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের মাঠে হেরেছিল সিটি। এর মাঝে লিগ কাপ ও এফএ কাপে দুটি জয় পেলেও, গত মঙ্গলবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে গ্লিম্টের বিপক্ষেও হেরে ছিল হলান্ড-সিলভারা।

নকআউটের আগে হিসেবি বাংলা!

নিয়মরক্ষার ম্যাচে শামিকে বিশ্রাম, রনজিতে স্পিন-চালে হরিয়ানাকে সামলানোর ছক

কলকাতা, ২৫ জানুয়ারি ঃ রনজি ট্রফিতে নকআউট পর্বে জায়গা নিশ্চিত। তাই এখন থেকেই হিসেবি চাল চালতে শুরু করেছে বাংলা শিবির। সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে ইনিংস ও ৪৬ রানের দাপুটে জয়ের পর গ্রুপের শেষ ম্যাচে হরিয়ানার মুখোমুখি হওয়ার প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে অভিমন্যু ঈশ্বরণদের। তবে এই ম্যাচকে আর ' উইন' হিসেবে দেখছে না টিম ম্যানেজমেঃট। বরং কোয়ার্টার ফাইনালের কথা মাথায় রেখে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে বাংলা-যার কেঃদ্রে রয়েছে মহম্মদ শামির বিশ্রাম। সার্ভিসেসের ঘরের মাঠে যে জয় বাংলা তুলে এনেছে, তা শুধু ফলাফলের বিচারে নয়, মানসিক দিক থেকেও ব। বার্তা দিয়েছে। ইনিংস ও ৪৬ রানে সার্ভিসেসকে উ।ড়িয়ে দিয়ে বোনাস পয়েঃট নিশ্চিত করেছে বাংলা। ফলে গ্রুপের শেষ ম্যাচের ফল যা-ই হোক, নকআউটের টিকিট ইতিমধ্যেই পকেটে।

এই জয়ের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় অবদান পেস আক্রমণের। মহম্মদ শামি, আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের গতির ঝড়ে কার্যত দাঁড়াতেই পারেনি সার্ভিসেসের ব্যাটিং লাইনআপ। শনিবারই ম্যাচের ভাগ্য অনেকটা লেখা হয়ে গিয়েছিল। রবিবার সকালে কল্যাণীর উইকেটে দ্রুত বাকি দুই উইকেট তুলে নিয়ে ম্যাচ শেষ করে দেয় বাংলা। দুই ইনিংস মিলিয়ে শামির দখলে সাত উইকেট। বিশেষ করে দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর স্পেল ছিল বিধ্বংসী-৫১ রানে ৫ উইকেট।

বল হাতে আগুন ঝরিয়ে আবারও প্রমাণ করেছেন, লাল বলের ক্রিকেটে তিনি এখনও বাংলার সবচেয়ে ব। অস্ত্র। তবে সেই অস্ত্রই এবার হয়তো নামানো হবে না লাহলির উইকেটে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে হরিয়ানার বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ খেলবে বাংলা। ভেন্যু লাহলি। এক সময় যাকে পেসারদের স্বর্গ বলা হতো, সেই মাঠ এখন আর আগের মতো নেই। বরং সেখানে স্পিনাররাই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছেন। শনিবার কল্যাণীতে বাংলার শিবিরে এমনটাই জানালেন দলের এক সদস্য। তিনি বলেন, সার্ভিসেস ওখানে কিছুদিন আগেই ম্যাচ খেলেছে। ওদের ক্রিকেটারদের সঙ্গেও কথা হয়েছে। সবাই বলছে, লাহলিতে এখন প্রথম ওভার থেকেই বল ঘুরছে। আগের মতো পেসারদের জন্য সহায়ক নেই। এই তথ্যই বাংলার পরিকল্পনায় বড় পরিবর্তন এনেছে। টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনায় লাহলিতে এক পেসারের বেশি খেলানো হবে না। সেই এক পেসারের জায়গায় আকাশ দীপ ও সুরজ সিন্ধু জয়সওয়ালের মধ্যে একজনের খেলার সম্ভাবনাই বেশি। আর সেই অঙ্কেই মহম্মদ শামিকে বিশ্রাম দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। শামির কাজের চাপও বিবেচনায় রাখা হচ্ছে। এই মরশুমে রেলওয়েজের বিরুদ্ধে একটি রনজি ম্যাচ ছা।া বাংলার জার্সিতে তিন ফরম্যাটেই প্রায় সব ম্যাচ খেলেছেন তিনি। সামনে কোয়ার্টার ফাইনাল, সম্ভাব্য সেমিফাইনাল ও ফাইনাল-এই দীর্ঘ পথচলায় তাঁকে সতেজ রাখাই এখন বাংলার মূল লক্ষ্য। টিম ম্যানেজমেন্টের একাংশের মতে, নিয়মরক্ষার ম্যাচে টার্নিং ট্র্যাকে শামিকে খেলিয়ে চোটের ঝুঁকি নেওয়ার কোনও মানে নেই। বরং নকআউটের জন্য তাঁকে সংরক্ষণ করাই বুদ্ধিমানের কাজ। এই ম্যাচে তাই বাংলার একাদশে বড়সড় বদল দেখা যেতে পারে।

হার মানতে শেখাননি 'দাদা' টানা ব্যর্থতা থেকে ফাইনাল-কোন মন্ত্রে বদলে গেল প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস?

২৫ জানুয়ারি ঃ টানা হার, ভাঙা আত্মবিশ্বাস আর প্রশ্নচিহ্নে ভরা শুরু-সেখান থেকে চ্যাম্পিয়নের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস। দক্ষিণ আফ্রিকার টি-টোয়েন্টি লিগে রবিবার ফাইনালে নামছে তারা সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপের বিরুদ্ধে। এই ' নেপথ্যে যাঁর নাম ঘুরে ফিরে আসছে, তিনি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। ভারতীয় ক্রিকেটের প্রাক্তন অধিনায়ক, সফল প্রশাসক-আর এবার কোচ হিসেবেও কি নতুন মুকুট উঠতে চলেছে তাঁর মাথায়? এই প্রথমবার পূর্ণকালীন হেড কোচের দায়িত্বে সৌরভ। আর সেই অভিষেক মরশুমেই দলকে ফাইনালে তুলে এনে বুঝিয়ে দিলেন, নেতৃত্ব শুধু মাঠে দাঁড়িয়ে নয়, ড্রেসিংরুমের ভেতর থেকেও দেওয়া যায়। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস দক্ষিণ আফ্রিকার এই লিগে নতুন দল নয়। এর আগে দু'টি মরশুম খেলেছে তারা। কিন্তু প্রতিবারই শেষমেশ এসে থেমে যেতে হয়েছে ধারাবাহিকতার অভাবে। তারকাখচিত দল হলেও চাপের ম্যাচে ভেঙে পড়াই যেন অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। এবছরও শুরুটা আশাব্যঞ্জক ছিল না। পরপর ম্যাচে হার, পয়েন্ট টেবিলে পিছিয়ে পড়া-সব মিলিয়ে মরশুমের শুরুতেই তৈরি হয়েছিল অস্বস্তি। ঠিক সেই সময়ই 'দাদা সৌরভ'-এর আসল পরীক্ষা। ক্রিকেটবিশ্বে সৌরভ পরিচিত 'কামব্যাক কিং' নামে। খেলোয়াড় হিসেবে নিজে যেমন বহুবার ফিরে এসেছেন, তেমনই সেই মানসিকতাই তিনি ঢুকিয়ে দিয়েছেন প্রিটোরিয়ার ড্রেসিংরুমে। টানা দু'টি ম্যাচ হারার পরেও তিনি কাউকে দোষারোপ করেননি, কৌশলে বড় বদল আনেননি, বরং একটাই কাজ করেছেন-খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিয়েছেন। এই বদলের কথা সামনে এনেছেন দলের অধিনায়ক কেশব মহারাজ। সৌরভের প্রশংসায় অকপট তিনি। মহারাজ বলছেন, হেড কোচ হিসেবে এটা দাদার প্রথম অভিযান। তাই উনি স্বাভাবিকভাবেই খুব উত্তেজিত ছিলেন। কিন্তু সেই উত্তেজনা কখনও চাপ হয়ে আমাদের উপর পড়েনি। উনি এত বড় টুর্নামেন্টে ভারতকে নেতৃত্ব দিয়েছেন, সাফল্য পেয়েছেন। এমন একজন ব্যক্তিত্ব ড্রেসিংরুমে থাকলেই পরিবেশটা বদলে যায়। কেশবের কথায় স্পষ্ট, সৌরভের সবচেয়ে বড় শক্তি তাঁর উপস্থিতি। ম্যাচের ফল যাই হোক, ড্রেসিংরুমে যেন সবসময় একটা স্থিরতা বজায় থাকে-সেটাই নিশ্চিত করেছেন তিনি। মহারাজ আরও বলেন, উনি নিজের অভিজ্ঞতা আমাদের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। বিশেষ করে কঠিন সময়ে কীভাবে মাথা ঠান্ডা রাখতে হয়, সেটা শিখিয়েছেন। তরুণ ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাদা করে কথা বলেন, সিনিয়রদের মতামত শোনেন-সবাইকে একনজরে দেখেন। প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালসের স্কোয়াডে অভিজ্ঞতা আর তারকার অভাব নেই। আন্দ্রে রাসেল, ডেওয়াল্ড ব্রেভিস, শাই হোপ-এমন সব নাম রয়েছে যাঁরা একাই ম্যাচ ঘুরিয়ে দিতে পারেন। কিন্তু আগের মরশুমগুলিতে এই তারকাদের পারফরম্যান্স একসূত্রে গাঁথা যাচ্ছিল না। সৌরভ সেখানে বদল এনেছেন দলগত মানসিকতায়। সূত্রের খবর, সৌরভ ম্যাচের আগে খুব বেশি ' লেকচার' দেন না। বরং তিনি জোর দেন ভূমিকার স্পষ্টতায়। কে কোন পরিস্থিতিতে কী করবে, সেটা পরিষ্কার করে দেন। ফলে মাঠে নেমে ক্রিকেটারদের ভাবতে হয় না বেশি-শুধু নিজেদের খেলাটা খেললেই হয়। এর ফল মিলেছে দ্রুত। শুরুর ধাক্কা সামলে প্রিটোরিয়া একের পর এক ম্যাচ জিততে শুরু করে। লিগ পর্বে তারা ছন্দে ফেরে, প্লে-অফে জায়গা পাকা করে। সবচেয়ে বড় বার্তা আসে প্লে-অফেই-যেখানে তারা ফাইনালের প্রতিপক্ষ

সানরাইজার্স ইস্টার্ন কেপকেই হারিয়ে দেয়। ফাইনালের আগে তাই আত্মবিশ্বাসে ভরপুর প্রিটোরিয়া শিবির। কেশব মহারাজও লুকোচ্ছেন না আশাবাদ। তিনি বলেন,আমরা মরশুমের শুরুতে ভালো খেলিনি, এটা সত্যি। কিন্তু ঠিক সময়ে ছন্দে ফিরেছি। এখন সবচেয়ে জরুরি হলো এই ধারাবাহিকতা বজায় রাখা। আমরা জানি কী করতে পারি। রবিবারের ফাইনাল তাই শুধু একটি ট্রফির লড়াই নয়। এটা সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কোচিং কেরিয়ারের প্রথম বড় পরীক্ষার শেষ অধ্যায়। খেলোয়াড় হিসেবে যিনি নেতৃত্বে নতুন সংজ্ঞা দিয়েছিলেন, প্রশাসক হিসেবে ভারতীয় ক্রিকেটের কাঠামো বদলেছিলেন-এবার কি কোচ হিসেবেও নিজের ছাপ রাখবেন? ক্রিকেটপ্রেমীদের অনেকেই মনে করছেন, ছবিটা বদলানোর সময় এসে গিয়েছে। আর যদি প্রিটোরিয়া ক্যাপিটালস চ্যাম্পিয়ন হয়, তবে সেটা শুধু একটা দলের জয় হবে না-ওটা হবে ' সৌরভ'-এর কামব্যাক গল্পের নতুন অধ্যায়।

ভারতের ক্ষেত্রে এক নিয়ম, বাংলাদেশের জন্য আরেক', আইসিসির সিদ্ধান্তে তীব্র প্রশ্ন আফ্রিদির

ইসলামাবাদ, ২৫ জানুয়ারি ঃ আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপকে ঘিরে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ফের বিতর্কের ঝড়। বাংলাদেশকে টুর্নামেন্ট থেকে বাদ দিয়ে স্কটল্যান্ডকে অন্তর্ভুক্ত করার আইসিসির সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করলেন পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক শাহিদ আফ্রিদি। শুধু আইসিসিকেই নয়, ' অসঙ্গতি' তুলে সরাসরি ভারতের দিকেও আঙুল তুলেছেন তিনি। আফ্রিদির মন্তব্য নতুন করে প্রশ্ন তুলেছে-আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে কি সব দেশের জন্য একই নিয়ম প্রযোজ্য? শনিবার আইসিসি সরকারিভাবে জানায়, নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে ভারতে এসে খেলতে সম্মতি না দেওয়ায় বাংলাদেশকে আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপ থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। তাদের জায়গায় খেলবে স্কটল্যান্ড। এই ঘোষণার পরই ক্রিকেট মহলে শুরু হয় তীব্র আলোচনা। অনেকেই মনে করছেন, এটি নিছক প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নয়, বরং ক্ষমতার রাজনীতিরই প্রতিফলন। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের পাশে দাঁড়িয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায়. মুখ খুলেছেন শাহিদ আফ্রিদি। এক্স (সাবেক টুইটার)-এ তিনি লেখেন, বাংলাদেশ এবং আইসিসি ইভেন্টে খেলা একজন প্রাক্তন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটার হিসেবে আইসিসির এই অসঙ্গতি দেখে আমি গভীরভাবে হতাশ। গত বছর নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে ভারত পাকিস্তানে খেলতে আসেনি। সেই উদ্বেগ আইসিসি মেনে নিয়েছিল। কিন্তু একই যুক্তিতে বাংলাদেশের আবেদন তারা গ্রহণ করল না-এটা কীভাবে ন্যায্য হতে পারে? আফ্রিদির এই মন্তব্যে স্পষ্ট, তিনি আইসিসির দ্বৈত নীতির অভিযোগ তুলছেন। তাঁর বক্তব্যের মূল কথা-যদি নিরাপত্তাজনিত কারণ দেখিয়ে. ভারত পাকিস্তানে না গিয়ে নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলতে পারে, তবে বাংলাদেশ কেন সেই সুবিধা পাবে না? উল্লেখযোগ্যভাবে, গত বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সময় ভারত পাকিস্তানে যেতে অস্বীকার করলে আইসিসি হাইব্রিড মডেলে টুর্নামেন্ট আযোজেনের সিদ্ধান্ত নেয়। ভারত তাদের ম্যাচগুলি দুবাইয়ে খেলে, এবং সেই সিদ্ধান্ত মেনে নেয় বিশ্ব ক্রিকেটের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। সেই ঘটনাই সামনে এনে আফ্রিদি প্রশ্ন তুলছেন-তবে বাংলাদেশের প্রস্তাব কেন খারিজ করা হল? এই বিতর্কের সূত্রপাত আরও আগে। আইপিএলে কলকাতা নাইট রাইডার্স

বাংলাদেশের পেসার মুস্তাফিজুর রহমানকে ছেড়ে দেওয়ার পর থেকেই পরিস্থিতি জটিল হতে থাকে। এরপর বিসিবি স্পষ্টভাবে জানিযে. দেয, নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক কারণে তারা ভারতে এসে টি-২০ বিশ্বকাপ খেলতে আগ্রহী নয়। বিষযটি নিযে. আইসিসির সঙ্গে একাধিক দফায. আলোচনা চলে। বাংলাদেশ প্রথমে প্রস্তাব দেয়, শ্রীলঙ্কায় হাইব্রিড মডেলে তাদের ম্যাচগুলি আযোজেন করা হোক। সেই প্রস্তাবে আইসিসি রাজি হয়নি। পরে গ্রুপ পরিবর্তনের কথাও বলা হয়, সেটিও নাকচ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত আইসিসি একটি চূড়ান্ত সময়সীমা বেঁধে দেয-.সেই ডেডলাইনের মধ্যে ভারতে এসে খেলবে কি না, তা জানাতে হবে।কিন্তু বিসিবি নিজেদের অবস্থানে অনড় থাকে। দীর্ঘ টালবাহানার পর তারা জানিযে.দেয, কোনো পরিস্থিতিতেই দল ভারতে যাবে না। সেই অবস্থাতেই আইসিসি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিযে. বাংলাদেশকে টুর্নামেঃট থেকে বাদ দেয়। এই সিদ্ধান্তে ক্ষোভ বাড়িয়েছেন আফ্রিদি আরও এক ধাপ এগিয়ে। তিনি লেখেন, নিয়ম তো সবার জন্য এক হওয়া উচিত। আইসিসির কাজ সম্পর্কের সেতুবন্ধন তৈরি করা, ভেঙে দেওয়া নয়। এভাবে সিদ্ধান্ত নিলে ছোট বা তুলনামূলকভাবে দুর্বল বোর্ডগুলিই বারবার ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আফ্রিদির এই বক্তব্য শুধু বাংলাদেশের পক্ষেই নয়, বরং সামগ্রিকভাবে বিশ্ব ক্রিকেটের ক্ষমতার ভারসাম্য নিযে.প্রশ্ন তোলে। সমালোচকদের মতে, ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের প্রভাব আইসিসির সিদ্ধান্তে বারবার প্রতিফলিত হয, আর সেই কারণেই একই পরিস্থিতিতে আলাদা আলাদা দেশের জন্য আলাদা মানদণ্ড প্রযোগে করা হয়। বাংলাদেশের বাদ পড়া মানে শুধু একটি দলের টুর্নামেন্ট মিস করা নয়-এর সঙ্গে জড়িযে.রয়েছে আর্থিক ক্ষতি, খেলোয়াড়দের আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিজেকে প্রমাণ করার সুযোগ হারানো এবং দেশের ক্রিকেট কাঠামোর উপর দীর্ঘমেযাদি প্রভাব। অন্যদিকে, স্কটল্যান্ডের জন্য এটি বড় সুযোগ হলেও, বিতর্কের ছায়া পুরো টুর্নামেন্টের বিশ্বাসযোগ্যতার উপর পড়ছে। সব মিলিযে.আফ্রিদির মন্তব্য এই বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। প্রশ্ন একটাই-আইসিসি কি সত্যিই সব দেশের জন্য সমান, নাকি ক্ষমতাবানদের জন্য নিযম় বদলে যায়? বাংলাদেশের ঘটনা সেই প্রশ্নকেই আরও জোরালোভাবে সামনে এনে দিল।

ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের সিইওঃ ২০২৬ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের আমন্ত্রণের জন্য আইসিসির প্রতি কৃতজ্ঞ

নয়া দিল্লি, ২৫ জানুযারি(হি.স.)ঃ ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের প্রধান নির্বাহী ট্রুডি লিন্ডব্লেড শনিবার সন্ধ্যায় আন্তর্জাতিক ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে আগামী মাসে বাংলাদেশের পরিবর্তে তার দেশকে টি-টোয়েঃিট বিশ্বকাপে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন এবং আরও বলেছেন যে তারা শীঘ্রই ভারতে আসার প্রস্তুতি নিচ্ছে। শনিবার বাংলাদেশের পরিবর্তে স্কটল্যান্ডকে দলে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আইসিসির মূল্যায়নে কোনও হুমকি না থাকার কথা বলা সত্ত্বেও নিরাপত্তার কারণে ২০ দলের

টুর্নামেন্ট থেকে নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছে বাংলাদেশ। রআজ সকালে আমি আইসিসির কাছ থেকে চিঠি পেয়েছি যেখানে জানতে চাওয়া হয়েছে যে আমাদের পুরুষ দল পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলবে কি না, এবং আমরা তা গ্রহণ করেছি, ক্রিকেট স্কটল্যান্ডের ওযেবসাইটে লিন্ডব্লেড বলেছেন। এই আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা আইসিসির কাছে কৃতজ্ঞ। স্কটল্যান্ডের খেলোযাড়দের জন্য লক্ষ লক্ষ সমর্থকের সামনে বিশ্ব মঞ্চে প্রতিযোগিতা করার এটি একটি উত্তেজনাপূর্ণ সুযোগ। আমরা স্বীকার করি যে এই সুযোগটি চ্যালেঞ্জিং এবং অনন্য পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত হয়েছে।

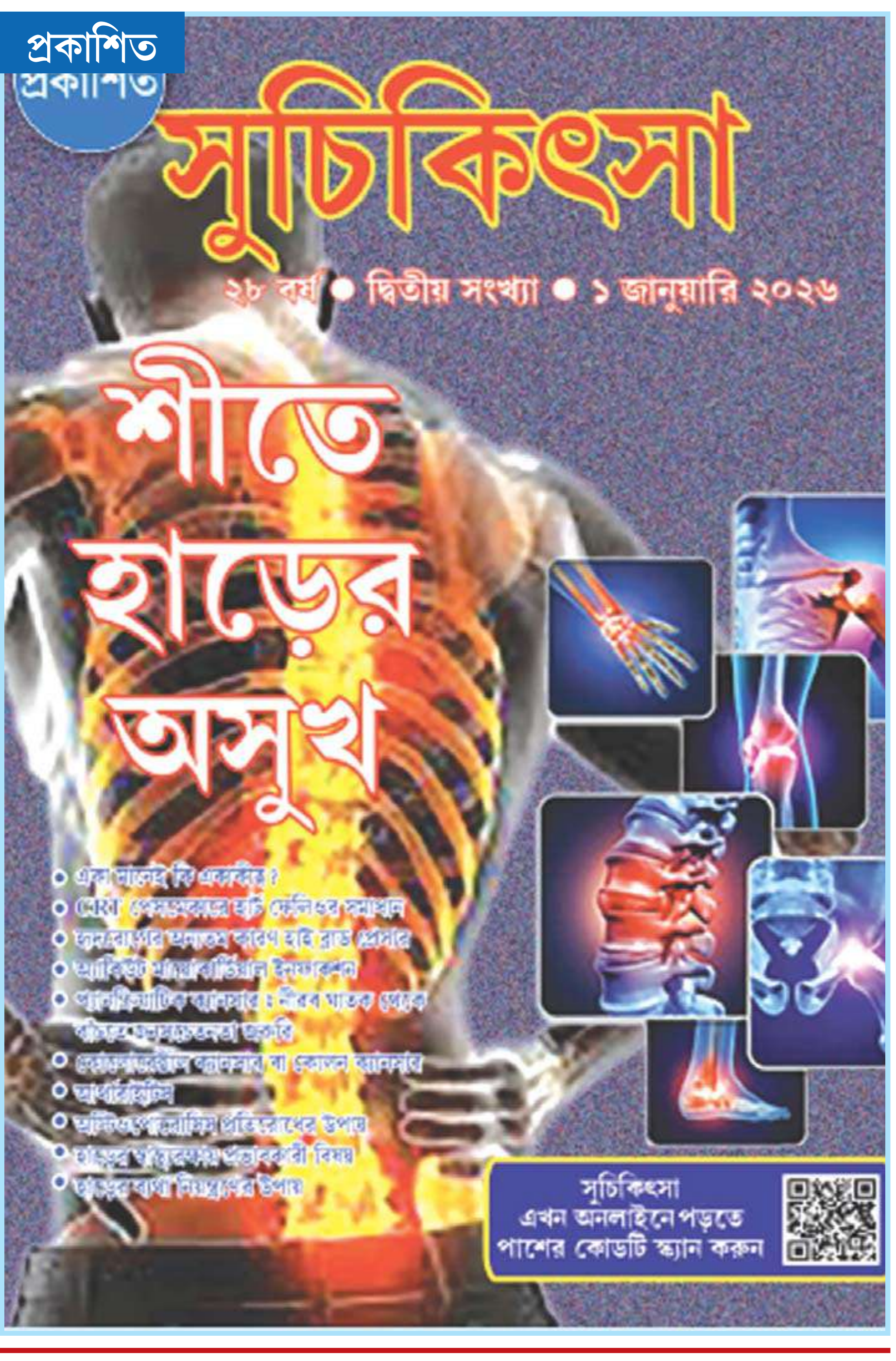

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গিয়ে রাতারাতি অস্তিত্বের সঙ্কটে বাংলাদেশ

ঠাককা, ২৫ জানুয়ারি ঃ মঞ্চটা ছিল উ!সবের। আলোয় ঝলমল মীরপুরের শের-ই-বাংলা স্টেডিয়াম। বাংলাদেশের সবচেয়ে ব। টি-টোয়েঃট মঞ্চ-বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগের ফাইনাল। চট্টগ্রাম রয়্যালসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন রাজশাহী ওয়ারিয়র্স। গ্যালারিভর্তি উল্লাস, ক্যামেরার ঝলকানি, ট্রফির রুপোলি দীপ্তি-সব মিলিয়ে আনঃেদ ভাসার কথা। কিন্তু সেই আনঃেদর মাঝেই যেন হাহাকার হয়ে ভেসে এল একটি কণ্ঠ। রাজশাহী ওয়ারিয়র্সের অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্ত ট্রফি হাতে নিয়ে বললেন, জানি না, আমাদের ভবিষ্যৎ কী। একজন চ্যাম্পিয়ন অধিনায়কের মুখে এমন বাক্য শুধু বিস্ময় নয়, ভয়ও ধরিয়ে দেয়। কারণ এর ঠিক ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই সেই আশঙ্কা বাস্তব রূপ নেয়। শনিবার আইসিসি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করে-আসন্ন টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে বাংলাদেশের জায়গায় খেলবে স্কটল্যান্ড। মুহূর্তের মধ্যে উসবের দেশজুড়ে নেমে আসে হতাশা, ক্ষোভ আর অসহায়তার ঢেউ। সোশ্যাল মিডিয়া থেকে চায়ের দোকান-একটাই প্রশ্ন ঘুরছেঃ এত বড় সর্বনাশ কেন? আইসিসির ঘোষণার পর এটা পরিষ্কার হয়ে যায়, বাংলাদেশ যে ' রেজোলিউশন কমিটি'র হস্তক্ষেপ চেয়ে আবেদন করেছিল, সেটিকে কার্যত গুরুত্বই দেওয়া হয়নি। অর্থা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দরজা খোলা আছে-এই ভরসাটুকুও ভেঙে চুরমার। সবচেয়ে তিক্ত বাস্তবতা হলো-এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে কম গুরুত্ব পেয়েছে ক্রিকেটারদের মতামত। নাজমুল হোসেন শান্ত বিশ্বকাপ স্কোয়াডে না থাকলেও বাংলাদেশের ক্রী।া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের সঙ্গে বিশ্বকাপ ইস্যুতে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। সেখানে তিনি স্পষ্টভাবেই জানান, খেলতে চান। তাঁর সঙ্গে আরও ক্রিকেটার একই মত পোষণ করেন বলে জানা যায়। কিন্তু অভিযোগ, অন্তর্বর্তী সরকারের প্রতিনিধিরা কোনও ক্রিকেটারের মতামতই গুরুত্ব দেননি। ফলে আজ শুধু শান্ত নন, লিটন দাস, মুস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদদের মতো ক্রিকেটারদের ভবিষ্যও ঝুলে গেল অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। বিশ্বকাপ চলাকালীন স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের কোনও আন্তর্জাতিক সিরিজ নেই। বিপিএল শেষ হলেই কার্যত ঘরে বসে থাকা ছাড়া কোনও পথ থাকবে না ক্রিকেটারদের সামনে। যাঁদের ফিটনেস, ফর্ম আর মানসিকতা ধরে রাখার জন্য নিয়মিত বড় ম্যাচ দরকার-তাঁরা হঠা করেই হয়ে প।বেন বেকার দর্শক। সবচেয়ে আলোচিত নাম মুস্তাফিজুর রহমান। যাঁকে আইপিএল থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে সামনে রেখেই গোটা পরিস্থিতি ঘোরালো হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকে। অথচ বাস্তবতা হলো-মুস্তাফিজ নিজেই বিশ্বকাপ খেলতে মরিয়া ছিলেন। দেশের জার্সিতে বিশ্বমঞ্চে নিজেকে মেলে ধরার সুযোগ হাতছাড়া হওয়ায় তিনিও হতাশ। বাংলাদেশের একাংশের মতে, মুস্তাফিজ ইস্যুকে সামনে রেখে অন্তর্বর্তী সরকার আসন্ন নির্বাচনের আগে ' আবহ তৈরি করতে চেয়েছে। ক্রিকেটারদের স্বার্থ সেখানে গৌণ হয়ে গিয়েছে। রাজনৈতিক বার্তা দেওয়াটাই যেন মুখ্য লক্ষ্য। এই সিদ্ধান্তে সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীরাও ক্ষুব্ধ। তাঁদের বক্তব্য, ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে যাওয়া উচিত ছিল টাইগারদের। যুক্তি হিসেবে উঠে আসছে পাকিস্তানের উদাহরণ। একজন সমর্থক লিখেছেন,পাকিস্তান ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলতে পারে না বহু বছর। তবু পাকিস্তান দল আইসিসি টুর্নামেন্টে ভারতে খেলেছে। পুলওয়ামার ঘটনার পরেও নিরপেক্ষ ভেন্যুতে খেলা হয়েছে। তাহলে শুধু মুস্তাফিজুরের ঘটনায় বিশ্বকাপ বয়কট কেন? এই বিতর্কে মুখ খুলেছেন পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের প্রধান মহসিন নকভিও। তাঁর বক্তব্য, বাংলাদেশের প্রতি অন্যায় করা হয়েছে। কিন্তু এখানেই থেমে যায় সমর্থন। প্রশ্ন উঠতেই-পাকিস্তান কি তবে বিশ্বকাপ বয়কট করবে? নকভির সাফ জবাব, এটা পাকিস্তান সরকারের সিদ্ধান্ত। আমরা সবাই সরকারের অধীনে।আইসিসি বোর্ড মিটিংয়ে পাকিস্তান বাংলাদেশকে সমর্থন করলেও, পরে কার্যত কোনও অবস্থান নেয়নি। ফলে বাংলাদেশের মানুষের মনে হচ্ছে-রাজনীতির খেলায় বাংলাদেশকে সামনে রেখে শেষে পিছিয়ে গিয়েছে পাকিস্তান। ' তুলে মই কো। নেওয়া'র অনুভূতি স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বড় ক্ষতিটা হচ্ছে ক্রিকেটারদের। প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক মহম্মদ আজহারউদ্দিন স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, ক্ষতি হলো ক্রিকেটারদের। তারা খেলতে চায়। ভারতে নিরাপত্তা সমস্যা থাকলে অন্য বিদেশি দলগুলো কেন খেলতে আসবে?আর্থিক দিক থেকেও ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ। হিসেব বলছে, বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে যাওয়ায় বিসিবির ক্ষতি হতে পারে ৩০০ কোটিরও বেশি টাকা। সম্প্রচার স্বত্ব, স্পনসরশিপ, বিজ্ঞাপন-সবই ধাক্কা খাবে। কিন্তু তার থেকেও বড় ক্ষতি ব্যক্তিগত স্তরে। ক্রিকেটারদের ব্র্যান্ড ভ্যালু কমবে। বিসিবির এক কর্তা আক্ষেপ করে বলছিলেন, আমাদের মতো দেশের ক্রিকেটারদের কাছে বিশ্বকাপ বিশাল মঞ্চ।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com